বাঙ্গালা ব্যাকরণ

প্রথম খণ্ড

মহম্মদ শহীদুল্লাহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ শ্রেণীর জন্য এবং ঢাকা বোর্ড্ অব্
ইণ্টারমিডিয়েট্ এ'ণ্ড্ সেকণ্ডরী এডুকেশনের হাই স্কুল এবং
হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত

বাঙ্গালা ব্যাকরণ

কলিকাতা ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার
পরীক্ষক, ঢাকা এডুকেশন বোর্ডের পরীক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভাষাতত্ত্ব ও বাঙ্গালার অধ্যাপক ও পরীক্ষক—

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্-এ, বি-এল,

ডিপ্লো-ফোন, ডি-লিট্ (প্যারিস)

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

১৩৪২ সন

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ১৷৷০ আনা

BANGODARSHAN.COM

প্রকাশক—
কাজী আবদুর রশীদ, বি-এ,
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী,
ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।

প্রিণ্টার—
শেখ আন্‌সার আলী,
প্রভিন্সিয়াল মেশিন প্রেস,
নারিন্দিয়া, ঢাকা।

ভূমিকা

চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "বাংলা উচ্চারণ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, "প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়। বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে। ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।" ইহার পর তিনি বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিবিধ বিষয় লইয়া কয়েকটী মূল্যবান মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৩০৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আক্ষেপের সহিত বলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কম আড়াই শত বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যেই ইহাদের অধিকাংশ প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গীয় বালকগণের মস্তিষ্ক বিকৃত ও তাহাদের অভিভাবকগণের পয়সা অপহরণ করিতেছে। এতগুলি ব্যাকরণ বাহির হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীর গৌরব করিবার কিছুই নাই; কারণ, সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক দুই প্যাটেণ্টে প্রস্তুত হইতেছে; একটি মুগ্ধবোধ-প্যাটেণ্ট—গ্রন্থকার পণ্ডিতগণ, আর একটি হাইলি-প্যাটেণ্ট—গ্রন্থকার মাষ্টারগণ।.....বাঙ্গালাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা পালি মাগধী অর্দ্ধ-মাগধী সংস্কৃত পার্সি ইংরেজী প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রন্থকারগণ সে কথা একবারও ভাবেন না।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই আলোচনার পর বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনেকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি বঙ্গভাষানুরাগী লেখকগণ বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনায় যোগদান করেন। এই সময় ত্রিবেদী মহাশয় "বাঙ্গলা ব্যাকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "প্রচলিত বাঙ্গলা ব্যাকরণগুলি বালকেরই পাঠ্য; উহা বালকগণকে ভাষা শিখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু আমি ব্যাকরণ নামে যে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য ভাষা শেখান নহে। উহার উদ্দেশ্য নিজে শেখা, ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা দ্বারা আবিষ্কার করা। আগে সেই নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে; অর্থাৎ ভাষার নিয়ম বাহির করিয়া তাহার সহিত স্বয়ং পরিচিত হইবে; তাহার পর উহা অন্যকে শেখান যাইতে পারিবে। বাঙ্গলা ভাষার সেই ব্যাকরণ এখনও রচিত হয় নাই, কে'ননা বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে কি নিয়ম আছে না-আছে, তাহার কেহই আলোচনা করেন নাই। সে-সকল নিয়মের যখন আবিষ্কারই হয় নাই, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই, তখন বাঙ্গলার ব্যাকরণ এখন বর্ত্তমানই নাই। ..... এখন যাহাকে বাঙ্গলা ব্যাকরণ বলা হয়, উহা বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে। বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের নিকট যাহা পাইয়াছে, সংস্কৃতের নিকট যে অংশ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেই অংশের ব্যাকরণ। উহা সংস্কৃত ব্যাকরণ; বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে। বাঙ্গলার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা নহে, যে অংশ খাঁটি বাঙ্গলা, সে অংশের ব্যাকরণ নাই। সেই অংশের ব্যাকরণ এখন গড়িতে হইবে; খাঁটি বাঙ্গলার আলোচনা করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে।"

এই-সমস্ত আলোচনার পরও ছোট বড় অনেক বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি কতদূর প্রকৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইয়াছে, সে বিচারের ভার বিশেষজ্ঞগণের উপর ন্যস্ত। তবে শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র রায় মহাশয়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণ যে একটি খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা পূর্ণাঙ্গ নহে। বাঙ্গালা ব্যাকরণের সূত্রপাত (১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে এ পর্য্যন্ত দুইশত বৎসরও হয় নাই। সুতরাং পূর্ণতা আশা করাও যায় না! এক্ষেত্রে বহু গবেষণাকারীর স্থান আছে।

আমার এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ ভাষাজ্ঞ ও ভাষা-শিক্ষার্থী উভয় শ্রেণীরই জন্য রচিত। এইজন্য যে'মন ইহাতে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আছে, তেমনই সাধু বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত উপাদানেরও ব্যাকরণ আছে। সংস্কৃতের এই ঋণ বঙ্গভাষা পালি ও প্রাকৃতের ন্যায় কখনও হয়ত চুকাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এখনও সে সময় আসে নাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণগণের নিকট আমি পদে পদে ঋণী। তবুও এই গ্রন্থে কতক এমন বিষয় আছে, যাহা আমার বহুবর্ষব্যাপী মৌলিক গবেষণার ফল। আমাকে নূতন পরিভাষাও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি সম্বন্ধে আমি সহজ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। সংস্কৃত ব্যাকরণে ইৎ-সহ প্রত্যয়গুলি উল্লিখিত হয়। ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যয়টী যে কি, তাহা নূতন শিক্ষার্থীর সহজবোধ্য হয় না। আমি ইৎ-শেষে যে প্রত্যয় থাকে, তাহাই উল্লেখ করিয়াছি; যেমন খল্, খ, ঘঞ্, অল্, অচ্, অট্, টক্, ক, শ, অণ্, ড, ণ, অ, ঙ এই সমস্ত প্রত্যয়ই অ প্রত্যয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তবে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মনস্তুষ্টির জন্য বন্ধনী মধ্যে প্রথমে প্রচলিত, তৎপরে পাণিনির প্রত্যয়ের সংজ্ঞা প্রদান

করিয়াছি। বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিক্ষাদানকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রত্যয়ের সংজ্ঞা পরিত্যাগ করা উচিত। রামায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতে হইলে রাম শব্দের উত্তর তাঁহার বিষয়ে গ্রন্থ এই অর্থে আয়ন প্রত্যয় বলিলে সহজবোধ্য হয়। প্রচলিত মতে ফায়ন কিংবা পাণিনি মতে ফক্ প্রত্যয় বলিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না।

আজ কাল নানা সাহিত্য পুস্তকে বিশেষতঃ নাটকে ও উপন্যাসে কথ্য ভাষার বহুল প্রয়োগ হইতেছে। সে-জন্য আমি প্রয়োজন মত স্থানে স্থানে কথ্য ভাষারও রূপ দিয়াছি। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে এই ব্যাকরণ খানিকে প্রচলিত অন্যান্য ব্যাকরণ হইতে কিছু বিশেষ বলিয়া বোধ হইবে। নাতিদীর্ঘ পরিসরের মধ্যে একটী প্রয়োজনোচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা আমার চিরপোষিত কামনা ছিল। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি সুধীগণ বিচার করিবেন।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়স্থ সহকর্ম্মীদিগের নিকট বহু সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় সমস্ত পুস্তকের প্রুফ সংশোধন করিয়া ও নানা উপদেশ দিয়া ইহাকে সুসংস্কৃত করিয়াছেন। কবিবর শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার ছন্দ সম্বন্ধে কয়েকটী মূল্যবান্ বিষয় ইহাতে সংযোজিত করিয়াছেন। মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কয়েকটী অলঙ্কারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ রচনা করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ইহার সমস্ত অলঙ্কার প্রকরণ সংশোধিত করিয়াছেন এবং নানা প্রকারে আমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন। আমি পুনরায় তাঁহাদের সকলের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪২ সাল।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

রমণা, ঢাকা।

সূচীপত্র

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১

ধ্বনি—প্রকরণ

শব্দ ২
বাক্য, পদ, বর্ণ অক্ষর ৩
বর্ণমালা, স্বর, ব্যঞ্জন ৪
হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর, মূলস্বর, গুণস্বর, বৃদ্ধিস্বর ... ৫
বর্ণের উচ্চারণ ... ... ৬—১২
দ্বিত্ব ১২
সন্ধি ১২
স্বরসন্ধি ... ... ১৩—১৮
ব্যঞ্জনসন্ধি ... ... ১৮—২৩
স্বর-সঙ্কোচ ২৪
স্বর-সাম্য ২৬
ণত্ব বিধান ২৭
ষত্ব বিধান ২৮

শব্দ—প্রকরণ

শব্দমালা (Vocabulary) ৩০
পদ ... ... ৩১—৩৩
বিশেষ্য ৩৩
বিশেষণ ৩৪
ক্রিয়া-বিশেষণ ও তাহার প্রয়োগ ৩৬

সংখ্যা ... ... ৩৭—৪২
লিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, স্ত্রী প্রত্যয় ... ... ৪৩—৪৯
বচন ৪৯
কারক ও পদ ৫০
কারক ও বিভক্তি ৫২
কর্ত্তৃকারক ৫৫
কর্ম্মকারক ৫৭
করণ কারক ৫৯
সম্প্রদান কারক ৬১
সম্বন্ধ পদ ৬৪
অধিকরণ কারক ৬৬
সম্বোধন পদ ৬৮
শব্দরূপ ... ... ৬৯—৭৭
সর্ব্বনাম ... ... ৭৭—৮১
বিশেষণের তারতম্য ৮২
পুরুষ ৮৩
কাল ৮৪
ক্রিয়ার ভাব (Mood) ৮৭
ক্রিয়ার প্রয়োগ ৮৭
ধাতুরূপ ... ... ৮৮—৯৯
নিষেধার্থক ক্রিয়া ৯৯
অনুজ্ঞা বা আদেশ ভাবের প্রয়োগ ১০০
সংশয় ভাবের প্রয়োগ ১০১
ক্রিয়া-বিভক্তির বিশেষ প্রয়োগ ১০১

BANGODARSHAN.COM

অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ	১০৩
মিশ্র ক্রিয়া	১০৬
প্রযোজক ক্রিয়া	১১০
সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ক্রিয়া	১১৩
বাচ্য পরিবর্ত্তন	১১৪
উপসর্গ ও তাহার প্রয়োগ	১১৯
অব্যয়	১২২
বিভিন্ন পদরূপে একই শব্দের ব্যবহার ...	১২৬
পদ পরিচয়	১২৭
সমাস ও তাহাদের প্রয়োগ	১২৯
দ্বন্দ্ব	১৩০
তৎপুরুষ	১৩৩
কর্ম্মধারয়, উপমিত সমাস, রূপক সমাস, দ্বিগু ...	১৩৬
বহুব্রীহি	১৩৯
অব্যয়ীভাব	১৪১
নিত্য সমাস, উপপদ সমাস	১৪২
অলুক্ সমাস, মধ্যপদলোপী সমাস ...	১৪৩
শব্দযুগ্ম	১৪৫
কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়	১৪৭
কৃৎ প্রত্যয়	১৪৮
বাঙ্গালা কৃৎ প্রত্যয়	১৫০—১৫২
সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়	১৫২—১৫৯
প্রত্যয়ান্ত ধাতু, প্রয়োজক ধাতু	১৫৯
সনন্ত, যঙন্ত, যঙ্লুগন্ত ধাতু	১৬০

নাম ধাতু	১৬১
বাঙ্গালা তদ্ধিত-প্রত্যয়	১৬১—১৬৭
সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়	১৬৭—১৭৫
ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ ও বিশেষ্য	১৭৫—১৮২
শব্দ গঠন	১৮২—১৯৪

বাক্য-প্রকরণ

বাক্য	১৯৫
সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য	১৯৮—২০৪
সরল বাক্যের বিশ্লেষণ	২০৫
জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ	২০৯
যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ	২১১
বাক্যের প্রকার পরিবর্ত্তন	২১২
বিবিধ প্রকারে বাক্যের ভাব প্রকাশ ...	২১৬
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উক্তি	২১৯—২২২
পদ ক্রম (Collocation of Parts of Speech) ...	২২৩—২২৯
পদদ্বৈত	২৩০—২৩২
শব্দ এবং বাক্যাংশের বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ	২৩৩—২৪৩

ছন্দঃ-প্রকরণ

অক্ষর বৃত্ত, মাত্রা বৃত্ত	২৪৩
স্বর বৃত্ত	২৪৫
মিল, স্বরাঘাত	২৪৬
স্তবক, অনুপ্রাস	২৪৭

BANGODARSHAN.COM

পয়ার ২৪৮
কুসুম মালিকা, মিত্রামিত্রাক্ষর ২৫০
চতুর্দ্দশপদী কবিতা ২৫১
অমিত্রার ছন্দ ২৫২
ত্রিপদী ২৫২
চৌপদী বা চতুষ্পদী ২৫৫
ললিত, দিগক্ষরা ২৫৭
একাবলী, মিশ্রছন্দ, নূতন ছন্দ ২৫৮
অক্ষরবৃত্তে দীর্ঘ পয়ার ২৫৯
মাত্রাবৃত্তে লঘু ত্রিপদী ... ...
স্বরবৃত্তে চতুষ্পদী ... ...
গযল কবিতা ২৬০
রুবাঈ কবিতা ২৬১
সংস্কৃত ছন্দ, ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক ২৬২
তোটক, মন্দাক্রান্তা ২৬৩
ছন্দের ভাষা ... ... ২৬৩—২৬৪

অলঙ্কার-প্রকরণ

শব্দালঙ্কার, যমক ২৬৬
শ্লেষ, অর্থালঙ্কার, উপমা ২৬৭
মালোপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ২৬৮
ভ্রান্তিমান্, অপহ্নুতি, নিশ্চয় ২৬৯
অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, দৃষ্টান্ত ২৭০
নিদর্শনা, বিভাবনা, বিশেষোক্তি ২৭১

BANGODARSHAN.COM

অর্থান্তরন্যাস, সমাসোক্তি, স্বভাবোক্তি ... ২৭২
ব্যাজস্তুতি ২৭৩
অনন্বয়, সন্দেহ, প্রতিবস্তূপমা, দীপক ... ২৭৪
সমুচ্চয়, পর্য্যায়, পরিসংখ্যা ২০৫
বিরাম-চিহ্ন ... ... ২৮০—২৮৪

পরিশিষ্ট

ঈকারযুক্ত শব্দে ২৮৫
ঊকারযুক্ত শব্দ ২৮৬
বফলাযুক্ত কয়েকটী শব্দ ২৮৭
চন্দ্রবিন্দুযুক্ত শব্দ, ড়কারযুক্ত শব্দ ... ... ”
সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ ... ... ২৮৮—২৯১
বিপরীতার্থক শব্দ ... ২৯১—২৯৩
অশুদ্ধি সংশোধন ... ... ২৯৩—২৯৮
বাঙ্গালা ও ইংরেজী ব্যাকরণের প্রভেদ ... ৩০০—৩০২
ঢাকা বোর্ডের হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার প্রশ্নাবলী ৩০৩—৩১০

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	১১	ঝড়য়া	ঝড়ুয়া
১২৮	২০	কারক-অবয়	কারক-অবায়
২৯৩	৯	মনঃক	মনঃকষ্ট
২৯২	১১	সুকেশা	সুকেশা, সুকেশী
,,	১২	দিগম্বরী	দিগম্বরা
,,	,,	দিগম্বরা	দিগম্বরী
২৯৫	৫	কণ্ঠপর্য্যন্ত	কণ্ঠপর্য্যন্ত
২৯৮	১০	ঊর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
৩০০	১	বাঙ্গালা	বাঙ্গালা ও

BANGODARSHAN.COM

বাঙ্গালা ব্যাকরণ

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ

১। মনুষ্য-জাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনি-সকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম ভাষা (Language)। সাধারণতঃ কোনও দেশের বা দেশবাসী জাতির নাম-অনুসারে ভাষার নাম হইয়া থাকে।

২। বাঙ্গালী জাতি যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহার নাম বাঙ্গালা ভাষা (Bengali Language)।

৩। বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানের কথিত ভাষা এক নয়, কিন্তু সাহিত্যের লিখিত ভাষা এক। লিখিত ভাষার দুই রূপ :— সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। "প্রার্থনা এই, আমার প্রতি আপনার যে অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ও বাৎসল্য আছে, তাহার যেন বৈলক্ষণ্য না হয়" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)। ইহা সাধু ভাষা। "যত দূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখ্‌তে পার্‌লেই লেখা প্রাণ পায়" (শ্রীপ্রমথ চৌধুরী)। ইহা চলিত ভাষা। এই চলিত ভাষা বক্তৃতা, অভিনয় ও শিষ্ট লোকদের সামাজিক কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হয়। এই চলিত ভাষা ও সাধু ভাষা ভিন্ন অন্য প্রাদেশিক ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহার করা দূষণীয়। তবে নাটকে পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব ভাষারূপে কখনও কখনও প্রাদেশিক ভাষা

BANGODARSHAN.COM

ব্যবহৃত হয়; যেমন "ম্যারে ক্যান্ ফ্যালায়্ না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পার্‌বো না" (নীলদর্পণে তোরাপের উক্তি; দীনবন্ধু মিত্র)। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষাকে সংক্ষেপে বাঙ্গালা ভাষা বলা হয়।

৪। ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে হইলে ব্যাকরণ জানা আবশ্যক। অতএব

যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ (Bengali Grammar)।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিষয়সমূহকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বা প্রকরণে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, ধ্বনি প্রকরণ (Phonology), শব্দ প্রকরণ (Accidence), বাক্য প্রকরণ (Syntax), ছন্দ প্রকরণ (Prosody), অলঙ্কার প্রকরণ (Rhetoric)। প্রত্যেক প্রকরণে তাহাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বলা হইবে।

ধ্বনি প্রকরণ (Phonology)

৫। ধ্বনি প্রকরণে বর্ণ, বর্ণের উচ্চারণ, বর্ণবিন্যাস, সন্ধি, ণত্ব ষত্ব প্রভৃতি ধ্বনি সম্বন্ধে ব্যাকরণের বিষয়গুলি আলোচিত হয়।

৬। "এ", "ও", ইহারা প্রত্যেকে এক একটী ধ্বনি এবং ইহাদের প্রত্যেকের অর্থ আছে। "বাগান", "ফুল", "ফোটা", ইহাদের প্রত্যেকটী কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি এবং এই ধ্বনিসমষ্টির প্রত্যেকের অর্থ আছে। এইগুলি শব্দ। অতএব

অর্থবিশিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ (Word) বলে।

৭। "বাগানে ফুল ফুটিয়াছে।" এখানে ঐ-সমস্ত শব্দ দ্বারা একটী সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশিত হইতেছে। উহা একটী বাক্য। অতএব

একটী সম্পূর্ণ মনোভাব যে-সমস্ত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাহাদের সমষ্টিকে বাক্য (Sentence) বলে।

৮। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে "বাগানে", "ফুল", "ফুটিয়াছে", এই তিনটী অংশ আছে এবং ইহাদের প্রত্যেকের একটী বিশেষ অর্থ আছে। এইগুলি এক একটী পদ। অতএব

বাক্যের প্রত্যেক অর্থবিশিষ্ট অংশকে পদ (Parts of Speech) বলে।

৯। "বাগান" এই শব্দে ব্ আ গ্ আ ন্ এই ধ্বনিগুলি আছে। ইহাদের প্রত্যেকটী যে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাহা বর্ণ। অতএব

শব্দের ধ্বনিসমষ্টির প্রত্যেকটী যে চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাহাকে বর্ণ (Letter) বলে।

১০। "বাগান" এই শব্দটী উচ্চারণ করিতে বর্ণগুলিকে "বা" এবং "গান" এইরূপে ভাগ করিতে হয়। আমরা "বাগান" শব্দে "বা" এবং "গান" এই দুই অক্ষর আছে বলিব। অতএব

কোনও শব্দে যে বর্ণসমষ্টি এক সময়ে একত্র উচ্চারিত হয়, তাহাকে অক্ষর (Syllable) বলে।

টীকা। সাধারণতঃ বর্ণ ও অক্ষর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই ব্যাকরণে তাহাদের সংজ্ঞা-অনুযায়ী পৃথক্ ব্যবহার হইবে।

BANGODARSHAN.COM

১১। একটী ভাষায় যে-সমস্ত বর্ণ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সমষ্টিকে বর্ণমালা (Alphabet) বলে। বাঙ্গালা বর্ণমালায় ৫০টী বর্ণ আছে। তন্মধ্যে ১১টী স্বরবর্ণ (Vowels) এবং ৩৯টী ব্যঞ্জন বর্ণ (Consonants)। বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষা লিখিত হয়।

১২। যাহা স্বয়ং উচ্চারিত হয়, তাহাকে স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ, যথা ;— অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

টীকা। বাঙ্গালা ভাষায় ঋ "রি" রূপে উচ্চারিত হয়। সুতরাং তাহাকে একটী পৃথক্ বর্ণ রূপে গণ্য করা সঙ্গত হয় না। ঋ সংস্কৃত তৃ, দৃ, ইত্যাদি ধাতুতে এবং পিতৃণ (পিতৃ+ঋণ) ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত হয়। এইজন্য ঋ বাঙ্গালা বর্ণমালায় গণ্য করা হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় ঃ কারের প্রয়োগ নাই। অতএব বর্ণমালা হইতে ঃ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ভারতচন্দ্র ঃ কে স্বরবর্ণ মধ্যে ধরিয়াছেন। পাণিনি ঃ-কারের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

১৩। যাহা স্বরের সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তাহাকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে। ব্যঞ্জন বর্ণ যথা ;— ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব। শ, ষ, স, হ। ড়, ঢ়, য়। ং, ঃ, ঁ।

টীকা। বাঙ্গালা ভাষায় অন্তঃস্থ ব-কারের পৃথক্ চিহ্ন না থাকায় প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে একটি পৃথক্ বর্ণ বলা যায় না। পাওয়া, খাওয়া, ওয়াদা, দেওয়াল প্রভৃতি শব্দের "ওয়া" বাস্তবিক অন্তঃস্থ ব-কারে আকার যোগে যে উচ্চারণ হয়, তাহা হইতে অভিন্ন। অন্তঃস্থ বকারের জন্য একটি পৃথক্ চিহ্ন বাঙ্গালা বর্ণমালায় থাকা আবশ্যক। "ড" "ঢ" "য়" এর উচ্চারণ এবং চিহ্ন "ড" "ঢ" "য" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এজন্য তাহাদিগকে তিনটী বর্ণরূপে গণ্য করা হইয়াছে। ঁ চন্দ্রবিন্দুকে স্বতন্ত্র বর্ণরূপে স্বীকার করা অসঙ্গত। কোনও স্বর নাসিকাযোগে উচ্চারিত হইলে তাহার সঙ্কেত রূপে ঁ চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়।

১৪। বর্ণকে বুঝাইবার জন্য সেই বর্ণের পর "কার" যোগ হয় ; যেমন, অ বর্ণ অকার, 'ক' বর্ণ ককার। র বর্ণ বুঝাইবার জন্য

"রেফ" শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমরা যখন "ক" উচ্চারণ করি, তখন বাস্তবিক ক্ অ এই দুই বর্ণ উচ্চারণ করি। স্বরশূন্য ব্যঞ্জন "্" এই হসন্ত চিহ্ন দ্বারা দেখান হয়। ককার বাস্তবিক ক্।

১৫। স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে মুখ-গহ্বরে জিহ্বা নানারূপে সঞ্চালিত হয়; কিন্তু কোনও স্থান স্পর্শ করে না।

১৬। স্বরবর্ণগুলিকে উচ্চারণের কাল-পরিমাণ-অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সকল সময়ে ইহাদের হ্রস্ব বা অল্পকাল-স্থায়ী, দীর্ঘ বা দীর্ঘকাল-স্থায়ী উচ্চারণ হয় না। বস্তুতঃ বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ "অ" এবং হ্রস্ব "আ", "এ", "ও" আছে।

হ্রস্ব স্বর; যথা,— অ, ই, উ, ঋ।
দীর্ঘ স্বর; যথা,— আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

১৭। ইহাদের মধ্যে অ, আ পরস্পর সমান স্বর। এইরূপ ই ঈ; উ ঊ। অবর্ণ বলিলে অ আ, ইবর্ণ বলিলে ই ঈ, উবর্ণ বলিলে উ ঊ বুঝায়।

১৮। স্বরবর্ণগুলিকে মূলস্বর, গুণস্বর ও বৃদ্ধিস্বর এই তিন ভাগেও বিভক্ত করা হয়।

মূল স্বর, যথা,— অ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ।
গুণ স্বর, যথা,— অ, এ, ও, অর্।
বৃদ্ধি স্বর, যথা,— আ, ঐ, ঔ, আর্।

অকারের গুণ অ, ই-ঈ-কারের গুণ এ, উ-ঊ-কারের গুণ ও, ঋকারের গুণ অর্।

অকারের বৃদ্ধি আ, ই-ঈ-এ-কারের বৃদ্ধি ঐ, উ-ঊ-ও-কারের বৃদ্ধি ঔ, ঋকারের বৃদ্ধি আর্।

BANGODARSHAN.COM

টীকা। বাঙ্গালা ভাষায় "ঐ"এর উচ্চারণ "ওই" এবং "ঔ"এর উচ্চারণ "ওউ"। কিন্তু "ওই" "ওউ"—এখানে দুইটী স্বরের পৃথক্ উচ্চারণ না হইয়া "ও" "ই"র সন্ধিযুক্ত উচ্চারণে "ঐ" এবং "ও" "উ"র সন্ধিযুক্ত উচ্চারণে "ঔ" হয়। এইজন্য "ঐ", "ঔ" সন্ধিস্বর (diphthong)। অন্যগুলি এককস্বর (monophthong).

১৯। ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা হয়,—

ক বর্গ— ক খ গ ঘ ঙ।
চ বর্গ— চ ছ জ ঝ ঞ।
ট বর্গ— ট ঠ ড ঢ ণ ড় ঢ়।
ত বর্গ— ত থ দ ধ ন।
প বর্গ— প ফ ব ভ ম।
অন্তঃস্থ বর্ণ— য (=য়) র ল ব (=ওঅ) য়।
উষ্ম বর্ণ— শ ষ স হ।

টীকা। ক হইতে ম পর্যন্ত ২৫টী বর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা মুখগহ্বরের বিভিন্ন উচ্চারণ স্থান স্পর্শ করে, এইজন্য ইহাদিগকে স্পর্শ বর্ণ (Stops) বলে।

অন্তঃস্থ অর্থে স্পর্শ বর্ণ ও উষ্ম বর্ণের অন্তঃস্থিত (মধ্যবর্ত্তী) বর্ণ। অন্তঃস্থ বর্ণগুলির উচ্চারণে জিহ্বা উচ্চারণ-স্থান ঈষৎ স্পর্শ করে।

উষ্মবর্ণের উচ্চারণে মুখ-গহ্বরের বায়ু (উষ্মা) জিহ্বা ও উচ্চারণের স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। স্পর্শ বর্ণে বায়ু ক্ষণকালের জন্য বদ্ধ হইয়া পরে সহসা বহির্গত হয়।

২০। উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণমালাকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা হয়।

(ক) উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠনালীর উদ্ধভাগ বা জিহ্বার মূল; কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ (guttural)— অ, আ, কবর্গ, হ, ঃ।

(খ) উচ্চারণ-স্থান তালুর অগ্রভাগ; তালব্য বর্ণ (palatal) — ই, ঈ, চবর্গ, য, শ।

(গ) উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা বা তালুর মধ্য ভাগ; মূর্দ্ধন্য বর্ণ (cerebral)— ঋ, টবর্গ, র, ষ।

(ঘ) উচ্চারণ-স্থান দন্তমূল; দন্ত্য বর্ণ (dental)— তবর্গ, ল, স।

(ঙ) উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠদ্বয়; ওষ্ঠ্য বর্ণ (labial)— উ, ঊ, পবর্গ।

(চ) উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ ও তালু; কণ্ঠতালব্য বর্ণ (palato-guttural)— এ, ঐ।

(ছ) উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ; কণ্ঠৌষ্ঠ্যবর্ণ (labio-guttural) — ও, ঔ।

(জ) উচ্চারণ-স্থান দন্ত ও অধর-ওষ্ঠ; দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ (labio-dental)— অন্তঃস্থ ব।

(ঝ) উচ্চারণ-স্থান নাসিকা; অনুনাসিক বর্ণ (nasal)— ঙ ঞ ণ ন ম ং ঁ। ঙ কণ্ঠ্য ও অনুনাসিক বর্ণ; এইরূপ ঞ ণ ন ম—ইহাদের প্রত্যেকের দুইটি উচ্চারণ-স্থান।

(ঞ) চন্দ্রবিন্দু যে স্বরের সহিত থাকে, তাহার উচ্চারণ-স্থান-ভাগী হয়।

টীকা। উচ্চারণের জন্য কণ্ঠনালাস্থ বাগ্‌যন্ত্রের যত্নের প্রকার-ভেদে ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা হয়:—

(ক) অল্পপ্রাণ (unaspirated)—বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ এবং অন্তঃস্থ বর্ণ।

(খ) মহাপ্রাণ (aspirated)—বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ বর্ণ এবং উষ্মবর্ণ। ইহাদের উচ্চারণে মুখ-গহ্বর হইতে বায়ু সবলে বহির্গত হয়।

(গ) শ্বাস বা অঘোষ (voiceless)—বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ ষ স।

(ঘ) নাদ বা ঘোষ (voiced)—বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ এবং হ।

BANGODARSHAN.COM

বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণের উচ্চারণ

২১। অকারের দুইটী উচ্চারণ:—

(১) শুদ্ধ; যেমন,— অশোক, অলস।

(২) বিকৃত; হ্রস্ব ওকারের ন্যায়; যথা, নিম্নলিখিত স্থলে—

(ক) ইবর্ণ, উবর্ণ ও ঋকারের পূর্ব্বে; যেমন,— অতি, কল্, সরু, যকৃৎ, কর্ত্তৃক।

(খ) য ফলার পূর্ব্বে; যেমন,— পথ্য, সত্য, ইত্যাদি।

(গ) "ক্ষ"এর পূর্ব্বে; যেমন,— লক্ষ, বক্ষ, ইত্যাদি।

(ঘ) প্রায়ই যখন শেষ অকার উচ্চারিত হয়; যেমন,— ভাল, বড়, মত, তৈল, মৃত, গাঢ়, দে'খ, দেখিল, করিয়াছ, করিত, কে'ল, ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। বিকৃত অ নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য এই পুস্তকে অ' চিহ্ন প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হইয়াছে।

২২। পদের অন্তস্থিত অকার প্রায়ই উচ্চারিত হয় না; কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়।—

(ক) ঋকারের পরস্থিত; যথা,— তৃণ, বৃষ, ইত্যাদি।

(খ) ঐকারের পরস্থিত; যথা,— শৈল, হৈম, ইত্যাদি।

(গ) ং ঃ এর পরবর্ত্তী ও যুক্তবর্ণে; যথা,— কংস, দুঃখ, দম্ভ, রক্ত, ইত্যাদি।

(ঘ) অন্তস্থিত "হ"এর সহিত যুক্ত; যথা,— দেহ, কটাহ, স্নেহ, ইত্যাদি।

(ঙ) অধিকাংশ স্থলে বিশেষণের অন্তস্থিত; যথা,— সাধিত, রত, চির, গাঢ়, ছোট, কাল, ইত্যাদি।

(চ) তর ও তম প্রত্যয়ে; যথা,— গুরুতর, প্রিয়তম, ইত্যাদি।

(ছ) গৌরব ও অনাদর বাচক ভিন্ন ক্রিয়াপদে ; যথা,— দেখিল, দেখিব, দেখিত, দেখ, ইত্যাদি।

(জ) এগার হইতে আঠার পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দে।

(ঝ) "পদ"-শব্দযুক্ত নামে ; যথা,— হরিপদ, তারাপদ, ইত্যাদি।

(ঞ) অজ, ব্রজ, দ্রব, কে'ন, কত, ব্রণ, অথ, তব, মম, উভ, নিভ, ধ্রুব প্রভৃতি শব্দে।

২৩। একারের দুইটি উচ্চারণ আছে।

(১) শুদ্ধ। যেমন নিম্নলিখিত স্থানে—

(ক) পদান্ত ও পদ-মধ্যস্থিত ; যথা,— করে, দূরে, অনেক, শতেক, ইত্যাদি।

(খ) ইবর্ণ ও উবর্ণের পূর্ব্বস্থিত ; যথা,— দেখি, ঢেঁকি, নেবু, মেরু, ইত্যাদি।

(গ) সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী ; যথা,— টেক্কা, কেষ্টা, ইত্যাদি।

(ঘ) তেল, বেল, পেট, কেবল প্রভৃতি শব্দে।

(২) বিকৃত। ইহা একার ও আকারের মধ্যবর্ত্তী উচ্চারণ (man-এর a-র মত)। "অ" "আ" "এ" পরে থাকিলে পূর্ব্বের একার কোনও কোনও স্থানে বিকৃত হয়; যেমন,— বে'লা, হে'ন', কে'ন', দে'খে ইত্যাদি। যেখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার আদিতে শুদ্ধ একার থাকে, তাহাদের বিশেষ্য ও ক্রিয়া-পদে একারের উচ্চারণ বিকৃত হয়; যেমন,— দে'খা (অসমাপিকা দেখিয়া), বে'চা (অসমাপিকা বেচিয়া), ইত্যাদি। কিন্তু লেখা (অসমাপিকা লিখিয়া)।

দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকে প্রয়োজন-মত বিকৃত একার এ' চিহ্ন দ্বারা দে'খান হইয়াছে।

২৪। কথিত বাঙ্গালা ভাষায় ঙ-কারের স্বরযুক্ত প্রয়োগ আছে ; যেমন, — আঙুল, রাঙা, ইত্যাদি ; ইহার উচ্চারণ "ঙ্গ" ও "গঁ"-এর মধ্যবর্ত্তী।

BANGODARSHAN.COM

২৫। বাঙ্গালা ভাষায় 'জ' 'য' এই দুই বর্ণের উচ্চারণ একরূপ।

২৬। ঞ কেবল চ-বর্গের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। "ঞ" চ-বর্গের পূর্ব্বে যুক্ত হইলে তাহার উচ্চারণ "ন"এর মত হয়। যেমন,— বঞ্চনা (=বন্‌চনা)। "চ্ঞ"এর উচ্চারণ "চইঁয়া" ; যথা—যাচ্ঞা (=জাচ্‌ইঁয়া)।

২৭। বাঙ্গালা ভাষায় 'ণ' ও 'ন' এই দু'য়ের একই উচ্চারণ। কোনও শব্দের আদিতে ণ হয় না।

২৮। বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ "ব"-এর উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষায় এক।

২৯। বাঙ্গালা ভাষায় 'শ' 'ষ' 'স' এই তিনের উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। স্ন স্ক স্খ স্ত স্থ স্ন স্প স্ফ স্ম স্র—এই-সকল স্থানে যুক্ত 'স'এর উচ্চারণ শুদ্ধ (ইংরেজি s-এর ন্যায়)। শৃ শ্র—এই দুই স্থানে যুক্ত 'শ'এর উচ্চারণ শুদ্ধ 'স'এর ন্যায়।

টীকা। (১) বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানে চ-বর্গের তালব্য উচ্চারণ স্থলে বিকৃত দন্ত-তালব্য (palato-dental) উচ্চারণ হয়। ইহা বর্জ্জনীয়।

(২) বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানে ঘ, ঝ, ঢ, ঢ়, ধ, ভ, হ ইহাদের মহাপ্রাণ উচ্চারণ স্পষ্টরূপে হয় না। ইহা দূষণীয়।

(৩) বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানে ড় ঢ় র একরূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু "পড়ে" ও "পরে", "ঘোড়া" ও "ঘোরা", "চড়ে" ও "চরে"—এই-সকল শব্দ-যুগলের মধ্যে অর্থগত পার্থক্যের ন্যায় উচ্চারণগত পার্থক্যও রক্ষা করা উচিত।

(৪) বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানে ঁ চন্দ্রবিন্দু স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না। কিন্তু "কাঁদা" ও "কাদা", "রাঁধা" ও "রাধা", "তাঁহার" ও "তাহার"—এই-সকল শব্দ-যুগলের মধ্যে উচ্চারণগত ভেদ রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩০। কথিত ভাষায় শব্দমধ্যবর্ত্তী "হ"-এর লোপ হয়। যথা,— নাহি নাই, চাহে চায়, তাহার তার, ইত্যাদি।

৩১। বিসর্গের উচ্চারণ হসন্ত 'হ্'-এর ন্যায়। বিসর্গের পরস্থিত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যথা,— নমঃ (=নম'হ্), দুঃখ (=দুক্‌খ)।

৩২। 'ক্ষ'-এর উচ্চারণ আদিতে 'খ', অন্যত্র 'ক্‌খ'-এর মত। যথা,— ক্ষীর (=খীর), বক্ষ (=ব'ক্‌খ'), রক্ষণ (=র'ক্‌খ'ন্)।

৩৩। 'জ্ঞ'-এর উচ্চারণ আদিতে 'গ্যা', অন্যত্র 'গ্‌গঁ'-এর মত। যেমন,— জ্ঞান (=গ্যান্); বিজ্ঞ (=বিগ্‌গঁ)।

৩৪। মফলা-যোগে বর্ণের দ্বিত্ব এবং কখনও দ্বিত্ব ও তাহার অনুনাসিক উচ্চারণ হয়। যেমন,— পদ্ম (=পদ্দঁ), ছদ্ম (=ছদ্দঁ), বিস্ময় (=বিশ্‌শঁয়্), লক্ষ্মী (=ল'ক্‌খী), লক্ষ্মণ (=লক্‌খন্)। শব্দের আদি-ত মফলা-যোগে কেবল অনুনাসিক উচ্চারণ হয়। যেমন — স্মিত (=সিত'), শ্মশান (=শঁশান্), শ্মশ্রু (=শঁশ্রু)। অনুনাসিক বর্ণ ও অন্তঃস্থ বর্ণের সহিত যুক্ত ম-ফলা উচ্চারিত হয়। যথা,— বাঙ্ময়, চিন্ময়, বাল্মীকি।

৩৫। 'হ্ম'-এর উচ্চারণ 'জ্‌ঝ'-এর মত। যথা— বাহ্য (=বাজ্‌ঝ), সহ্য (=স'জ্‌ঝ)।

৩৬। যফলা-যোগে বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন,— বাক্য (=বাক্‌ক'), গণ্য (=গ'ন্‌ন')। কখনও কখনও 'য'-ফলার "জ"-এর পৃথক্ উচ্চারণ হয়। যথা,— উদ্যোগ (=উদ্‌জোগ্)। য-ফলার সহিত আকার থাকিলে বিকৃত একারের ন্যায় উচ্চারণ হয়। যেমন,— ব্যায়াম (=বে'য়াম্), ত্যাগ (=তে'গ্), অভ্যাস (=অ'ব্‌ভে'শ্)।

টীকা। পদের আদিস্থিত য-ফলার সহিত অকার থাকিলে অনেকে বিকৃত একারের ন্যায় উচ্চারণ করেন। যেমন,— ব্যয় (=বে'য়্), ত্যাজ্য (=তে'জ্জ')। কিন্তু য-ফলার সহিত যুক্ত অকারের পর ই-বর্ণ থাকিলে শুদ্ধ একারের ন্যায় উচ্চারণ করা হয়। যেমন,— ব্যয়িত (=বেয়িত'। বে'য়িত' নহে), ব্যক্তি, (=বেক্তি। বে'ক্তি নহে)।

BANGODARSHAN.COM

৩৭। রফলা-যোগে বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যথা,— পক্ক (=পক্‌ক), নিক্কণ (=নিক্‌কন্)। কোনও কোনও স্থলে "ব"-এর উচ্চারণ হয়। যথা,— উদ্বেগ (=উদ্‌বেগ্)। শব্দের আদিতে ব-ফলার কোনও উচ্চারণ নাই। যেমন,— দ্বার (=দার), দ্বি (=দি)।

৩৮। হ্-যুক্ত বর্ণের হকার উচ্চারণে পরবর্ত্তী হয় এবং তাহার স্থানে পূর্ব্ব বর্ণের মহাপ্রাণ উচ্চারণ হয়। যথা,— অপরাহ্ণ (অপরান্‌হ, হ=nh), ব্রাহ্ম (=ব্রাম্‌হ, হ=mh), আহ্লাদ (=আল্‌হাদ্, হ=lh), জিহ্বা (=জিওভা, ও=অন্তঃস্থ ব)।

টীকা। বাঙ্গালা ভাষায় লেখন ও উচ্চারণে এইরূপ আরও অনৈক্য আছে। উচ্চারণ অনুসারে বানান সংস্কার করা আবশ্যক। পালি ও প্রাকৃতে উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান হইয়া থাকে।

দ্বিত্ব

৩৯। মহাপ্রাণ বর্ণের দ্বিত্ব হইলে হসন্তবর্ণ অল্পপ্রাণ হয়; যেমন,— "থ"-এর দ্বিত্ব "ক্‌থ", "ঘ"-এর দ্বিত্ব 'গ্‌ঘ'।

৪০। রেফ যুক্ত হইলে বাঙ্গালা বানানে চ ছ জ, ত দ ধ, ব ম, য ল বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। যথা,— অর্চ্চনা অর্চনা, আর্ত্ত আর্ত, অর্দ্ধ অর্ধ, কর্ম্ম কর্ম, কার্য্য কার্য, ইত্যাদি।

সন্ধি (Euphonic Combination)

৪১। (১) মহা+আশয়=মহাশয়; (২) পশু+আদি=পশ্বাদি; (৩) অতঃ+এব=অতএব; (৪) উৎ+শ্বাস=উচ্ছ্বাস। এই উদাহরণ-

গুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে দুইটী বর্ণ অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য (১) তাহারা উভয়ে মিলিয়া এক বর্ণ হয়, বা (২) তাহাদের একের রূপান্তর হয়, কিংবা (৩) একের লোপ হয়, অথবা (৪) উভয়ের রূপান্তর হয়। এইরূপ **বর্ণদ্বয়ের মিলনকে সন্ধি** (Euphonic Combination) বলে।

৪২। সন্ধি দুই প্রকার; (১) স্বর-সন্ধি, যেমন— মহা + আশয় = মহাশয়, পশু + আদি = পশ্বাদি; (২) ব্যঞ্জন-সন্ধি, যেমন— অতঃ + এব = অতএব, উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

৪৩। স্বর-সন্ধি বা ব্যঞ্জন-সন্ধি প্রত্যেকে দুই প্রকারের হইতে পারে। (১) বিভিন্ন শব্দদ্বয়ের সন্ধি, যেমন পূর্ব্বের উদাহরণে— মহা + আশয় = মহাশয়। এখানে মহা ও আশয় এই দুই শব্দের মধ্যে সন্ধি হইয়াছে। ইহাকে **বহিঃসন্ধি** বলে। (২) একই শব্দের মধ্যে সন্ধি, যেমন— নৌ + ইক = নাবিক, ভজ্ + ত = ভক্ত। ইহাকে **অন্তঃসন্ধি** বলে।

স্বর-সন্ধি

৪৪। বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়; এখানে বিদ্যা শব্দের শেষের আকার ও আলয় শব্দের পূর্ব্বের আকার, এই দুই স্বর মিলিয়া একটী স্বর হইয়া বিদ্যালয় শব্দটী হইয়াছে।

দুইটী স্বর নিকটবর্ত্তী হইলে প্রায়ই তাহাদের মিলনে একটী স্বর উৎপন্ন হয়। ইহাকে স্বর-সন্ধি বলে।

BANGODARSHAN.COM

স্বরের বহিঃসন্ধি

৪৫। শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক; প্রবাল + আদি = প্রবালাদি; মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ; বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়। অতএব,

অ বর্ণের পর অবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। ঐ আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + অ = আ; অ + আ = আ; আ + অ = আ; আ + আ = আ।

৪৬। যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র; যতি + ঈশ্বর = যতীশ্বর; মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র; পৃথিবী + ঈশ্বর = পৃথিবীশ্বর। অতএব,

ইবর্ণের পর ইবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয়। ঐ ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ই + ই = ঈ; ই + ঈ = ঈ; ঈ + ই = ঈ; ঈ + ঈ = ঈ।

৪৭। সাধু + উক্তি = সাধূক্তি; চারু + উষা = চারূষা; বধূ + উৎসব = বধূৎসব; ভূ + ঊর্দ্ধ = ভূর্দ্ধ। অতএব,

উবর্ণের পর উবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊকার হয়। ঐ ঊকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

উ + উ = ঊ; উ + ঊ = ঊ; ঊ + উ = ঊ; ঊ + ঊ = ঊ।

টীকা। সংস্কৃত ভাষায় পিতৃ + ঋণ = পিতৄণ; ভ্রাতৃ + ঋদ্ধি = ভ্রাতৄদ্ধি। অতএব ঋ কারের পর ঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ৠ কার হয়; ঐ ৠকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। এরূপ সন্ধি শ্রুতিকটুতাদোষের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় বর্জ্জনীয়। ঋ + ঋ = ৠ।

৪৮। নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র; মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র; নর + ঈশ = নরেশ; মহা + ঈশ = মহেশ। অতএব,

অ বর্ণের পর ইবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া একার হয়। ঐ একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ই = এ ; আ + ই = এ ;

অ + ঈ = এ ; আ + ঈ = এ ;

৪৯। মূল + উচ্ছেদ = মূলোচ্ছেদ ; যথা + উচিত = যথোচিত ; চল + ঊর্ম্মি = চলোর্ম্মি ; গঙ্গা + ঊর্ম্মি = গঙ্গোর্ম্মি। অতএব,

অবর্ণের পর উবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া ওকার হয়। ঐ ওকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

অ + উ = ও ; আ + উ = ও ;

অ + ঊ = ও ; আ + ঊ = ও।

৫০। দেব + ঋষি = দেবর্ষি ; মহা + ঋষি = মহর্ষি। অতএব অ বর্ণের পর ঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া অর্ হয় ; অ পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয় এবং রেফ ঋকারের পরস্থিত বর্ণের সহিত মিলিত হয়। অ + ঋ = অর্ ; আ + ঋ = অর্।

৫১। জন + এক = জনৈক ; মত + ঐক্য = মতৈক্য ; মহা + একত্ব = মহৈকত্ব ; মহা + ঐশ্বর্য্য = মহৈশ্বর্য্য। অতএব,

অ বর্ণের পর একার বা ঐকার থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া ঐকার হয়। ঐ ঐকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

অ + এ = ঐ ; আ + এ = ঐ ;

অ + ঐ = ঐ ; আ + ঐ = ঐ।

৫২। বন + ওষধি = বনৌষধি ; মহা + ওষধি = মহৌষধি ; পরম + ঔষধ = পরমৌষধ ; মহা + ঔষধ = মহৌষধ। অতএব,

অ বর্ণের পর ওকার বা ঔকার থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া ঔকার হয়। ঐ ঔকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

BANGODARSHAN.COM

অ + ও = ঔ ; আ + ও = ঔ ;

অ + ঔ = ঔ ; আ + ঔ = ঔ।

৫৩। অতি + অন্ত = অত্যন্ত ; অতি + আচার = অত্যাচার ; অতি + উচ্চ = অত্যুচ্চ ; অতি + ঊর্দ্ধ = অত্যূর্দ্ধ ; প্রতি + এক = প্রত্যেক ; জাতি + ঐক্য = জাত্যৈক্য ; অতি + ওঘ = অত্যোঘ ; অতি + ঔষধ = অত্যৌষধ ; নদী + অন্ত = নদ্যন্ত ; নদী + আকার = নদ্যাকার ; নদী + উপরি = নদ্যুপরি ; নদী + ঊর্ম্মি = নদ্যূর্ম্মি ; নদী + ওঘ = নদ্যোঘ। অতএব,

ইবর্ণের পর ইবর্ণ ভিন্ন স্বর থাকিলে ইবর্ণ স্থানে য-ফলা হয় এবং পরের স্বর য-ফলায় যুক্ত হয়।

ই + অ = য ; ই + আ = যা ;

ই + উ = যু ; ই + ঊ = যূ ;

ই + এ = যে ; ই + ঐ = যৈ ;

ই + ও = যো ; ই + ঔ = যৌ ;

এইরূপ ঈ + অ = য ; ঈ + আ = যা ; ইত্যাদি।

৫৪। মনু + অন্তর = মন্বন্তর ; পশু + আদি = পশ্বাদি ; মধু + ইত্যাদি = মধ্বিত্যাদি ; বধূ + আদি = বধ্বাদি ; বধূ + ইত্যাদি = বধ্বিত্যাদি। অতএব,

উবর্ণের পর উবর্ণ ভিন্ন স্বর থাকিলে উ বর্ণ স্থানে ব-ফলা হয় এবং পরের স্বর ব-ফলায় যুক্ত হয়।

উ + অ = ব ; উ + আ = বা ; উ + ই = বি ;

উ + ঈ = বী ; উ + এ = বে ; উ + ঐ = বৈ ;

উ + ও = বো ; উ + ঔ = বৌ ;

এইরূপ ঊ + অ = ব ; ঊ + আ = বা ; ইত্যাদি।

৫৫। পিতৃ+অগ্নি=পিত্রগ্নি ; পিতৃ+আলয়=পিত্রালয় ; মাতৃ+আদেশ=মাত্রাদেশ ; মাতৃ+ঈশ্বর=মাত্রীশ্বর। অতএব, ঋকারের পর ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে ঋকার স্থানে র ফলা হয় এবং পরের স্বর তাহাতে যুক্ত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় শ্রুতিকটুতা দোষের জন্য এরূপ সন্ধি কর্ত্তব্য নয়। ঋ+অ=র, ঋ+আ=রা, ঋ+ই=রি ; ঋ+ঈ=রী, ইত্যাদি।

বিশেষ স্বরসন্ধি

৫৬। শীত+ঋত=শীতার্ত্ত ; দুঃখ+ঋত=দুঃখার্ত্ত ; তৃষ্ণা+ঋত=তৃষ্ণার্ত্ত। অতএব, অবর্ণের পর কাতর অর্থে ঋত শব্দের ঋ থাকিলে ঋ স্থানে আর্ হইয়া সন্ধি হয়।

৫৭। নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি বিশেষরূপে সম্পন্ন হয় ;—স্ব+ঈর=স্বৈর ; স্ব+ঈরিণী=স্বৈরিণী ; অক্ষ+ঊহিনী=অক্ষৌহিণী ; গো+ইন্দ্র=গবেন্দ্র ; গো+অক্ষ=গবাক্ষ ; প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ় ; প্র+ঊঢ়ি=প্রৌঢ়ি, ইত্যাদি।

স্বরের অন্তঃসন্ধ

৫৮। নে+অন=নয়ন ; বে+অন=বয়ন ; শে+আন=শয়ান। অতএব, শব্দমধ্যে এ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে এ-কারের স্থানে **অয়্** হয় এবং পরের স্বর তাহাতে যুক্ত হয়। এ+অ=অয়, এ+আ=অয়া, ইত্যাদি।

৫৯। নৈ+অক=নায়ক ; গৈ+অক=গায়ক। অতএব, শব্দ-মধ্যে ঐকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঐকারের স্থানে **আয়্** হয় এবং পরের স্বর তাহাতে যুক্ত হয়। ঐ+অ=আয়, ঐ+আ=আয়া, ইত্যাদি।

৬০। ভো+অন=ভবন ; পো+অন=পবন ; লো+অণ=লবণ। অতএব, শব্দমধ্যে ওকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ওকারের স্থানে **অব্**

হয় এবং পরের স্বর তাহাতে যুক্ত হয়। ও+অ=অব, ও+আ=অবা, ইত্যাদি।

৬১। পৌ+অক=পাবক ; নৌ+ইক=নাবিক ; ভৌ+উক=ভাবুক। অতএব, শব্দ মধ্যে ঔকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঔকারের স্থানে **আব্** হয় এবং পরের স্বর তাহাতে যুক্ত হয়। ঔ+অ=আব, ঔ+আ=আবা, ইত্যাদি।

বাঙ্গালা স্বরসন্ধি

৬২। কচু+আদা+আলু ; এইখানে সন্ধি হইয়া "কচ্চাদালু" হইবে না। এইরূপ ভাত+আছে, এইখানে সন্ধি হইয়া "ভাতাছে" হইবে না। অতএব, খাঁটি বাঙ্গালা শব্দে সাধারণতঃ সন্ধি হয় না।

৬৩। শত+এক=শতেক ; কত+এক=কতেক ; অর্দ্ধ+এক=অর্দ্ধেক। অতএব, বাঙ্গালা ভাষায় অকারের সহিত 'এক' শব্দের একারের সন্ধি হইয়া একার হয়।

৬৪। নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ স্বর-সন্ধি :—দেখিতে+আছি=দেখিতেছি ; দেখিয়া+আছি=দেখিয়াছি ; পাগল+আমি=পাগলামি ; কুড়ি+এক=কুড়িক ; দে'খ'+এসে=দে'খ'সে, যাব'+এখন=যাব'খন, ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন সন্ধি

৬৫। যেমন স্বরের সহিত স্বরের সন্ধি হয়, সেইরূপ (১) ব্যঞ্জনের সহিত স্বরের সন্ধি হইয়া থাকে। যথা,— দিক্+ইন্দ্র=দিগিন্দ্র ; জগৎ+ঈশ্বর=জগদীশ্বর। কিংবা (২) ব্যঞ্জনের সহিত ব্যঞ্জনের সন্ধি হইয়া থাকে। যথা— সৎ+চিন্তা=সচ্চিন্তা, উৎ+লিখিত=উল্লিখিত। অতএব **ব্যঞ্জনের সহিত স্বরের বা ব্যঞ্জনের সহিত**

BANGODARSHAN.COM

ব্যঞ্জনের যে সন্ধি হয়, তাহাকে ব্যঞ্জন-সন্ধি বলে। বিসর্গের সহিত সন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত।

ব্যঞ্জনের বহিঃসন্ধি

৬৬। বাক্ + ঈশ = বাগীশ ; জগৎ + ঈশ = জগদীশ ; সৎ + ইচ্ছা = সদিচ্ছা ; মহৎ + গতি = মহদ্গতি ; বৃহৎ + ধর্ম্ম = বৃহদ্ধর্ম্ম ; অসৎ + রূপ = অসদ্রূপ ; অপ্ + জ = অব্জ ; ঋক্ + বেদ = ঋগ্বেদ। অতএব, **স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ কিংবা য র ল ব পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়।**

৬৭। সৎ + চিৎ = সচ্চিৎ ; উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ। অতএব, **চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত্ এবং দ্-এর স্থানে চ্ হয়।**

৬৮। জগৎ + জ্যোতি = জগজ্জ্যোতি ; কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা। অতএব, **জ কিংবা ঝ পরে থাকিলে ত্ এবং দ্ স্থানে জ্ হয়।**

৬৯। বৃহৎ + টীকা = বৃহট্টীকা ; বৃহৎ + ঠক্কুর = বৃহট্ঠক্কুর। অতএব, **ট কিংবা ঠ পরে থাকিলে ত এবং দ্ স্থানে ট্ হয়।**

৭০। উৎ + ডীন = উড্ডীন ; বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ঢক্কা। অতএব, **ড বা ঢ পরে থাকিলে ত্ এবং দ্ স্থানে ড্ হয়।**

৭১। বিদ্যুৎ + লতা = বিদ্যুল্লতা ; তদ্ + লিখিত = তল্লিখিত। অতএব, **ল পরে থাকিলে ত্ এবং দ্ স্থানে ল হয়।**

৭২। উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল ; উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস ; তদ্ + শক্তি = তচ্ছক্তি। অতএব, **শ পরে থাকিলে ত্ এবং দ্ স্থানে চ্ এবং শ স্থানে ছ হয়।**

৭৩। তৎ + হিত = তদ্ধিত ; পদ্ + হতি = পদ্ধতি। অতএব, **হ পরে থাকিলে ত্ এবং দ্ স্থানে দ্ এবং হ স্থানে ধ হয়।**

৭৪। তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া ; আ + ছাদন = আচ্ছাদন। অতএব, **স্বরবর্ণের পর ছ থাকিলে ছ-এর স্থানে চ্ছ হয়।**

৭৫। ততঃ + অধিক = ততোঽধিক ; মনঃ + ঐক্য = মনোঽৈক্য। অতএব, **অকারের পরস্থিত বিসর্গের পর অকার থাকিলে পূর্ব্বের অঃ স্থানে ওকার হয় এবং পরের অকার লুপ্ত হয়।**

৭৬। মনঃ + গামী = মনোগামী ; সদ্যঃ + ঘৃত = সদ্যোঘৃত ; যৎপরঃ + নাস্তি = যৎপরোনাস্তি ; মনঃ + হর = মনোহর। অতএব, **অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের পর বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ থাকিলে পূর্ব্বের অঃ স্থানে ও-কার হয়।**

৭৭। চক্ষুঃ + উন্মীলন = চক্ষুরুন্মীলন ; জ্যোতিঃ + ময় = জ্যোতির্ম্ময় ; ধনুঃ + বিদ্যা = ধনুর্বিদ্যা। অতএব, **অ, আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গের পর স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ থাকিলে বিসর্গ স্থানে র্ হয়।**

৭৮। নিঃ + রব = নীরব ; নিঃ + রস = নীরস। অতএব, **র পরে**

BANGODARSHAN.COM

থাকিলে অ, আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয় এবং পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হয়।

৭৯। বাক্+ময়=বাঙ্ময়, দিক্+নির্ণয়=দিঙ্নির্ণয়, ষট্+নবতি=ষন্নবতি, চিৎ+ময়=চিন্ময়, জগৎ+নাথ=জগন্নাথ। অতএব,

ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়।

৮০। দুঃ+চিন্তা=দুশ্চিন্তা, শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ। অতএব,

চ্ ছ্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ্ হয়।

৮১। ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার। অতএব, **ট্ ঠ্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে ষ্ হয়।**

৮২। নিঃ+তার=নিস্তার, মনঃ+তাপ=মনস্তাপ। অতএব, **ত্ থ্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে স্ হয়।**

৮৩। মনঃ+কাম=মনস্কাম, তেজঃ+কর=তেজস্কর, বাচঃ+পতি=বাচস্পতি। অতএব, **ক্ খ্ প্ ফ্ পরে থাকিলে অ বর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে প্রায় স্ হয়।** কিন্তু মনঃকষ্ট, অন্তঃকরণ, অতঃপর, তেজঃপুঞ্জ ইত্যাদি স্থলে সন্ধি হয় না।

৮৪। নিঃ+কাম=নিষ্কাম, বহিঃ+কৃত=বহিষ্কৃত, দুঃ+প্রাপ্য=দুষ্প্রাপ্য, নিঃ+ফল=নিষ্ফল, ভ্রাতুঃ+পুত্র=ভ্রাতুষ্পুত্র, চতুঃ+পদ=চতুষ্পদ। অতএব, **ক্ খ্ প্ ফ্ পরে থাকিলে অবর্ণ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে ষ্ হয়।**

৮৫। প্রাতঃ+উত্থান=প্রাতরুত্থান, অন্তঃ+অঙ্গ=অন্তরঙ্গ, অহঃ+অহঃ=অহরহঃ, পুনঃ+বার=পুনর্বার, স্বঃ+গতি=স্বর্গতি। অতএব, **স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ**

BANGODARSHAN.COM

কিংবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত রজাত বিসর্গ স্থানে র্ হয়।

রজাত বিসর্গ যথা,— নিঃ, দুঃ, প্রাতঃ, অন্তঃ, অহঃ, পুনঃ, প্রাতঃ, চতুঃ, ইত্যাদি শব্দে।

৮৬। সম্+চয়=সঞ্চয়, সম্+বন্ধ=সম্বন্ধ, সম্+মান=সম্মান। অতএব, **স্পর্শ বর্ণ পরে থাকিলে ম্ স্থানে পরবর্ত্তী বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয়।**

সম্+খ্যা=সংখ্যা, সম্+ঘটন=সংঘটন। অতএব, **কখনও কখনও ম্ স্থানে অনুস্বার হয়।**

৮৭। সম্+যোগ=সংযোগ, সম্+বাদ=সংবাদ, কিম্+বা=কিংবা, বশম্+বদ=বশংবদ, সম্+সার=সংসার, সম্+হার=সংহার। অতএব, **স্পর্শ বর্ণ ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে ম্ স্থানে ং হয়।** কিন্তু সম্+রাট্=সম্রাট্, সম্+রাজ্ঞী=সম্রাজ্ঞী।

ব্যঞ্জনের অন্তঃসন্ধি

৮৮। প্রত্যয়-যোগে পদমধ্যে সন্ধি হয়। যথা,—

চ্+ন্	=চ্ঞ্,	যাচ্ঞা	
জ্+ন্	=জ্ঞ্,	রাজ্ঞী,	যজ্ঞ
চ্+ত্	=ক্ত্,	সিক্ত,	মুক্ত
জ্+ত্	=ক্ত্,	ত্যক্ত,	ভক্ত
জ্+ত্	=ষ্ট্,	মৃষ্ট,	সৃষ্ট
ধ্+ত্	=দ্ধ্,	বৃদ্ধ,	ক্রুদ্ধ
ভ্+ত্	=ব্ধ্,	লব্ধ,	ক্ষুব্ধ

শ্+ত্	=ষ্ট,	দৃষ্ট,	আদিষ্ট
ষ+ত্	=ষ্ট্,	আকৃষ্ট,	ঘৃষ্ট
ষ্+থ্	=ষ্ঠ্,	ষষ্ঠ,	নিষ্ঠা
হ্+ত্	=গ্ধ্,	দুগ্ধ,	মুগ্ধ
হ্+ত	=দ্ধ,	নদ্ধ	
হ্+ত্	=ঢ়্ (পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ),	গূঢ়,	রূঢ়

বিশেষ ব্যঞ্জন-সন্ধি

৮৯। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ :— গো+য=গব্য, নৌ+য=নাব্য, বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি, বন+পতি=বনস্পতি, তৎ+কর=তস্কর, গো+পদ=গোষ্পদ, পর+পর=পরস্পর, সম্+কৃত=সংস্কৃত, পরি+কার=পরিষ্কার, হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র, এক+দশ=একাদশ, ষষ্+দশ=ষোড়শ, পতৎ+অঞ্জলি=পতঞ্জলি, মনঃ+ঈষা=মনীষা, ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ব্যঞ্জন-সন্ধি

৯০। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দে সন্ধি হয় না। কিন্তু নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ ;—কাঁদ+না=কান্না, রাঁধ+না=রান্না, পাট+কাটি=পাকাটি, না+হই=নহি, ইত্যাদি।

৯১। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সন্ধি হয় না। ভাতাহার, লাঠ্যাঘাত, চিন্তিতাছি ইত্যাদি রূপ সন্ধি হয় না। কিন্তু বাপান্ত, দিল্লীশ্বর, মশারি ইত্যাদি সুপ্রচলিত।

৯২। যে স্থলে সন্ধি করিলে শ্রুতিকটু হয়, বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ স্থলে সন্ধি না করাই নিয়ম। বৃহট্ঠাকুর, বৃহড্ঢক্কা, মাতৃণ, ভ্রাত্রাজ্ঞা, বধ্বাগমন, এইরূপ সন্ধি বাঙ্গালা ভাষায় অনুচিত।

BANGODARSHAN.COM

স্বর-সঙ্কোচ (Vowel-Contraction)

৯৩। বাঙ্গালা ভাষায় একই শব্দে দুই স্বর একত্র হইলে কখনও একটী স্বরের লোপ, কখনও উভয়ে মিলিয়া একটী স্বর হয়। ইহাকে **স্বর-সঙ্কোচ (Vowel-Contraction)** বলে। সাধু ভাষা অপেক্ষা কথিত ভাষায় ইহা অধিক লক্ষিত হয়।

অ+ই=অ ; (মধ্য বাঙ্গালা বইসে) বসে ; কথিত ভাষায়— (হইব) হব, (রহিবে, রইবে) রবে, (হইতে) হ'তে।

অ+ই='ও ; কথিত ভাষায়— (হইস) হোস, (কহিস, *কইস) কোস, (বহিন, বইন) বোন।

অ+উ=অ ; কথিত ভাষায়— (হউন) হন, (লউন) লন, (কহুন, *কউন) কন।

অ+উ=ও ; (মধ্য বাঙ্গালা চখু, চউখ) চোখ ; কথিত ভাষায়— (বসু *বউস) বোস, (হউক) হোক, (রহুক, *রউক) রোক, (শকুল, *শউল,) শোল।

অ+এ (য়ে)=অ ; কথিত ভাষায়— (হয়েন) হন, (কহেন, *কএন) কন।

আ+ই=আ ; (আইসে) আসে, (খাইস) খাস ; (সাতাইশ) সাতাশ ; কথিত ভাষায়— (পাইব) পাব, (গাহিবে, গাইবে) গাবে।

আ+ই=এ ; (আইস) এস, (আইল) এল, (মাইয়া) মেয়ে, (নাইয়া) নেয়ে, (চাহিয়া, *চাইয়া) চেয়ে ; কথিত ভাষায়— (পাইয়া) পেয়ে, (খাইলে) খেলে, (যাইতে) যেতে।

আ+উ=আ ; (মধ্য বাঙ্গালা মাউসী) মাসী ; কথিত ভাষায়— (যাউক) যাক, (পাউন) পান, (চাউল) চা'ল।

আ+উ=এ ; (আউল) এল (এলচুল), (*মাউসো) মেসো, (ধানুয়া, *ধাউনুয়া) ধেনো, (মাঠুয়া, *মাউঠুয়া) মেঠো।

আ+এ (য়ে)=আ ; (যায়েন) যান, (পায়েন) পান ; কথিত ভাষায়— (গাহেন, গায়েন) গান, (চাহেন, *চায়েন) চান।

ই+আ (য়া)=এ ; (বাণিয়া, *বাইণিয়া) বেণে, (জালিয়া, *জাইলিয়া) জেলে ; কথিত ভাষায়— (করিয়া) ক'রে, (দেখিয়া) দেখে।

ই+উ=ই ; (দিউন) দিন, (দিউক) দিক।

ই+এ=এ ; (দিএন) দেন।

ই+ও=ও ; কথিত ভাষায়— (করিও) ক'রো, (তুলিও) তুলো।

উ+আ (য়া)=ও ; (ঘরুয়া) ঘ'রো, (ঝড়য়া) ঝ'ড়ো, (জলুয়া) জ'লো।

উ+ই=উ ; (শুইস) শুস, (ধুইস) ধুস, (ছুঁইস) ছুঁস।

ও+উ=উ ; (শোউন) শুন, (ধোউক) ধুক, (ছোঁউন) ছুঁন।

ও+এ (য়ে)=ও ; (শোয়েন) শোন, (ছোঁয়েন) ছোঁন।

BANGODARSHAN.COM

স্বর-সাম্য (Vocalic Harmony)

৯৪। একই শব্দে পর পর দুই অক্ষরে দুইটী স্বর আসিলে, কখনও পূর্ব্বের স্বরের, কখনও বা পরের স্বরের পরিবর্ত্তন দ্বারা দুই স্বরের সাম্য উৎপন্ন হয়। ইহাকে **স্বরসাম্য (Vocalic Harmony)** বলে। বাঙ্গালা ভাষায় স্বরসাম্যের বিশেষ নিয়ম আছে। তাহাকে **স্বরসাম্য বিধি (Laws of Vocalic Harmony)** বলে। সাধু ভাষা অপেক্ষা কথিত ভাষায় ইহা অধিক দৃষ্ট হয়।

অ—ই স্থানে অ'—ই ; উচ্চারণে অ'তি, ক'ড়ি, ম'তি, হ'ই।

অ—উ স্থানে অ'—উ ; উচ্চারণে, ক'লু, ব'সু, ব'উ।

ই—আ স্থানে ই—এ ; কথিত ভাষায়— (মিঠা) মিঠে, (দিয়া) দিয়ে, (হীরা) হীরে, (বিকাল) বিকেল, (হিসাব) হিসেব।

ই—আ স্থানে এ—আ ; কথিত ভাষায়— (বিড়াল) বেরাল, (লিখা) লেখা, (কিনা) কেনা।

ই—এ স্থানে এ—এ ; কথিত ভাষায়— (লিখে) লেখে, (কিনে) কেনে।

উ—আ স্থানে ও—আ ; (ছুরি) ছোরা, (তুমি) তোমার ; কথিত ভাষায়— (উঠা) ওঠা, (শুনা) শোনা।

উ—আ স্থানে উ—ও ; কথিত ভাষায়— (মুঠা) মুঠো, (রূপা) রূপো, (চুলা) চুলো, (মূলা) মূলো।

উ—এ স্থানে ও—এ ; কথিত ভাষায়— (উঠে) ওঠে, (শুনে) শোনে।

এ (মূল)—আ স্থানে এ'—আ ; উচ্চারণে দে'খা (কিন্তু দেখি), খে'লা, বে'লা, বে'চা। (কিন্তু লেখা, কেনা, মেলা-মেশা)।

এ (মূল)—এ (মূল) স্থানে এ'—এ ; উচ্চারণে দে'খে (=দর্শন করে), খে'লে (=খে'লা করে)। (কিন্তু দেখিয়া হইতে দেখে, খাইলে হইতে খেলে)।

ও—ই স্থানে উ—ই ; (চোর) চুরি, (বোল) বুলি, (খোঁড়া) খুঁড়ী, (ঘোড়া) ঘুড়ী, (গোলা) গুলি, (খোকা) খুকী (জোড়া) জুড়ি।

ণত্ব বিধান

৯৫। **এক শব্দে ঋ, র, ষ এই তিন বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হয়।** যথা,—

ঋণ, তৃণ, জীর্ণ, কৃষ্ণ, ইত্যাদি।

৯৬। **স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব, হ এবং অনুস্বার ব্যবধান থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মূর্দ্ধন্য ণ হয়।** যথা,—

রণ, হরিণ, ভীষণ, ভক্ষণ, অর্পণ, পাষাণ, গ্রহণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষুণ্ণ, রুগ্‌ণ, ইত্যাদি।

৯৭। হসন্ত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা,— বৃন্দ, গ্রন্থন, রন্ধন, হে উপকারিন্, ইত্যাদি।

৯৮। খাঁটি বাঙ্গালা ও বিদেশী শব্দে ণ হয় না। যথা,— করেন, কোরান, জার্ম্মানী, ইত্যাদি।

বিশেষ বিধান

৯৯। প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারিটী উপসর্গ এবং অন্তর্ শব্দের পরবর্ত্তী নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নু, নুদ্, অন্ ও হন্ ধাতুর নকার স্থানে

ণ হয়। যথা,— প্রণাম, পরিণাম, পরিণয়, প্রাণ, প্রণব, নির্ণয়, প্রণাশ (কিন্তু প্রনষ্ট)।

১০০। পূর্ব্বোক্ত চারিটী উপসর্গের পরবর্ত্তী ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয়ের অসংযুক্ত দন্ত্য ন ৯৫, ৯৬ নিয়মানুসারে মূর্দ্ধন্য ণ হয়। যথা,— প্রয়াণ, প্রবহণ, নির্ব্বাণ, প্রমাণ, ইত্যাদি। কিন্তু নির্ব্বিঘ্ন, নিষ্পন্ন, ইত্যাদি ; অথচ নির্ব্বিণ্ণ, বিষণ্ণ।

১০১। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বিশেষ নিয়মে ণ হইয়াছে। যথা,— প্রাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, পরায়ণ, পারায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ, অগ্রণী, গ্রামণী, অক্ষৌহিণী, শূর্পণখা, প্রণিপাত, প্রণিধান, শরবণ, আম্রবণ, ইক্ষুবণ, প্রবণ।

১০২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে স্বভাবতঃ ণ হয়। যথা,— অণু, আপণ, এণ, উৎকুণ, কঙ্কণ, কণ, কণা, কণিকা, কফোণি, কল্যাণ, কাণ, কিণ, কোণ, ক্বণিত, গণ, গণিকা, গুণ, গৌণ, ঘৃণ, চাণক্য, চিক্কণ, তৃণ, তূণীর, নিক্কণ, নিপুণ, পণ, পণ্য, পাণি, পিণাক, পুণ্য, ফণা, ফণী, বণিক্, বাণ, বাণিজ্য, বাণী, বিপণি, বীণা, বেণু, বেণী, ভণিতা, ভাণ, মণি, মৎকুণ, মাণিক্য, লবণ, লাবণ্য, শণ, শাণ, শাণিত, শোণ, শোণিত, স্থাণু।

ষত্ব বিধান

১০৩। **অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ, ক এবং র এই সকল বর্ণের পরস্থিত আদেশ ও প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য ষ হয়।** যথা,—

ভবিষ্যৎ, চক্ষুষ্মান্, পরিষ্কার, গোষ্পদ, মোক্ষ, মুমূর্ষু, ইত্যাদি।

১০৪। পূর্ব্বোক্ত বর্ণের পর শব্দমধ্যে প্রায় ষ হয়। যথা,— অমর্ষ, ইষু, ঈষৎ, উষা, ঋষি, ঔষধ, কলুষ, কুষ্মাণ্ড, কৃষি, কোষ, গণ্ডূষ, গ্রীষ্ম,

BANGODARSHAN.COM

তুরুষ্ক, তুষ, তুষার, দোষ, পরুষ, পীযূষ, পুরুষ, পুষ্কর, পুষ্প, বর্ষা, বিষ, বিষাণ, ভীষণ, ভূষা, মহিষ, মূষিক, মেষ, যূষ, যোষিৎ, রোষ, শিষ্য, শেষ, স্নুষা, ইত্যাদি। কিন্তু বিস (মৃণাল), কুসীদ, কুসুম, কেসর, সীসা, ইত্যাদি।

১০৫। অতি, অভি প্রভৃতি ইকারান্ত উপসর্গ এবং অনু ও সু উপসর্গের পরে কতকগুলি ধাতুর স ষ হয়। যথা,— অনুষ্ঠান (স্থা), নিষেধ (সিধ্), অভিষেক (সিচ্), বিষণ্ণ (সদ্), ইত্যাদি।

১০৬। নিঃ, দুঃ, বহিঃ, আবিঃ, চতুঃ, প্রাদুঃ, এই শব্দগুলির পর ক্, খ্, প্, ফ্, থাকিলে বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা,— নিষ্কাম, নিষ্পাপ, নিষ্ফল, আবিষ্কার, বহিষ্কৃত, চতুষ্পথ।

১০৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বিশেষ নিয়মে ষ হইয়াছে। যথা,— সুষুপ্ত, সুষুপ্তি, সুষমা, বিষম, অষষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, গোষ্ঠ, নিষেবিত, বিষয়, দুর্ব্বিষহ, নিষ্যন্দ, যুধিষ্ঠির, মাতৃষসা, পিতৃষসা।

১০৮। সাৎ প্রত্যয়ের স ষ হয় না। যথা,— ভূমিসাৎ, অগ্নিসাৎ।

১০৯। খাঁটি বাঙ্গালা ও বিদেশী শব্দে ষ হয় না। যেমন,— করিস্, জিনিস, গ্রীস, মিসর, ইত্যাদি। কিন্তু কেহ কেহ জিনিষ, পোষাক ইত্যাদি লিখেন। ইহা অসঙ্গত।

১১০। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে স্বভাবতঃ ষ হয়। যথা,— আষাঢ়, কষ, কষায়, নিকষ, পাষণ্ড, পাষাণ, বাষ্প, ভাষা, শষ্প, ষট্, ষণ্ড, ষোড়শ, ইত্যাদি।

শব্দ প্রকরণ (Accidence)

১১১। শব্দ প্রকরণে শব্দের প্রকার, পদের পরিচয়, লিঙ্গ, বচন, শব্দরূপ, কারক, সমাস, ধাতুরূপ শব্দের ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা থাকে।

BANGODARSHAN.COM

১১২। বাঙ্গালা ভাষায় যত শব্দ আছে, তাহাদের সমষ্টিকে বাঙ্গালা শব্দমালা (Vocabulary) বলা যাইতে পারে।

১১৩। বাঙ্গালা শব্দমালার উৎপত্তি ধরিয়া তাহাকে নিম্নলিখিতরূপে বিভাগ করা যায়;—

(ক) সংস্কৃতসম অর্থাৎ যাহা সোজাসুজি সংস্কৃত হইতে বানানে অবিকৃত (উচ্চারণে অবিকৃত বা সামান্য বিকৃত) অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে; যেমন,— ঈশ্বর, জল, দিন, আকাশ, গণনা, ইত্যাদি। সংস্কৃতসম শব্দগুলিকে সাধু-বাঙ্গালা শব্দ বলা যায়।

(খ) অর্দ্ধ সংস্কৃতসম অর্থাৎ যাহা সংস্কৃত হইতে বানান ও উচ্চারণে বিকৃত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে; যথা,— কেষ্ট, বিষ্টু, মিষ্টি, সত্যি, নতুন, ইত্যাদি।

(গ) সংস্কৃতভব অর্থাৎ যাহা সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে; যথা,— হাত (সংস্কৃত হস্ত, প্রাকৃত হত্থ), নাচ (সংস্কৃত নৃত্য, প্রাকৃত ণচ্চ), ইত্যাদি।

(ঘ) বিদেশী অর্থাৎ যাহা সংস্কৃত ভিন্ন অন্যভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহা বিদেশী-সম, এবং বিদেশী-ভব এই দুই-রূপ হইতে পারে। দলীল (আরবী), কাগজ (পারসী), বন্দুক (তুর্কী), ফিতা (পর্ত্তুগীজ), হরতন (ওলন্দাজ) ইত্যাদি বিদেশী-সম; শিন্নি (পারসী শীরীনী), মজুর (পারসী মযদূর), মলম (আরবী মরহম), লাট (ইংরেজী লর্ড) ইত্যাদি বিদেশী-ভব।

(ঙ) এতদ্ভিন্ন অন্য সকল শব্দকে দেশী বলা হয়; যথা,— চাউল, ঢেঁকি, কালা, বোবা, ডাঙ্গা, ইত্যাদি। সংস্কৃতভব ও দেশী-শব্দগুলিকে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ বলা যায়।

পদ (Parts of Speech)

১১৪। "ওলী আসিতেছে।" "ছাগল চরিতেছে।" "জল পড়ে।" "কৃপণতা ভাল নয়।" "বেশী ঘুমান খারাপ।" "সে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে।" এই ছয়টী বাক্যে "ওলী", "ছাগল", "জল", "কৃপণতা", "ঘুমান", "শ্রেণী" শব্দগুলির মধ্যে "ওলী" এক ব্যক্তির নাম "ছাগল" এক পশু-জাতির নাম, "জল" একটী দ্রব্যের নাম, "কৃপণতা" একটী গুণের নাম, "ঘুমান" একটী ক্রিয়ার নাম এবং "শ্রেণী" কতকগুলি ছাত্রের সমষ্টির নাম। ইহারা প্রত্যেকেই এক একটী পদ। এইজন্য ইহাদিগকে বিশেষ্য পদ বলা যায়। অতএব

যে পদে ব্যক্তি, জাতি, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া বা সমষ্টির নাম বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্য পদ (noun) বলে।

১১৫। "ভাল আমটী খাও।" "বুড়া লোকটী কোথায় ?" "তিনটী ছেলে আসিয়াছে।" এই তিনটী বাক্যে "ভাল" দ্বারা আমের গুণ বুঝা যাইতেছে, "বুড়া" দ্বারা লোকটীর অবস্থা জানা যাইতেছে, "তিন" দ্বারা ছেলের সংখ্যা বুঝা যাইতেছে। অধিকন্তু "ভাল আমটী" বলায় টক, খারাপ, পচা ইত্যাদি নানা প্রকারের আম হইতে একটী আমকে বিশেষ করা হইয়াছে। "বুড়া লোকটী" বলিতে শিশু কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় লোক হইতে লোকটীকে বিশেষ করা হইয়াছে। এইরূপে "তিনটী ছেলে" বলিতে এক, দুই, চার, পাঁচ ইত্যাদি ছেলের সংখ্যা হইতে বিশেষ করা হইয়াছে। এইজন্য "ভাল", "বুড়া", এবং "তিন" এইগুলি বিশেষণ। অতএব

BANGODARSHAN.COM

যে পদ দ্বারা বিশেষ্যের দোষগুণ, অবস্থা বা সংখ্যা বিশেষরূপে বুঝায়, তাহাকে বিশেষণ (adjective) বলে।

১১৬। "যকী ভাল ছেলে। যকী কাহাকেও মারে না। এইজন্য সকলে যকীকে ভালবাসে।" এইরূপ না বলিয়া আমরা বলি "যকী ভাল ছেলে। সে কাহাকেও মারে না। এইজন্য সকলে তাহাকে ভালবাসে।" এখানে "সে" এবং "তাহাকে" এই দুইটী পদ "যকী" এই ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের বদলে বসিয়াছে। এইজন্য এইগুলি সর্ব্বনাম। অতএব

যে পদ অন্য কোনও পদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সর্ব্বনাম (pronoun) বলে।

কতকগুলি সর্ব্বনাম ; যথা,— তুমি, সে, তাহা, কি, কে, যাহা, তিনি, ইনি, উনি, আমি, আমরা, আমাদের, ইত্যাদি।

১১৭। "সফী পড়িতেছে।" "বর্ণীর কাল খেলিয়াছিল।" "যদু আগামী কা'ল স্কুলে যাইবে।" এই বাক্যগুলিতে "পড়িতেছে," "খেলিয়াছিল," "যাইবে" এই পদগুলি দ্বারা এক একটী ক্রিয়া বা কাজ বুঝাইতেছে। অধিকন্তু "পড়িতেছে" পদ দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে পড়া কাজ হইতেছে বুঝাইতেছে। "খেলিয়াছিল" পদ দ্বারা অতীত কালে খেলা কাজ হইয়াছিল জানা যাইতেছে, এবং "যাইবে" পদ দ্বারা ভবিষ্যতে যাওয়া কাজ হইবে বোধ হইতেছে। এইজন্য "পড়িতেছে", "খেলিয়াছিল", "যাইবে" এই তিনটী ক্রিয়া পদ। অতএব

যে পদ দ্বারা কোনও বিশেষ কালে সম্পন্ন ক্রিয়া বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়া পদ (verb) বলে।

১১৮। "তকী ও নকী আসিতেছে।" "মধু ভাল ছেলে; কিন্তু একটু বোকা।" "বাঃ! ফুলটী কি চমৎকার।" এই তিনটী বাক্যে "ও", "কিন্তু," "বাঃ" এই যে তিনটী পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন অবস্থাতেই ইহাদের আকৃতির ব্যয় বা অন্যথা হয় না। অন্যপক্ষে "ফল" এই শব্দের "ফলসকল", "ফলের", "ফলে" এইরূপ নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। "করা" এই শব্দের "করে", "করিতেছে", ইত্যাদি নানারূপ পরিবর্ত্তন হয়। এইজন্য "ও", "কিন্তু", "বাঃ", এই তিনটী অব্যয় পদ। অতএব,

যে-সকল পদের কোন অবস্থায় আকৃতির ব্যয় বা পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাদিগকে অব্যয় (indeclinables) বলে।

কতকগুলি অব্যয় পদ; যথা— এবং, বা, কিংবা, নচেৎ, যদি, পরন্তু, বটে, কিন্তু, বিনা, বরং, ত, ধিক্, হায়, আহা, ও, ওগো, ইত্যাদি।

১১৯। আমরা এখন বুঝিলাম এই যে, প্রধানতঃ পদগুলি **বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া** এবং **অব্যয়** এই **পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে,** ইহা ভিন্ন হয় না।

বিশেষ্য (Noun)

১২০। বিশেষ্য ছয় প্রকার।

(ক) ব্যক্তিবাচক (Proper Noun)—যাহা কোনও বিশেষ পদার্থের নাম, তাহাকে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বলে। যথা,— করীম (বিশেষ লোকের নাম), ভুলু (বিশেষ কুকুরের নাম), গঙ্গা (বিশেষ নদীর নাম)।

BANGODARSHAN.COM

(খ) জাতিবাচক (Common Noun)—যাহা কোনও এক-জাতীয় পদার্থের সর্ব্বসাধারণ নাম, তাহাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যথা,— মানুষ, গোরু, গাছ, মাছ, ইত্যাদি।

(গ) দ্রব্যবাচক (Material Noun)—যাহা কোনও এক উপাদান-জাতীয় পদার্থের নাম, তাহাকে দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। যথা,— জল, বায়ু, আকাশ, মাটি, লোহ, ইত্যাদি।

টীকা। জাতিবাচক বিশেষ্য হইতে দ্রব্যবাচক বিশেষ্যের পার্থক্য এই যে জাতিবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয়, কিন্তু দ্রব্যবাচক বিশেষ্যের হয় না। মানুষেরা, গোরুগুলি, গাছ-সকল, পাখী-সব এইরূপ হয়; কিন্তু জলেরা, বায়ুগুলি, মাটি সকল, লৌহ-সব এইরূপ প্রয়োগ হয় না।

(ঘ) গুণবাচক (Abstract Noun)—যাহা কোনও গুণের নাম, তাহাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যথা,— সুখ, দুঃখ, সৌন্দর্য্য, দয়া, ইত্যাদি।

(ঙ) ক্রিয়াবাচক (Verbal Noun)—যাহা কোনও ক্রিয়াকে বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। যথা,— যাওয়া, খাওয়া, গমন, উদয়, ইত্যাদি।

(চ) সমষ্টিবাচক (Collective Noun)—যাহা ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টিকে বুঝায়, তাহাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যথা,— জনতা, শ্রেণী, ক্লাস, সমাজ, সেনা, ইত্যাদি।

বিশেষণ (Adjective)

১২১। "খুব ভাল আমটী খাও।" এখানে "ভাল" এই বিশেষণকে "খুব" এই শব্দ দ্বারা একটু-ভাল, মাঝারি-ভাল প্রভৃতি ভাল হইতে

বিশেষ করা হইয়াছে। এইজন্য "খুব" পদটী বিশেষণের বিশেষণ। অতএব,

যে পদ বিশেষণকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করে, তাহা বিশেষণের বিশেষণ।

১২২। "আস্তে চল।" "শীঘ্র বল।" এই দুইটী বাক্যে "আস্তে" ও "শীঘ্র" এই পদ চলা ও বলা ক্রিয়াকে বিশেষ করিতেছে। "চল" বলিলে নানা প্রকারে চলা যাইতে পারিত; "আস্তে চল" বলায় নানা রকমের চলা হইতে বিশেষ করা হইয়াছে। "বল" বলিলে নানা প্রকারে বলা যাইতে পারিত; "শীঘ্র বল" বলায় নানা প্রকারের বলা হইতে বিশেষ করা হইয়াছে। এইজন্য "আস্তে" ও "শীঘ্র" এই দুইটী ক্রিয়া-বিশেষণ। অতএব,

যে পদ ক্রিয়াকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করে, তাহাকে ক্রিয়া-বিশেষণ (adverb) বলে।

১২৩। "খুব আস্তে চল।" এখানে "খুব" এই পদ দ্বারা "আস্তে" এই ক্রিয়া-বিশেষণকে অধিকতর বিশেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য "খুব" ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ। অতএব,

যে পদ ক্রিয়া-বিশেষণকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করে, তাহাকে ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ বলে।

১২৪। "এই বালিকাটী সুন্দরী।" "গঙ্গা হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়াছে।" "তিনি ধনবান্।" এই তিনটী বাক্যে বিশেষণ বিশেষ্যের বা সর্ব্বনামের পরে বসিয়া বাক্যের উদ্দেশ্যস্থানীয় বিশেষ্য বা সর্ব্বনামকে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিতেছে। এইজন্য "সুন্দরী", "বহির্গত", "ধনবান্" বিধেয় বিশেষণ। অতএব,

BANGODARSHAN.COM

যে বিশেষণ বিশেষ্য বা সর্ব্বনামের পরে বসিয়া বাক্যের উদ্দেশ্যস্থানীয় বিশেষ্য বা সর্ব্বনামকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করে, তাহাকে বিধেয় বিশেষণ বলে।

১২৫। আমরা দেখিলাম যে **বিশেষণ পাঁচ প্রকার।**

(১) **বিশেষ্যের বিশেষণ।**
(২) **বিশেষণের বিশেষণ।**
(৩) **ক্রিয়া-বিশেষণ।**
(৪) **ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ।**
(৫) **বিধেয় বিশেষণ।**

ক্রিয়া-বিশেষণ ও তাহার প্রয়োগ

১২৬। ক্রিয়া-বিশেষণ নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়।

(১) সময়। যেমন—আমি **আজ** আসিয়াছি। তুমি **কখন্** যাইবে?

সময়বাচক ক্রিয়া-বিশেষণগুলি এই— আজ, কাল, পরশু, তরশু, এখন, তখন, কখন্, যখন, কবে, তবে, কতক্ষণ, ততক্ষণ, এতক্ষণ, ইত্যাদি।

(২) স্থান। যেমন—তুমি **কোথায়** যাইতেছ? রাম **এখানে** আসে নাই।

স্থানবাচক ক্রিয়া-বিশেষণগুলি এই— এখানে, সেখানে, যেখানে, হেথা, সেথা, কোথা, যেথা, তথায়, কোথায়, ইত্যাদি।

(৩) সংখ্যা। যেমন—তোমাকে এই কথা **তিনবার** বলিয়াছি। সে আমাকে **বার বার** কষ্ট দিয়াছে।

(৪) ভাব বা প্রকার। যেমন—**ধীরে** চল। তিনি **মৃদুস্বরে** বলিলেন। সে **জোড়হাতে** প্রার্থনা করিল। তুমি **কেমন** আছ?

(৫) পরিমাণ। যেমন—**যত** গর্জ্জে, **তত** বর্ষে না। পরিমাণ-বাচক ক্রিয়া-বিশেষণগুলি এই— যত, তত, কত, এত, অত।

(৬) কারণ। যেমন—তুমি **কেন** কাঁদিতেছ? সে **অসুস্থতাবশতঃ** স্কুলে আসে নাই। **কি জন্য** আসিয়াছ?

সংখ্যা

১২৭। (১) দুয়ে দুয়ে চার হয়। (২) দুইজন লোক আসিয়াছে। (৩) দ্বিতীয় লোকটী কাণা। (৪) আজ মাসের দোসরা।

এই কয়েকটী বাক্যে "দুই", "দুইজন", "দ্বিতীয়", "দোসরা", সমস্তই সংখ্যা বা গণনা বুঝাইতেছে। অতএব এইগুলি সংখ্যা-বাচক শব্দ। প্রথম বাক্যে সংখ্যা অঙ্কবাচক, দ্বিতীয় বাক্যে পরিমাণ-বাচক, তৃতীয় বাক্যে পূরণ-বাচক, চতুর্থ বাক্যে তারিখ-বাচক। অতএব,

যে শব্দ দ্বারা সংখ্যা বা গণনা বুঝায়, তাহা সংখ্যাবাচক শব্দ। সংখ্যাবাচক শব্দ চারি প্রকার; অঙ্কবাচক, পরিমাণবাচক, পূরণবাচক এবং তারিখ-বাচক।

BANGODARSHAN.COM

১২৮। নিম্নে অঙ্কবাচক, পরিমাণবাচক, পূরণবাচক এবং তারিখ-বাচক সংখ্যাগুলি প্রদত্ত হইতেছে।—

অঙ্ক	পরিমাণবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম	পয়লা
২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিন	তৃতীয়	তেসরা
৪	চারি, চার	চতুর্থ	চৌঠা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই
৬	ছয়	ষষ্ঠ	ছয়ই
৭	সাত	সপ্তম	সাতই
৮	আট	অষ্টম	আটই
৯	নয়	নবম	নয়ই
১০	দশ	দশম	দশই
১১	এগার	একাদশ	এগারই
১২	বার	দ্বাদশ	বারই
১৩	তের	ত্রয়োদশ	তেরই
১৪	চৌদ্দ	চতুর্দ্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনর পনের	পঞ্চদশ	পনরই
১৬	ষোল	ষোড়শ	ষোলই
১৭	সতর, সতের	সপ্তদশ	সতরই
১৮	আঠার	অষ্টাদশ	আঠারই
১৯	ঊনিশ	ঊনবিংশ	ঊনিশে
২০	কুড়ি	বিংশ	বিশে

অঙ্ক	পরিমাণবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
২১	একুশ	একবিংশ	একুশে
২২	বাইশ	দ্বাবিংশ	বাইশে
২৩	তেইশ	ত্রয়োবিংশ	তেইশে
২৪	চব্বিশ	চতুর্ব্বিংশ	চব্বিশে
২৫	পঁচিশ	পঞ্চবিংশ	পঁচিশে
২৬	ছাব্বিশ	ষড়্‌বিংশ	ছাব্বিশে
২৭	সাতাইশ, সাতাশ	সপ্তবিংশ	সাতাশে
২৮	আটাইশ, আটাশ	অষ্টাবিংশ	আটাশে
২৯	ঊনত্রিশ	ঊনত্রিংশ	ঊনত্রিশে
৩০	ত্রিশ	ত্রিংশ	তিরিশে
৩১	একত্রিশ	একত্রিংশ	একত্রিশে
৩২	বত্রিশ	দ্বাত্রিংশ	বত্রিশে
			(ইহার পর তারিখ-বাচক শব্দ নাই)
৩৩	তেত্রিশ	ত্রয়স্ত্রিংশ	
৩৪	চৌত্রিশ	চতুস্ত্রিংশ	
৩৫	পঁয়ত্রিশ	পঞ্চত্রিংশ	
৩৬	ছত্রিশ	ষট্‌ত্রিংশ	
৩৭	সাঁইত্রিশ	সপ্তত্রিংশ	
৩৮	আটত্রিশ	অষ্টাত্রিংশ	
৩৯	ঊনচল্লিশ	ঊনচত্বারিংশ	
৪০	চল্লিশ	চত্বারিংশ	

BANGODARSHAN.COM

অঙ্ক	পরিমাণবাচক	পূরণবাচক
৪১	একচল্লিশ	একচত্বারিংশ
৪২	বিয়াল্লিশ	দ্বিচত্বারিংশ
৪৩	তেতাল্লিশ	ত্রিচত্বারিংশ
৪৪	চুয়াল্লিশ	চতুশ্চত্বারিংশ
৪৫	পঁয়তাল্লিশ	পঞ্চচত্বারিংশ
৪৬	ছেচল্লিশ	ষট্‌চত্বারিংশ
৪৭	সাতচল্লিশ	সপ্তচত্বারিংশ
৪৮	আটচল্লিশ	অষ্টাচত্বারিংশ
৪৯	ঊনপঞ্চাশ	ঊনপঞ্চাশত্তম
৫০	পঞ্চাশ	পঞ্চাশত্তম
৫১	একান্ন	একপঞ্চাশত্তম
৫২	বাহান্ন	দ্বিপঞ্চাশত্তম
৫৩	তিপ্পান্ন	ত্রিপঞ্চাশত্তম
৫৪	চুয়ান্ন	চতুঃপঞ্চাশত্তম
৫৫	পঞ্চান্ন	পঞ্চপঞ্চাশত্তম
৫৬	ছাপ্পান্ন	ষট্‌পঞ্চাশত্তম
৫৭	সাতান্ন	সপ্তপঞ্চাশত্তম
৫৮	আটান্ন	অষ্টাপঞ্চাশত্তম
৫৯	ঊনষাট	ঊনষষ্টিতম
৬০	ষাট	ষষ্টিতম
৬১	একষট্টি	একষষ্টিতম
৬২	বাষট্টি	দ্বিষষ্টিতম

অঙ্ক	পরিমাণবাচক	পূরণবাচক
৬৩	তেষট্টি	ত্রিষষ্টিতম
৬৪	চৌষট্টি	চতুঃষষ্টিতম
৬৫	পঁয়ষট্টি	পঞ্চষষ্টিতম
৬৬	ছেষট্টি	ষট্‌ষষ্টিতম
৬৭	সাতষট্টি	সপ্তষষ্টিতম
৬৮	আটষট্টি	অষ্টাষষ্টিতম
৬৯	ঊনসত্তর	ঊনসপ্ততিতম
৭০	সত্তর	সপ্ততিতম
৭১	একাত্তর	একসপ্ততিতম
৭২	বাহাত্তর	দ্বিসপ্ততিতম
৭৩	তিয়াত্তর	ত্রিসপ্ততিতম
৭৪	চুয়াত্তর	চতুঃসপ্ততিতম
৭৫	পঁচাত্তর	পঞ্চসপ্ততিতম
৭৬	ছিয়াত্তর	ষট্‌সপ্ততিতম
৭৭	সাতাত্তর	সপ্তসপ্ততিতম
৭৮	আটাত্তর	অষ্টাসপ্ততিতম
৭৯	ঊনআশী	ঊনাশীতিতম
৮০	আশী	অশীতিতম
৮১	একাশী	একাশীতিতম
৮২	বিরাশী	দ্ব্যশীতিতম
৮৩	তিরাশী	ত্র্যশীতিতম
৮৪	চুরাশী	চতুরশীতিতম

BANGODARSHAN.COM

অঙ্ক	পরিমাণবাচক	পূরণবাচক
৮৫	পঁচাশী	পঞ্চাশীতিতম
৮৬	ছিয়াশী	ষড়শীতিতম
৮৭	সাতাশী	সপ্তাশীতিতম
৮৮	অষ্টআশী, আটাশী	অষ্টাশীতিতম
৮৯	ঊননব্বই	ঊননবতিতম
৯০	নব্বই	নবতিতম
৯১	একানব্বই	একনবতিতম
৯২	বিরানব্বই	দ্বিনবতিতম
৯৩	তিরানব্বই	ত্রিনবতিতম
৯৪	চুরানব্বই	চতুর্নবতিতম
৯৫	পঁচানব্বই	পঞ্চনবতিতম
৯৬	ছিয়ানব্বই	ষণ্ণবতিতম
৯৭	সাতানব্বই	সপ্তনবতিতম
৯৮	অষ্টনব্বই, আটানব্বই	অষ্টানবতিতম
৯৯	নিরানব্বই	নবনবতিতম, ঊনশততম
১০০	শ, শত	শততম

টীকা। ঊনিশ, ঊনত্রিশ প্রভৃতি শব্দগুলি হ্রস্ব উকার দিয়াও লিখা হয়, যেমন ঊনিশ, ঊনত্রিশ। ঊনআশী, আশী প্রভৃতি শব্দগুলি হ্রস্ব ইকার দিয়াও লিখা হয়। পূরণবাচক শব্দের বিংশ বিংশতিতম, ত্রিংশ ত্রিংশত্তম, চত্বারিংশ চত্বারিংশত্তম, পঞ্চাশ পঞ্চাশত্তম, একষষ্টি একষষ্টিতম ইত্যাদি দুই দুইটী রূপ সংস্কৃতে আছে। অধিকন্তু চত্বারিংশের পরে দ্বি- দ্বা-, ত্রি- ত্রয়ঃ-, অষ্ট- অষ্টা- এইরূপ দুই দুইটী রূপ সংস্কৃতে আছে। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বত্র কেবল একটী রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

লিঙ্গ

১২৯। বাপ, ছেলে, ষাঁড়, রাজা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এইগুলি যে পুং জাতীয় বা পুরুষ তাহা বুঝা যায়। এই জন্য এই-সকলকে **পুংলিঙ্গ** শব্দ বলে। অতএব,

যে শব্দের দ্বারা পুরুষ বুঝায়, তাহা পুংলিঙ্গ।

১৩০। মা, মেয়ে, গাই, রাণী, প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এইগুলি যে স্ত্রীজাতীয় তাহা বুঝা যায়। এইজন্য এই-সকলকে **স্ত্রীলিঙ্গ** শব্দ বলে। অতএব,

যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী বুঝায়, তাহা স্ত্রীলিঙ্গ।

১৩১। গাছ, জল, ঘর, হাত প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের দ্বারা স্ত্রী পুরুষ কিছুই বুঝা যায় না। এইজন্য এই সকলকে **ক্লীবলিঙ্গ** শব্দ বলে। অতএব,

যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী পুরুষ কিছুই বুঝায় না, তাহা ক্লীবলিঙ্গ।

১৩২। লোক, সন্তান, গোরু, বন্ধু, কবি প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বুঝাইতে পারে। এইজন্য এইগুলি **উভয়-লিঙ্গ** শব্দ। অতএব,

যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই বুঝায়, তাহা উভয়-লিঙ্গ।

১৩৩। পৃথিবী, রজনী, বাণী, নদী, প্রকৃতি, ভাষা, আশা, শক্তি, ভূমি, চেষ্টা, ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ ক্লীবজাতীয়। কিন্তু সাধুভাষায় তাহাদিগকে স্ত্রীলিঙ্গ রূপে প্রয়োগ করা হয়।

১৩৪। বিশেষ্যে পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গের রূপ একই।

১৩৫। সর্ব্বনামে কেবল উভয়লিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ আছে।

BANGODARSHAN.COM

স্ত্রীলিঙ্গ

১৩৬। কতকগুলি স্ত্রীজাতীয় শব্দ স্বভাবতঃ স্ত্রীলিঙ্গ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ আত্মীয়তা-বাচক শব্দ আছে। ইহাদের পুরুষ বুঝাইবার জন্য পৃথক্ শব্দের প্রয়োজন হয়।

স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং
মা	বাপ	স্ত্রী	স্বামী	বক্‌না	এঁড়ে
বোন	ভাই	কন্যা, দুহিতা	পুত্র	মেনী	হোলা
মেয়ে	ছেলে	বধূ	বর	শারী	শুক
মাতা	পিতা	স্ত্রী	পুরুষ	মেম	সাহেব
ভগিনী	ভ্রাতা	গাই	ষাঁড়	বেগম	বাদ্‌শাহ

১৩৭। কতকগুলি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। ইহাদের পুরুষবাচক কোনও শব্দ নাই। যেমন,— সতীন, ধাই, সই, এয়ো, বিধবা, ইত্যাদি।

১৩৮। কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে দুই রূপ হয়; (১) পত্নী অর্থে, (২) স্ত্রী জাতি অর্থে।

পুং	পত্নী	স্ত্রীজাতি
ছেলে	বউ	মেয়ে
দেওর, ভাশুর	যা	ননদ
শালা	শালাজ	শালী
ভাই	ভা'জ	বোন
শূদ্র	শূদ্রী	শূদ্রা
আচার্য্য	আচার্য্যানী	আচার্য্যা
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়ী	ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়ানী	উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়া

১৩৯। উভয়লিঙ্গ শব্দের পুরুষ স্ত্রী ভেদ করিবার জন্য তাহার সহিত পুরুষ বা স্ত্রী বুঝায় এমন শব্দ যোগ করিতে হয়। যথা—

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
মদ্দা কুকুর	মাদী কুকুর	নর পায়রা	মাদী পায়রা
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	বীর পুরুষ	বীর নারী
পুরুষ লোক	স্ত্রী লোক	কবি	স্ত্রী কবি

১৪০। অধিকাংশ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গ হইতে উৎপন্ন যেমন—

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
বুড়া	বুড়ী	বালক	বালিকা	নর	নারী
মামা	মামী	বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	শ্বশুর	শ্বশ্রূ, শাশুড়ী
দেব	দেবী	গুণী	গুণিনী		
সুন্দর	সুন্দরী	বুদ্ধিমান্	বুদ্ধিমতী	ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী
				চাকর	চাকরানী

ী-প্রত্যয়

১৪১। পুংলিঙ্গ শব্দের সহিত যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গের প্রতীতি বা বোধ হয়, তাহাকে **স্ত্রী-প্রত্যয়** বলে।

১৪২। সাধারণতঃ বিশেষ্য ও বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় হয়।

১৪৩। স্ত্রী-প্রত্যয়গুলি এই—

(১) **আকার**। (ক) অজ, অশ্ব, তনয়, প্রভৃতি কতকগুলি অকারান্ত শব্দের সহিত। যেমন,— অজা, অশ্বা, তনয়া, বৎসা, ইত্যাদি।

(খ) কতকগুলি অক ভাগান্ত শব্দের অক স্থানে ইকা হয়। যথা,— বালক—বালিকা, পাচক—পাচিকা; কিন্তু চটক—চটকা, রজক—রজকী, যুবক—যুবতি, ইত্যাদি।

BANGODARSHAN.COM

(গ) -ইষ্ঠ, -তর, -তম, -ম, -র, -ল, -য়, -তব্য, -ত, -য (প্রত্যয়ের), -ঈয় ভাগান্ত বিশেষণ শব্দের সহিত। যথা,— শ্রেষ্ঠা, বহুতরা, প্রিয়তমা, অধমা, মধুরা, মৃদুলা, প্রিয়া, হন্তব্যা, ধৃতা, ধন্যা, গম্যা, মদীয়া। (বিশেষ্যে বৎসতরী, অশ্বতরী, ইত্যাদি)।

(২) **ঈকার**। (ক) অধিকাংশ অকারান্ত শব্দের সহিত। যথা—নদী, দেবী, ঐশী, গৌরী, সুন্দরী, তরুণী, মৎসী (পুং মৎস্য), হংসী, মৃগী, পিতামহী, নর্ত্তকী, মনুষী (পুং মনুষ্য), তরুণী, কুমারী, পঞ্চমী, বিড়ালী, হাঁসী, মুরগী (পুং মোরগ), শাহজাদী।

(খ) -চর, -কর, -ময়, -ইক, -এয়, -অৎ, -তন, -দৃশ ভাগান্ত শব্দের সহিত। যথা,—সহচরী, মধুকরী, দয়াময়ী, পাক্ষিকী, ভাগিনেয়ী, মহতী, পুরাতনী, যাদৃশী।

(গ) -বান্ (বৎ), -মান্ (মৎ) ভাগান্ত শব্দের বান্ (বৎ), মান্ (মৎ) স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে -বতী, -মতী হয়। যথা,—

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
রূপবান্	রূপবতী	বুদ্ধিমান্	বুদ্ধিমতী
বিদ্যাবান্	বিদ্যাবতী	শ্রীমান্	শ্রীমতী
(কিন্তু বিদ্বান্	বিদুষী)	আয়ুষ্মান্	আয়ুষ্মতী

(ঘ) ঈকারান্ত (ইন্ ভাগান্ত) পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে -ইনী হয়। যথা,—

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
গুণী	গুণিনী	যশস্বী	যশস্বিনী	স্বামী	স্বামিনী
মানী	মানিনী	বাগ্মী	বাগ্মিনী	মায়াবী	মায়াবি-

(ঙ) কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের অন্ত্য অকার স্থানে -ইনী হয়। যথা,—বাঘিনী, পাগলিনী, সাপিনী, ডাকিনী, নাপিতিনী, ইত্যাদি। (গোয়ালা—গোয়ালিনী, চৌধুরী—চৌধুরানী)।

(চ) ঈয়ান্ (ঈয়স্) ভাগান্ত শব্দের ঈয়ান্ (ঈয়স্) স্থানে ঈয়সী হয়।

যথা,—	পুং	স্ত্রী
	গরীয়ান্	গরীয়সী
	মহীয়ান্	মহীয়সী
	বর্ষীয়ান্	বর্ষীয়সী

(ছ) সম্বন্ধবাচক ভিন্ন অন্য তা (তৃ) ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে তা স্থানে ত্রী হয়।

যথা,—	পুং	স্ত্রী
	ধাতা	ধাত্রী
	কর্ত্তা	কর্ত্রী
	শ্রোতা	শ্রোত্রী
(কিন্তু	পিতা	মাতা
	ভ্রাতা	ভগিনী ইত্যাদি সম্বন্ধবাচক)।

(জ) খাঁটি বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গে অন্ত্য বর্ণে ঈকার হয়। যথা,—বুড়া—বুড়ী, মামা—মামী, বেটা—বেটী, চাচা—চাচী, নানা—নানী, পিসা—পিসী, মেসো—মাসী।

(ঝ) গুণবাচক উকারান্ত শব্দের সহিত বিকল্পে ঈকার হয়। যথা,—সাধু—সাধ্বী ; তনু—তন্বী, ইত্যাদি।

(৩) **আনী**। ইন্দ্র, বরুণ, ভব প্রভৃতি শব্দের সহিত। যথা,—ইন্দ্রাণী, বরুণানী, ভবানী, আচার্য্যানী, মাতুলানী, ঠাকুরানী, চাকরানী, ইত্যাদি।

BANGODARSHAN.COM

(৪) **নী**। পতি—পত্নী ; চোর—চুরনী ; বেদে—বেদেনী ; ধোপা—ধোপানী ; মেছো—মেছুনী, ইত্যাদি।

(৫) **ঊ**। পঙ্গু—পঙ্গূ, ভীরু—ভীরূ (স্ত্রী), ইত্যাদি।

১৪৪। বহুব্রীহি সমাসে পরপদে স্বীয় অঙ্গবাচক অকারান্ত শব্দ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারযুক্ত হয়। এরূপ স্থলে সংস্কৃতের নিয়মানুযায়ী কখনও কখনও স্ত্রীলিঙ্গে আকার যুক্ত হয়। যথা,—

বিধুমুখী, সুকেশী, চন্দ্রবদনী, মন্দোদরী, বিম্বোষ্ঠী, উৎপলাক্ষী, শ্যামাঙ্গী, শ্বেতভুজা, সুলোচনা, ইত্যাদি।

টীকা। সংস্কৃতে এই-সকল পদের স্ত্রীলিঙ্গ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। (১) বহুব্রীহি সমাসে পরপদে স্বীয় অঙ্গবাচক ভুজ প্রভৃতি ভিন্ন দুই অক্ষর বিশিষ্ট অকারান্ত শব্দ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে আকার বা ঈকার যুক্ত হয়। যথা, চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখা, সুকেশী সুকেশা, ইত্যাদি। (২) কিন্তু পরপদের অন্তে ওষ্ঠ প্রভৃতি ভিন্ন যুক্তাক্ষর থাকিলে কিংবা ক্রোড়, ভুজ, গল, বাল, গ্রীব প্রভৃতি শব্দ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে কেবল আকার যুক্ত হয়। যথা, পদ্মনেত্রা, সুপৃষ্ঠা, কমলগ্রীবা, সুভুজা, ইত্যাদি। (৩) ওষ্ঠ, কণ্ঠ, কর্ণ, দন্ত, জঙ্ঘা (সমাসে জঙ্ঘ), অঙ্গ, গাত্র, শৃঙ্গ, পুচ্ছ, উদর, নাসিকা (সমাসে নাসিক) শব্দগুলি পরপদে থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে আকার কিংবা ঈকার হয়। যথা, বিম্বোষ্ঠী বিম্বোষ্ঠা, চারুগাত্রী চারুগাত্রা ইত্যাদি। (৪) পরপদে উদর ও নাসিকা (নাসিক) ভিন্ন দুইয়ের অধিক অক্ষরবিশিষ্ট অকারান্ত শব্দ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে আকার যুক্ত হয়। যথা, চন্দ্রবদনা, মৃগনয়না, ইত্যাদি। (৫) পরপদে অক্ষ (অক্ষি স্থানে) থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার যুক্ত হয়। যথা,—হরিণাক্ষী, কমলাক্ষী, ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কোনও পার্থক্য না করিয়া প্রায় সর্ব্বত্র ঈকার যুক্ত হয়। ইহাই কর্ত্তব্য।

১৪৫। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে উপমান কিংবা বাম প্রভৃতি শব্দ থাকিলে এবং পরপদে ঊরু শব্দ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে ঊকার যুক্ত হয়। যথা,—রম্ভোরূ, বামোরূ, ইত্যাদি।

১৪৬। কয়েকটী শব্দ বিশেষ নিয়মে সাধিত হয়। যথা,— সখা—সখী, রাজা—রাজ্ঞী, যুবা—যুবতি, যূনী ; নর—নারী ; শ্বশুর—শ্বশ্রূ, শাশুড়ী ; দাদা—দিদি ; ফুফা—ফুফু ; খালু—খালা, ইত্যাদি।

টীকা। সম্রাট্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় "সম্রাজ্ঞী" ব্যবহৃত হয়। বেদে ইহার প্রয়োগ আছে, যেমন "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব" ইত্যাদি (ঋক্, ১০।৮৫।৪৬)।

১৪৭। কতকগুলি ক্লীবলিঙ্গের সহিত ক্ষুদ্র অর্থ বুঝাইতে স্ত্রী-প্রত্যয় ঈ হয়। যথা,— ঘট—ঘটী, কাঠ—কাঠী, ছোরা—ছুরী, ইত্যাদি।

১৪৮। মহৎ অর্থ বুঝাইতেও কখনও কখনও স্ত্রী-প্রত্যয় হয়। যথা,— হিমানী = মহাহিম, অরণ্যানী = মহারণ্য। (রবীন্দ্রনাথ বনানী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন)।

১৪৯। সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় হয়। যেমন,— সুশীলা বালিকা, যুবতি স্ত্রী, ধার্ম্মিকা নারী, ওজস্বিনী ভাষা, ইত্যাদি। কিন্তু "ছোট মেয়ে", এখানে 'ছোট' শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গের রূপ না থাকায় স্ত্রী-প্রত্যয় হয় নাই। এইরূপ বিশেষণগুলিকে **ত্রিলিঙ্গ** বলা যাইতে পারে। ত্রিলিঙ্গ বিশেষণ যথা,— ছোট, বড়, লম্বা, ভাল, মন্দ, মোটা, পাতলা, গোল, সাদা, কাল', বেঁটে, চালাক, ভারী, হাল্‌কা, খারাপ, ইত্যাদি। ত্রিলিঙ্গ বিশেষণগুলি খাঁটি বাঙ্গালা বা বিদেশী শব্দ।

বচন

১৫০। ছেলে, গাছ, মাছ, আমি, তুমি, সে, প্রভৃতি শব্দের দ্বারা একটী ছেলে, একটী গাছ, একটী মাছ, একজন আমি, একজন তুমি, একজন সে এইরূপ বুঝাইতেছে। এইজন্য এই-সমস্তকে **একবচন** বলে। অতএব,

যে শব্দের দ্বারা একত্বের বোধ হয়, তাহা একবচন।

BANGODARSHAN.COM

১৫১। ছেলেরা, গাছ-সকল, মাছগুলি, তোমরা, তাহারা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অনেকগুলি ছেলে, গাছ, মাছ, ইত্যাদি বুঝাইতেছে। এই-জন্য এই পদগুলিকে **বহুবচন** বলে। অতএব,

যে শব্দের দ্বারা বহুত্বের বোধ হয়, তাহা বহুবচন।

১৫২। কেবল বিশেষ্য ও সর্ব্বনামের বচন-ভেদ হয়।

১৫৩। রা, এরা, দিগকে, দিগের, দের প্রভৃতি বহুবচনের চিহ্ন। গণ, সব, সকল, সমূহ, গুলা, গুলি প্রভৃতি শব্দের যোগেও বহুবচন সিদ্ধ হয়।

১৫৪। কখনও কখনও বহুবচনের চিহ্ন লুপ্ত থাকে। যেমন,—

দেখ কত পাখী উড়িতেছে। শীতকালে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। এই দুই উদাহরণে "পাখী", "গাছ" ও "পাতা" বহুবচন, যদিও তাহাতে বহুবচনের কোনও চিহ্ন নাই।

১৫৫। জাতিবাচক এবং সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের বহুবচনে তাহার বহুত্ব বুঝায়। কিন্তু ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের বহুবচনে তাহার তুল্য অনেক পদার্থ বুঝায়। যেমন,— "মেয়েরা", ইহার অর্থ অনেকগুলি মেয়ে ; কিন্তু "রামেরা", ইহার অর্থ রাম এবং তাহার তুল্য অনেক ব্যক্তি।

১৫৬। দ্রব্য-, গুণ- ও ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় না।

কারক ও পদ

১৫৭। কোনও একটী বাক্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্যের বা সর্ব্বনামের নানাপ্রকার অন্বয় বা সম্পর্ক থাকিতে পারে। "চারু, তুমি কি ছাদ হইতে আঙ্গুল দিয়া তকীকে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখাইবে ?" এই বাক্যে (১) দেখান কাজটী কে করিবে ? তুমি ; (২) কি দেখাইবে ? চাঁদ ; (৩) কি দিয়া দেখাইবে ?

আঙ্গুল দিয়া; (৪) কাহাকে উদ্দেশ করিয়া দেখাইবে? তকীকে; (৫) কোথা হইতে দেখাইবে? ছাদ হইতে; (৬) কোথায় দেখাইবে? আকাশে। এখানে "দেখাইবে" এই ক্রিয়ার সহিত "তুমি", "ছাদ", "আঙ্গুল", "তকী", "আকাশ", "চাঁদ" এই ছয়টী পদের এক এক রূপ অন্বয় রহিয়াছে। এই জন্য এইগুলিকে এক একটী কারক বলা হয়। অতএব,

ক্রিয়ার সহিত যাহার কোনও অন্বয় থাকে, তাহাকে কারক (case) বলে।

১৫৮। আমরা দেখিয়াছি ক্রিয়ার সহিত অন্বয় ছয় প্রকারে হইতে পারে। অতএব,

কারক ছয় প্রকার। (১) **কর্ত্তা** (**nominative**), (২) **কর্ম্ম** (**accusative**), (৩) **করণ** (**instrumental**), (৪) **সম্প্রদান** (**dative**), (৫) **অপাদান** (**ablative**), (৬) **অধিকরণ** (**locative**)।

১৫৯। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে পূর্ণিমার সহিত "দেখাইবে" ক্রিয়ার কোনও অন্বয় নাই; কিন্তু পূর্ণিমার সহিত চাঁদের এক বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই জন্য "পূর্ণিমার" এই পদটীকে কারক বলে না; কিন্তু **সম্বন্ধ পদ** (**possessive**) বলে।

১৬০। "তুমি কি ছাদ হইতে আঙ্গুল দিয়া তকীকে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখাইবে?" এই বাক্যটী চারুকে সম্বোধন করিয়া বা ডাকিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু "চারু" এই পদের সহিত "দেখাইবে" ক্রিয়া-পদের কোন অন্বয় নাই। এই জন্য "চারু" এই পদকে কারক বলা যায় না; ইহাকে **সম্বোধন পদ** (**vocative**) বলা যাইতে পারে।

BANGODARSHAN.COM

১৬১। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে "ই" (তুমি পদে), "কে", "এ", "র" এইগুলি শব্দ-সকলকে বিভিন্ন কারক ও পদে বিভক্ত করিতেছে। এই জন্য এইগুলিকে বিভক্তি বলা হয়। অতএব,

কারক ও পদ বুঝাইবার জন্য বিশেষ্য বা সর্ব্বনাম শব্দের সহিত যে কতকগুলি অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি প্রয়োগ করা হয়, তাহাদিগকে শব্দ-বিভক্তি বলে।

"চারু", "চাঁদ" এই দুই পদে বিভক্তি লোপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "ছাদ হইতে", "আঙ্গুল দিয়া"—এখানে "হইতে" এবং "দিয়া" কারক অব্যয়।

১৬২। কারক ও বিভক্তি।

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	০, -এ, -য়, -তে	-রা, -এরা, -গুলি, -গুলা।
কর্ম্ম	০, -কে, -রে, -এরে, -এ, -য়, -তে	-গুলি, -গুলা, -দিগকে, -গুলিকে, -গুলাকে।
করণ	-এ, -য়, -তে, (দ্বারা, দিয়া, কর্ত্তৃক)	-দের দ্বারা, -দিগের দ্বারা, -গুলি (গুলির) দ্বারা, -গুলা (গুলার) দ্বারা।
সম্প্রদান	-কে, -রে, -এরে, -এ, -য়, -তে	-দিগকে, -গুলিকে, -গুলাকে।
অপাদান	(হইতে, থেকে), -এ, -য়, -তে	-দের হইতে, -দিগের হইতে, -গুলি হইতে, -গুলা হইতে।
সম্বন্ধ	-র, -এর	-দের, -দিগের, -গুলির, -গুলার।
অধিকরণ	এ, -য়, -তে	-গুলিতে, -গুলাতে।

১৬৩। গ্রস্ত অকারান্ত, হসন্ত ও একাক্ষর শব্দের পরে "এ"কার বসে, আকারান্ত, একারান্ত ও ওকারান্ত শব্দের পরে "-য়" বসে, এবং ই-বর্ণান্ত ও উ-বর্ণান্ত শব্দের পরে "-তে" বিভক্তি বসে। যথা,—

মনে, বুদ্ধিমানে, পায়ে, ভাইয়ে, ঘোড়ায়, ছেলেয়, সাঁকোয়, ছুরিতে, নদীতে, গোরুতে, বধূতে, ইত্যাদি।

১৬৪। নিশ্চয় অর্থে "ই" অব্যয় যোগে "-য়" বিভক্তি স্থানে "-তে" হয়। যথা,—টাকাতেই টাকা আসে। এমন কাজ কেবল মেয়েতেই করিতে পারে। "আপনার কথাতেই ইনি ঋণে মুক্ত হইলেন" (বিদ্যাসাগর)।

টীকা। পদ্যে "-এ" "-য়" বিভক্তি স্থানে যথাক্রমে "-এতে" "-তে" বসিতে পারে। যথা,—

"মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজ্‌ল ঠং ঠং।"
"আঙিনাতে দুপুর বেলা মৃদুকরুণ গেয়ে
বকুল-তলায় ছায়ায় ব'সে চরকা কাটে মেয়ে।" (রবীন্দ্রনাথ)

১৬৫। সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে শব্দ-বিভক্তিগুলিকে নিম্নলিখিত-রূপে অভিহিত করা হয়। যথা,—

প্রথমা—কর্তৃকারক-বিভক্তি
দ্বিতীয়া—কর্ম্মকারক-বিভক্তি
তৃতীয়া—করণকারক-বিভক্তি
চতুর্থী—সম্প্রদানকারক-বিভক্তি
পঞ্চমী—অপাদানকারক-বিভক্তি
ষষ্ঠী—সম্বন্ধপদ-বিভক্তি
সপ্তমী—অধিকরণকারক-বিভক্তি

১৬৬। একই বিভক্তি কয়েকটী কারকে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন,—**লোকে** বলে—কর্ত্তায় এ।

BANGODARSHAN.COM

"আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী **রাঘবে**?"—কর্ম্মে এ।
সে **কানে** শুনে না—করণে এ।
অন্ধ **জনে** দান কর—সম্প্রদানে এ।
বীরের **মরণে** ভয় নাই—অপাদানে এ।
জলে মাছ আছে—অধিকরণে এ।

অন্য পক্ষে এক কারকে নানা বিভক্তি যুক্ত হইতে পারে। এই জন্য বিভক্তি দ্বারা কারক নির্ণীত হয় না। কারক নির্ণয় করিতে হইলে কারকের সংজ্ঞা লইয়া বিচার করিতে হয়।

বিভক্তি-সন্ধি

১৬৭। "এ", "এরা", "এরে", "এর" এই বিভক্তিগুলির একার বিশেষ নিয়মে পদের অন্তস্থিত স্বরের সহিত সন্ধি দ্বারা যুক্ত হয়।

(১) গ্রস্ত অকার + এ = একার। যেমন—

বালক + এ = বালকে
বালক + এরা = বালকেরা
বালক + এরে = বালকেরে
বালক + এর = বালকের।

(২) এককস্বরযুক্ত বা সন্ধিস্বরযুক্ত একাক্ষর শব্দের সহিত এ = য়ে। যেমন—

মা + এ = মায়ে
মা + এরা = মায়েরা
মা + এরে = মায়েরে
মা + এর = মায়ের।

এইরূপ—ঝিয়ে, ভাইয়ে, ভাইয়েরা, ঝিয়ের, বউয়ের, ইত্যাদি।

কর্ত্তৃ-কারক

১৬৮। "চারু খায়।" কে খায়? চারু। "নকী যায়।" কে যায়? নকী। "বৃষ্টি হয়।" কি হয়? বৃষ্টি। এখানে "চারু", "নকী", "বৃষ্টি" যথাক্রমে "খায়", "যায়", "হয়" ক্রিয়াগুলি করিতেছে। এইজন্য ইহারা কর্ত্তা। অতএব,

কোনও বাক্যে যে ক্রিয়া করে, তাহাকে কর্ত্তা বলে।

১৬৯। কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। একবচনে সাধারণতঃ বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—

পাখী ডাকিতেছে। **রাখাল** গোরু চরাইতেছে।

১৭০। সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তায় (কর্ম্ম উহ্য থাকিলেও) কখনও কখনও -এ, -য়, -তে বিভক্তি হয়। যথা,—

পাগলে কি না বলে, **ছাগলে** কি না খায়। **ঘোড়ায়** গাড়ী টানে। **গোরুতে** ঘাস খায়।

১৭১। ব্যতিহার অর্থাৎ পরস্পর একই কার্য্যের অনুষ্ঠান স্থলে কর্ত্তায় -এ, -য়, -তে বিভক্তি হয়। যথা,—

ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করিতেছে। **গোরুতে গোরুতে** গুঁতাগুঁতি করিতেছে। বাপ-**বেটায়** পরামর্শ করিয়াছে।

১৭২। মনুষ্যবাচক ও দেবতাবাচক শব্দের সহিত "-রা" বিভক্তি যোগ হয়। যথা,—বালকেরা খেলা করিতেছে। দেবতারা স্বর্গে আছেন।

ব্যক্তিত্ব আরোপ করিলে ইতর প্রাণী ও অচেতন বস্তুর সহিতও "-রা" যোগ হয়। যথা,— "চুপ কর, **পিঁপড়েরা** কি বলছে শুনি" (শিবনাথ শাস্ত্রী)। "**দাঁড়কাকেরা** উপহাস করিয়া বলিল" (বিদ্যাসাগর)।

BANGODARSHAN.COM

১৭৩। সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যবাচক শব্দের আদর বুঝাইতে বহুবচনে "গুলি" এবং অনাদর বুঝাইতে "গুলা" প্রত্যয় হয়। যেমন,— এই **ছেলেগুলি** মন দিয়া লেখাপড়া করে। দুষ্ট **লোকগুলা** মন্দ কাজ লইয়াই থাকে।

১৭৪। কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি "কর্ত্তৃক" প্রযুক্ত হয়। যথা,—

রাম কর্ত্তৃক রাবণ নিহত হইয়াছিল। এই দুষ্ট **লোকগুলা কর্ত্তৃক** তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

১৭৫। কখনও কখনও কর্ম্মবাচ্যের কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—

যদুর খাওয়া হইয়াছে। **তাহার** কাপড় পরা হইয়াছে।

১৭৬। ভাববাচ্যের কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—

আমার খাওয়া হইল না। আজ রাত্রে **তাহার** শোওয়া হইবে না।

১৭৭। বাধ্যতা বুঝাইলে ভাববাচ্যের ও কর্ম্মবাচ্যের কর্ত্তায় চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা,—

সকলকে মরিতে হইবে। **আমাকে** প্রত্যহ দশ পৃষ্ঠা পড়িতে হয়। **তোমাকে** এখন যাইতে হইবে।

টীকা। এরূপ স্থলে "কে"কে দ্বিতীয়া বিভক্তি বলা চলে না। দ্বিতীয়া বিভক্তি হইলে অকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত কিরূপে অন্বিত হইবে? এই তিনটী বাক্যে ক্রিয়ার কর্ত্তা "মরিতে" "পড়িতে" "যাইতে" এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলি।

১৭৮। যে করায়, তাহাকে প্রযোজক কর্ত্তা বলে। যাহাকে করায়, সে প্রযোজ্য কর্ত্তা। **প্রযোজক কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি লোপ পায়। প্রযোজ্য কর্ত্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি "কে" বসে।** যথা,—মাতা ছেলেকে ভাত খাওয়াইতেছেন। মাতা প্রযোজক কর্ত্তা এবং ছেলে প্রযোজ্য কর্ত্তা।

১৭৯। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,— **আমার** পড়া শেষ হয় নাই। **তোমার** যাওয়া উচিত।

১৮০। ক্রিয়াবাচক বিশেষণে কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,— ইহা **সকলেরই** বাঞ্ছনীয়। ইহা **তোমার** বিবেচ্য। লোকটী **আমার** চেনা শোনা।

১৮১। -ইলে ও -ইতে প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি লোপ হয়। যথা,— **সূর্য্য** উঠিলে, রাত্রির অন্ধকার দূর হয়। **সভাপতি** আসিতে, সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

১৮২। এই, নাম, বিনা, ছাড়া, বই—এই শব্দগুলির যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—**মধু** এই নামের কেহ এখানে নাই। **দারা** নামে পারস্যের এক রাজা ছিলেন। **তুমি** বিনা আর কেহ আমার সহায় নাই। আমি **রাজা** ছাড়া আর কাহাকেও মানি না। সে **রাম** বই আর কাহাকেও ভালবাসে না।

কর্ম্ম-কারক

১৮৩। "হেম ভাত খায়।" হেম কি খায়? ভাত। "তকী বই পড়ে।" তকী কি পড়ে? বই। "খায়", এবং "পড়ে" এই ক্রিয়া দুইটীর কর্ত্তা যে কর্ম্ম করে তাহা "ভাত" এবং "বই"। এইজন্য ইহাদিগকে কর্ম্মকারক বলে। অতএব,

কর্ত্তা যে কর্ম্ম করে, তাহাকে কর্ম্মকারক বলে।

১৮৪। কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়; কখনও কখনও একবচনে বিভক্তির লোপ হয়। যথা,— **সুশীলকে** ডাক। হাসান **ভাত** খাইয়াছে।

BANGODARSHAN.COM

১৮৫। সাধারণতঃ মনুষ্যবাচক কর্ম্মের একবচনে "-কে", "-রে", "-এরে" এবং বহুবচনে "-দিগকে", "-দিগেরে" বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন,— সুরেনকে দেখ; কিন্তু চাঁদ দেখ। শিক্ষক ছাত্রদিগকে ভালবাসেন; কিন্তু তিনি সন্দেশ ভালবাসেন।

বর্ত্তমান সময়ে "-রে", "-এরে", "-দিগেরে", বিভক্তি গদ্যে কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়।

১৮৬। কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,— **সম্পত্তি** নষ্ট হইয়াছে।

১৮৭। দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মবাচ্যে গৌণ কর্ম্মের বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,— **যদুকে** (গৌণকর্ম্ম) এই কথা (মুখ্যকর্ম্ম) বলা হইয়াছে। **যদুকে** (গৌণকর্ম্ম) বলা হইয়াছে।

১৮৮। কর্ম্মবাচ্যে মনুষ্যবাচক সর্ব্বনামের দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,— **তাহাকে** ডাকা হইয়াছে। **তোমাকে** সকল সময় দেখা যায় না।

১৮৯। উদ্দেশ্য কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি বসে; বিধেয় কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। যথা,— প্রজারা এক **রাখালকে** (উদ্দেশ্য কর্ম্ম) রাজা (বিধেয় কর্ম্ম) করিল। যাদুকর একটী **বেগুনকে** (উদ্দেশ্যকর্ম্ম) ডিম (বিধেয়কর্ম্ম) বানাইল।

১৯০। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের কর্ম্মে কখনও কখনও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,— **তাহার** দেখা পাওয়া দুষ্কর।

১৯১। ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। যথা,— তাহার এক **সপ্তাহ** (ব্যাপিয়া) জ্বর হইয়াছে।

১৯২। ক্রিয়া-বিশেষণে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তি "এ" হয়; কখনও কখনও বিভক্তির লোপ হয়। যথা,— **ধীরে** চল। **নির্ব্বিঘ্নে** যাও। **শীঘ্র** বল। বাতাস **মন্দ মন্দ** বহিতেছে।

১৯৩। ক্রিয়ার সমজাতীয় কর্ম্মে (Cognate object) দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। যথা,— তিনি তাহাকে বড় **মার** মারিয়াছেন। তুমি কি-**খেলা** খেলিয়াছ ?

১৯৪। "ধিক্" শব্দ-যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,— **পাপীকে** ধিক্ !

১৯৫। "ধন্য" শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,— ধন্য **তোমাকে** !

১৯৬। "ছাড়া" শব্দ যোগে কখনও কখনও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,— **যদুকে** (যদু) ছাড়া আমার এক দিনও চলে না।

করণ-কারক

১৯৭। "কলম দিয়া লিখ।" লেখা কাজটী কি দিয়া সম্পন্ন হইতেছে ? কলম দিয়া। "সে কানে শোনে না।" শোনা কাজটী কি দিয়া সম্পন্ন হয় ? কান দিয়া। এই দুই উদাহরণে "লিখ", "শোনে"—এই ক্রিয়াগুলি যথাক্রমে "কলম" এবং "কান" দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। এইজন্য ইহাদিগকে করণকারক বলে। অতএব,

যাহা দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে করণ কারক বলে।

১৯৮। করণকারকের একবচনে তৃতীয়া বিভক্তি "এ", "য়", "তে" কিংবা "দ্বারা", দিয়া", "কর্ত্তৃক" শব্দ বসে। কখনও কখনও "দ্বারা" শব্দ যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "দিয়া" শব্দ যোগে ব্যক্তিবাচক শব্দে "কে" বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—

মনে ভাব। কাঁথায় শীত ভাঙ্গে। সে ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত করে। যদু (যদুর) দ্বারা এ কাজ হইবে না। কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির

BANGODARSHAN.COM

কর। রাজা কর্ত্তৃক প্রজার অনেক উপকার হয়। এই ছেলেকে দিয়া কোনও কাজ হইবে না।

১৯৯। করণকারকে সাধারণতঃ মনুষ্য ও দেবতাবাচক শব্দের বহুবচনে "দের", "দিগের" বিভক্তির সহিত "দ্বারা", "দিয়া", "কর্ত্তৃক" শব্দ বসে। যথা,—

শত্রুদের (দিগের) দ্বারা কখনও কি কোনও মঙ্গল হয় ? ছাত্রদের দিয়া দেশের অনেক কাজ হইতে পারে। সাধুলোকদের (দিগের) কর্ত্তৃক কখনও কোনও অনিষ্ট হয় না।

২০০। সাধারণতঃ করণকারকের বহুবচনে "গুলি", "গুলা", বিভক্তির পরে "দ্বারা", "দিয়া", শব্দ বসে। যেমন—

এই ফলগুলি দিয়া (দ্বারা) আমার পেট ভরিবে না।

২০১। মারা ও খেলা বুঝাইলে করণকারকের বিভক্তির লোপ হয়। যেমন,—পাখীকে **তীর** মার। সে **তাস** খেলে।

২০২। **বাড়ি, সাথে** ও **সহিত** শব্দের যোগে করণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—**লাঠির বাড়ি** মার। **তোমার সাথে** আমার একটী কথা আছে। আমি **তোমার সহিত** যাইব না।

২০৩। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের করণে ষষ্ঠী হয়। যথা,— আমি তাহাকে একবার **চোখের** দেখা দেখিব। **হাতের** তৈয়ারি জিনিস।

২০৪। তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে **দিয়া** ও **করিয়া** পদ বসে। যথা,—"**মন দিয়া** কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন"। তুমি **নৌকা করিয়া** যাও। এখানে "মন দিয়া" "নৌকা করিয়া" করণকারক।

২০৫। হেত্বর্থে করণে তৃতীয়া বিভক্তি **এ** হয়। যথা,— **মদে** তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। **জ্ঞানে** বিমল আনন্দ লাভ হয়।

২০৬। "বিনা" শব্দ পূর্ব্বে বসিলে শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি -এ, -য়, -তে হয়। যথা,— বিনা পরিশ্রমে কিছুই লাভ হয় না। "বিনা সূতায় গাঁথে হার"।

সম্প্রদান-কারক

২০৭। (১) "সে ভিখারীকে একটী বস্ত্র দান করিতেছে।" (২) "সৈন্যগণ যুদ্ধে যাইতেছে।" প্রথম বাক্যে ভিখারীকে উদ্দেশ্য করিয়া দান কার্য্যটী হইতেছে; দ্বিতীয় বাক্যে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে বা উদ্দেশ্যে সৈন্যদের যাওয়া কাজটী হইতেছে। এখানে "করিতেছে" এবং "যাইতেছে" ক্রিয়ার অভিপ্রায় "ভিখারী" এবং "যুদ্ধ"; এইজন্য ইহারা সম্প্রদান কারক। অতএব,

ক্রিয়া দ্বারা যাহা বা যাহাকে অভিপ্রায় করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে।

টীকা। যাহাকে কোনও বস্তু দান করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে— সম্প্রদানের এইরূপ সংকীর্ণ সংজ্ঞা বাঙ্গালা ভাষায় খাটে না। কাঙ্গালকে কাপড় দাও এবং আমাকে টাকা ধার দাও, উভয় স্থলে ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে অভিপ্রায় করা হইয়াছে অর্থাৎ "কাঙ্গালকে" এবং "আমাকে" সম্প্রদান কারক বলা যাইতে পারে। "ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্" এই সংজ্ঞাটী এই ব্যাকরণে গ্রহণ করা হইয়াছে। কখনও কখনও কর্ম্মকারক ও সম্প্রদান কারকে একরূপ বিভক্তি হয় বলিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে সম্প্রদান কারক উঠাইয়া দেওয়া অযৌক্তিক।

২০৮। সম্প্রদান কারকে কর্ম্মকারকের ন্যায় বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যথা,—

চারুকে ঘড়ি কিনিয়া দাও। **সৎপাত্রে** কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। **আমাদিগকে** হিংসা করিওনা। **গুরুজনকে** নমস্কার কর।

BANGODARSHAN.COM

২০৯। সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। বাঙ্গালা ভাষায় চতুর্থী ও দ্বিতীয়া বিভক্তি এক; কিন্তু দ্বিতীয়ার ন্যায় চতুর্থী বিভক্তির কখনও লোপ হয় না। যথা,— **দরিদ্রকে** ধন দাও।

২১০। গত্যর্থ ক্রিয়ার কর্ম্মে কখনও কখনও সম্প্রদানের বিভক্তি -এ, -য়, -তে হয়। যথা, **কলিকাতায়** চল। আমি **দেশে** যাইব।

২১১। নিমিত্তার্থে সম্প্রদানে -এ, -য়, -তে বিভক্তি হয়। যথা,— সৈন্যদল **যুদ্ধে** যাইতেছে; "যুদ্ধে" অর্থাৎ যুদ্ধের নিমিত্ত। চিররোগী কি **আশায়** বাঁচে! তিনি শিক্ষা-**সমিতিতে** অনেক টাকা দান করিয়াছেন।

২১২। জন্যার্থক শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়। যথা,— গত **বিষয়ের জন্য** শোক করিও না। "**সুখের লাগিয়া** এ ঘর বাঁধিনু।" "শুধু **বৈকুণ্ঠের তরে** বৈষ্ণবের গান?" এখানে "বিষয়ের জন্য", "সুখের লাগিয়া", "বৈকুণ্ঠের তরে" সম্প্রদান কারক।

২১৩। যাহার প্রতি ঈর্ষ্যা বা হিংসা করা যায়, তাহাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা,—দরিদ্র **ধনীকে** ঈর্ষ্যা করে। **কাহাকেও** দ্বেষ করিও না।

২১৪। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সম্প্রদান কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—**ছেলের** শোক। **টাকার** লোভ।

২১৫। যাহাকে লাগে, তাহাতে চতুর্থী বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,— **আমাকে** শীত লাগিতেছে; **আমার** শীত লাগিতেছে। **আমাকে** ইহা ভাল লাগে; **আমার** ইহা ভাল লাগে।

অপাদান-কারক

২১৬। "গাছ হইতে ফল পড়ে।" কোথা হইতে পড়ে? গাছ হইতে। "দুগ্ধ হইতে ঘৃত হয়।" ঘৃত হয় কোথা হইতে? দুগ্ধ

হইতে। এখানে "পড়ে" ও "হয়" এই দুই ক্রিয়া যথাক্রমে "গাছ" এবং "দুগ্ধ" হইতে প্রকাশিত হয়। ইহারা অপাদান কারক। অতএব,

যাহা হইতে ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে।

২১৭। অপাদান কারক সাধারণতঃ "হইতে", "থেকে", শব্দের যোগে সম্পন্ন হয়। অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি -এ, -য়, -তে হয়। যথা,— **গাছ হইতে** ফল পাড়। **মেঘ থেকে** বৃষ্টি পড়ে। "**মৃত্যুতেও** ধার্ম্মিকের চিত্ত ভীত নয়।"

২১৮। দুই বা বহুর মধ্যে একের ভালমন্দ নির্দ্ধারণ বা বিচার করিতে যাহার সহিত তুলনা করা হয়, তাহাতে অপাদানের বিভক্তি বসে। ইহাকে **নির্দ্ধারণে অপাদান** বলে। এক জাতীয় পদার্থের মধ্যে জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সংজ্ঞার দ্বারা এককে পৃথক করার নাম **নির্দ্ধারণ**। নির্দ্ধারণে অপাদানে "হইতে", "চেয়ে", "অপেক্ষা" শব্দের যোগ হয়। কখনও কখনও ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত "অপেক্ষা", "চেয়ে" শব্দ বসে। যেমন—

সুখের চেয়ে শান্তি ভাল। **ভরত** (**ভরতের**) অপেক্ষা রাম বড়। ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা (**সকলের** চেয়ে) দয়ালু। **বিন্ধ্য** হইতে হিমালয় উচ্চতর।

২১৯। অপেক্ষার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,— ঈশ্বর **জ্ঞানীর** জ্ঞানী। পাপী **পশুর**ও অধম।

২২০। নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত **মধ্যে** শব্দের যোগ হয়। যথা,— ক্লাসের সকল **ছেলের মধ্যে** বণীর ভাল।

BANGODARSHAN.COM

২২১। **অধিক** শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,— **ইহা হইতে** (বা **ইহার**) অধিক দিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

২২২। অন্যার্থক শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,— **ইহা হইতে** অন্য। **তাহা হইতে** ভিন্ন। **পাপ হইতে** পুণ্য পৃথক্।

সম্বন্ধ পদ

২২৩। "পাখীর ডানা আছে"; এখানে ডানার সহিত পাখীর সম্বন্ধ আছে। "তাহার টাকা নাই"; এখানে টাকার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। এজন্য "পাখীর" এবং "তাহার" সম্বন্ধ পদ। অতএব,

কোনও কিছুর সহিত যাহার কোনও সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে সম্বন্ধ পদ বলে।

২২৪। সম্বন্ধ পদের একবচনে গ্রস্ত-অকারান্ত, হসন্ত ও একাক্ষর শব্দের সহিত "-এর" এবং অন্যত্র "-র" বিভক্তি হয়। যথা,—**রামের** ভাই লক্ষ্মণ। **জগতের** বিনাশ। **মায়ের** স্নেহ। **ভাইয়ের** প্রীতি। **গোরুর** শিং আছে। **ভালর** সব ভাল।

২২৫। সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,— **সুশীলের** বই। **আমাদের** বাড়ী।

২২৬। এখান, সেখান, কোথা, আজি, কালি, যখন, তখন প্রভৃতি কতকগুলি স্থানবাচক ও কালবাচক শব্দের সহিত কখনও কখনও সম্বন্ধে "-কার" বিভক্তি বসে। যথা,—**এখানকার** সমস্ত মঙ্গল। **আজিকার** কথা চিরদিন মনে থাকিবে।

২২৭। সাধারণতঃ মনুষ্যবাচক ও দেবতাবাচক শব্দের বহুবচনে সম্বন্ধ

পদে -দিগের, -দের, -এদের বিভক্তি হয়। সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট অর্থে সর্ব্বত্র বহুবচনে অনাদরে "-গুলার", ও আদরে "-গুলির" বিভক্তি বসে। যথা,—

বেদপাঠ **ব্রাহ্মণদিগের** কর্ত্তব্য। **ছাত্রদের** অধ্যয়নই তপস্যা। এইটী **বোসেদের** বাড়ী। এই **লোকগুলার** কাণ্ডজ্ঞান নাই। এই **ছেলেগুলির** স্বভাব অতি নম্র। এই **ফলগুলির** স্বাদ মিষ্ট।

২২৮। কখনও কখনও ইতর প্রাণীর সহিত -দিগের, -দের বিভক্তি যোগ হয়। যথা,—

"চীল পায়রাদের অতি প্রবল শত্রু" (বিদ্যাসাগর)। "পাখীদের তখন ভোজ লাগে" (রামেন্দ্রসুন্দর)।

২২৯। সম্বন্ধ পদ দ্বারা সকল কারক-সম্বন্ধই প্রকাশিত হইতে পারে। যথা,

কর্ত্তায়—আমার যাওয়া, ছেলের কান্না।

কর্ম্মে—তাহার দে'খা, রোগীর সেবা।

করণে—হাতের লেখা, চোখের দেখা।

সম্প্রদানে—ব্রাহ্মণের হিত, টাকার লোভ।

অপাদান—বাঘের ভয়, মেঘের জল।

অধিকরণ—ঘরের লোক, দেশের শোভা।

২৩০। সম্বন্ধ পদ দ্বারা এই-সকল কারক-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য বহু প্রকার সম্বন্ধ বুঝাইতে পারে। যথা,—

স্বামিত্ব—আমার কাপড়, রাজার বাড়ী।

অভেদ—জ্ঞানের প্রদীপ, শোকের আগুন।

BANGODARSHAN.COM

উপমান—মোমের শরীর, ননীর দেহ।

বিশেষণ—সুখের দিন, হাসির কথা।

উপাদান—সোনার গহনা, হীরার আংটি।

অধিকরণ-কারক

২৩১। "তিলে তৈল থাকে।" "রাত্রে তারা দে'খা যায়।" এখানে "থাকে" এবং "যায়" ক্রিয়া দুইটী সম্পন্ন হইতেছে "তিলে" এবং "রাত্রে"। এই জন্য "তিলে" ও "রাত্রে" অধিকরণ কারক। অতএব

যাহাতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে অধিকরণ কারক বলে।

২৩২। অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—**জলে** মৎস্য আছে। গঙ্গার **তীরে** কলিকাতা নগরী।

২৩৩। অধিকরণের একবচনে -এ, -য় -তে বিভক্তি হয়। যথা,—**বনে** বাঘ বাস করে। **ছায়ায়** বস। **নদীতে** কুমীর আছে।

টীকা। অধিকরণের বহুবচনে -দিগেতে প্রত্যয়ের ব্যবহার লিখিত বা কথিত ভাষায় কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। সকল, গণ, গুলি প্রভৃতি বহুবচনের চিহ্নের সহিত সপ্তমী-বিভক্তি যোগে অধিকরণের বহুবচন হয়।

২৩৪। **অধিকরণ দুই প্রকার**—কালাধিকরণ ও আধারাধিকরণ।

২৩৫। যে কালে কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে **কালাধিকরণ** বলে। যথা,—**বসন্তে** নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।

২৩৬। যে স্থানে কোনও ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহা **আধারাধিকরণ**। যথা,—আগ্রা **শহরে** তাজমহল আছে। **বনে** বাঘ থাকে।

২৩৭। **আধারাধিকরণ তিন প্রকার,**—ঔপশ্লেষিক, বৈষয়িক, অভিব্যাপক।

২৩৮। উপশ্লেষ বা একাংশ সংস্পর্শ করিয়া অধিকরণ হইলে, তাহা **ঔপশ্লেষিক অধিকরণ**। যথা,—**জলে** কুম্ভীর আছে,—জলের একাংশে।

২৩৯। কোনও বিষয়ে অধিকরণ হইলে, তাহা **বৈষয়িক অধিকরণ**। যথা,—**বিদ্যালাভে** যত্ন কর.—বিদ্যালাভ-বিষয়ে।

২৪০। ব্যাপক ভাবে অধিকরণ হইলে, তাহা **অভিব্যাপক অধিকরণ**। যথা,—পুষ্করিণীতে জল আছে,—পুষ্করিণী ব্যাপিয়া।

২৪১। স্থানবাচক ও কালবাচক অধিকরণে কখনও কখনও বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—সে **বাড়ী** নাই। যদু **কাশী** গিয়াছে। সকাল **বে'লা** মন প্রফুল্ল থাকে। সন্ধ্যার **সময়** আসিও।

২৪২। ভেদ বুঝাইতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—তিনি **জাতিতে** কায়স্থ। আকবর **নামে** বাদ্‌শাহ ছিলেন।

২৪৩। এক ক্রিয়ার সময় দ্বারা অন্য ক্রিয়ার আরম্ভ বোধ হওয়ার নাম ভাব। ভাবে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—**সূর্য্যোদয়ে** অন্ধকার দূর হয়। বসন্তের **আগমনে** কোকিল কুহু রব করিতেছে।

BANGODARSHAN.COM

সম্বোধন পদ

২৪৪। "ওলি! এখানে এস"। "এখানে এস" এই বাক্যটী ওলিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে। "ওহে বালক! তোমার নাম কি"? এখানে "তোমার নাম কি?" এই বাক্যটী বালককে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে। এইজন্য "ওলি" এবং "বালক" সম্বোধন পদ। অতএব

যাহাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলা যায়, তাহাকে সম্বোধন পদ বলে।

২৪৫। কখনও কখনও সম্বোধন পদের পূর্ব্বে ও, হে, ওহে, গো, ওগো, ওরে, রে প্রভৃতি এবং স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অয়ি, লো, ওলো প্রভৃতি অব্যয় বসিয়া থাকে। যথা—

ও ভাই, হে ঈশ্বর, ওহে ভাই, ওরে দুষ্ট, রে পামর, অয়ি বালিকে, ওলো সই।

২৪৬। কখনও কখনও ওকারাদি ভিন্ন সম্বোধনসূচক অব্যয় সম্বোধন পদের পরে বসিয়া থাকে। যথা—ভাই হে, বাপ রে, মা গো, সই লো।

২৪৭। সম্বোধনের একবচনে কোনও বিভক্তি নাই। কিন্তু সাধু ভাষায় কখনও কখনও সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে শব্দের কিছু পরিবর্ত্তন হয়। যথা,—

(১) **আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ** শব্দের আকার স্থানে **একার** হয়। যথা, ভদ্রে, আপনাকে অভিবাদন করি। এইরূপ রাধিকে, দুর্গে।

(২) **ইকারান্ত** শব্দ **একারান্ত** হয়। যথা, মুনে, হরে, সখে।

(৩) **ঈকারান্ত** স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ **ইকারান্ত** হয়। যথা, জননি, নদি।

(৪) **ঈকারান্ত** (ইন্ প্রত্যয়ান্ত) পুংলিঙ্গ শব্দ **ইন্**-ভাগান্ত হয়। যথা, গুণিন্, ধনিন্।

(৫) **ঊকারান্ত** শব্দ **ওকারান্ত** হয়। যথা, প্রভো, সাধো।

(৬) **ঊকারান্ত** স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ **ঊকারান্ত** হয়। যথা, বধূ।

(৭) **আকারান্ত** পুংলিঙ্গ (মূলে তৃ প্রত্যয়ান্ত) শব্দ **অঃ**-ভাগান্ত হয়। যথা, পিতঃ (পিতৃ শব্দ), মাতঃ (মাতৃ শব্দ)।

(৮) **আকারান্ত** পুংলিঙ্গ (মূলে অন্‌ভাগান্ত) শব্দ **অন্** ভাগান্ত হয়। যথা, রাজন্, মহাত্মন্।

(৯) **-বান্ -মান্** -ভাগান্ত শব্দ বন্-মন্-ভাগান্ত হয়। যথা, ভগবন্, বুদ্ধিমন্।

টীকা। বাঙ্গালা ভাষায় এই নিয়মগুলি পালন করিবার কোনও প্রয়োজন দে'খা যায় না।

শব্দরূপ

২৪৮। **শব্দরূপের জন্য শব্দগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়।**

(১) প্রাণিবাচক শব্দ। যথা, মানুষ, দেবতা, ঘোড়া।

(২) অপ্রাণিবাচক শব্দ। যথা, জল, সোনা, মন।

BANGODARSHAN.COM

২৪৯। **প্রাণিবাচক গ্রস্ত-অকারান্ত শব্দ-লোক।**

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	লোক, লোকে	লোকেরা
কর্ম্ম	লোককে	লোকদিগকে
করণ	লোক দ্বারা, -দিয়া, লোকের দ্বারা, লোককে দিয়া	লোকদিগের (-দের) দ্বারা, লোকদিগকে দিয়া
সম্প্রদান	লোককে	লোকদিগকে
অপাদান	লোক হইতে	লোকদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	লোকের	লোকদিগের (-দের)
অধিকরণ	লোকে	লোক-সকলে

প্রাণিবাচক গ্রস্ত-অকারান্ত শব্দের রূপ "লোক" শব্দের ন্যায়।

কর্ত্তৃকারকের বহুবচনে "লোকেরা" স্থানে লোক-সকল, লোকগণ ইত্যাদি রূপ পদ হইতে পারে। কর্ম্মাদি কারকের বহুবচনে ইহাদের সহিত "কে," "দ্বারা" ইত্যাদি একবচনের বিভক্তি যুক্ত হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র প্রাণিবাচক শব্দের রূপ বুঝিতে হইবে।

টীকা। "লোকগুলি" বলিতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লোক বুঝায়। সুতরাং ইহা "লোক" শব্দের বহুবচন নহে। বস্তুতঃ আদরে "লোকটীর" বহুবচনে "লোকগুলি"; অনাদরে "লোকটার" বহুবচন "লোকগুলা"। "দ্বারা" বিভক্তি চিহ্নের সহিত যেরূপ শব্দের সমাস হয় না, সেইরূপ বহুবচনের চিহ্ন "গণ", ও "সকল" যুক্ত হইলে শব্দের সমাস অনাবশ্যক। দাতৃগণ (-সকল), রাজগণ (-সকল), গুণিগণ (-সকল) বাঙ্গালা নহে, সংস্কৃত।

২৫০। কথিত ভাষায় **লোক** শব্দের রূপ এই—

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	লোক, লোকে	লোকরা, লোকেরা
কর্ম্ম	লোককে	লোকদের
করণ	লোক দিয়ে, লোককে দিয়ে	লোকদের দিয়ে
সম্প্রদান	লোককে	লোকদের
অপাদান	লোক থেকে লোকের থেকে	লোকদের থেকে
সম্বন্ধ	লোকের	লোকদের
অধিকরণ	লোকে	লোক-সকলে

বহুবচনে "লোকরা" স্থানে "লোকসকল," "লোকসব" এই পদগুলি হইতে পারে।

২৫১। **অপ্রাণিবাচক গ্রস্ত-অকারান্ত শব্দ—ফল**

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	ফল	ফল-সকল
কর্ম্ম	ফল, ফলকে	ফল-সকল, ফল-সকলকে
করণ	ফলদ্বারা, -দিয়া, ফলের দ্বারা, ফলে	ফলসকল (-সকলের) দ্বারা, -দিয়া
সম্প্রদান	ফলকে	ফল-সকলকে
অপাদান	ফল হইতে	ফল-সকল হইতে
সম্বন্ধ	ফলের	ফল-সকলের
অধিকরণ	ফলে	ফল-সকলে

BANGODARSHAN.COM

সাধারণতঃ অপ্রাণিবাচক শব্দে অনির্দ্দিষ্ট অর্থে বহুবচনের কোনও বিভক্তি থাকে না। কখনও কখনও অনির্দ্দিষ্ট বা নির্দ্দিষ্ট অর্থে বহুবচনে "গুলি" বিভক্তি যোগ হয়। অপ্রাণিবাচক অকারান্ত এবং গ্রস্ত-অকারান্ত শব্দের রূপ "ফল" শব্দের ন্যায়।

২৫২। **প্রাণিবাচক অকারান্ত শব্দ—মহেন্দ্র**

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	মহেন্দ্র	মহেন্দ্রেরা, মহেন্দ্ররা
কর্ম্ম	মহেন্দ্রকে	মহেন্দ্রদিগকে
করণ	মহেন্দ্র দ্বারা, মহেন্দ্রকে দিয়া	মহেন্দ্রদিগের (-দের) দ্বারা, মহেন্দ্রদিগকে দিয়া
সম্প্রদান	মহেন্দ্রকে	মহেন্দ্রদিগকে
অপাদান	মহেন্দ্র হইতে	মহেন্দ্রদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	মহেন্দ্রের, মহেন্দ্রর	মহেন্দ্রদিগের, -দের
অধিকরণ	মহেন্দ্রে	মহেন্দ্রদিগের (-দের) মধ্যে

প্রাণিবাচক যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট অকারান্ত শব্দের রূপ "মহেন্দ্র" শব্দের ন্যায়।

২৫৩। **প্রাণিবাচক অকারান্ত শব্দ—হরিপদ**

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	হরিপদ	হরিপদরা
কর্ম্ম	হরিপদকে	হরিপদদিগকে
করণ	হরিপদ দ্বারা, হরিপদকে দিয়া	হরিপদদিগের (-দের) দ্বারা, হরিপদদিগকে দিয়া

সম্প্রদান	হরিপদকে	হরিপদদিগকে
অপাদান	হরিপদ হইতে	হরিপদদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	হরিপদর	হরিপদদিগের, -দের
অধিকরণ	হরিপদয়	হরিপদদিগের (-দের) মধ্যে

প্রাণিবাচক অকারান্ত শব্দ ছোট, বড়, কাল, ভাল প্রভৃতি শব্দের রূপ হরিপদ শব্দের ন্যায়।

২৫৪। অপ্রাণিবাচক একাক্ষর অকারান্ত শব্দ—দ

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	দ	দ-সকল
কর্ম্ম	দ, দকে	দ-সকলকে
করণ	দএ, দ দ্বারা, -দিয়া	দ সকল দ্বারা, -দিয়া
সম্প্রদান	দকে	দ-সকলকে
অপাদান	দ হইতে	দ-সকল হইতে
সম্বন্ধ	দর, দএর, দয়ের	দ-সকলের
অধিকরণ	দয়ে	দ-সকলে

অন্যান্য অপ্রাণিবাচক একাক্ষর অকারান্ত শব্দের উক্ত প্রকার রূপ হইবে।

২৫৫। প্রাণিবাচক একাক্ষর আকারান্ত শব্দ—মা

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	মা, মায়ে	মাএরা, মায়েরা
কর্ম্ম	মাকে	মাদিগকে, মাদের

BANGODARSHAN.COM

করণ	মায়ে, মা দ্বারা, মাকে দিয়া	মাদিগের (-দের) দ্বারা, মাদিগকে (-দের) দিয়া
সম্প্রদান	মাকে	মাদিগকে, মাদের
অপাদান	মা হইতে	মাদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	মার, মাএর, মায়ের	মাদিগের, -দের
অধিকরণ	মায়ে	মা-সকলে

এই প্রকার অন্য প্রাণিবাচক একাক্ষর আকারান্ত শব্দের রূপ হইবে।

২৫৬। প্রাণিবাচক আকারান্ত শব্দ—রাজা

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	রাজা, রাজায়	রাজারা
কর্ম্ম	রাজাকে	রাজাদিগকে
করণ	রাজা দ্বারা, রাজাকে দিয়া	রাজাদিগের (-দের) দ্বারা, রাজাদিগকে দিয়া
সম্প্রদান	রাজাকে	রাজাদিগকে
অপাদান	রাজা হইতে	রাজাদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	রাজার	রাজাদিগের (-দের)
অধিকরণ	রাজায়	রাজাদিগের (-দের) মধ্যে

প্রাণিবাচক একারান্ত ও ওকারান্ত শব্দের রূপ "রাজা" শব্দের ন্যায়।

২৫৭। অপ্রাণিবাচক আকারান্ত শব্দ—চাকা

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	চাকা	চাকা-সকল
কর্ম্ম	চাকা, চাকাকে	চাকা-সকল, চাকা-সকলকে
করণ	চাকা দ্বারা, -দিয়া, চাকায়	চাকা সকলের দ্বারা, চাকা-সকল দিয়া

সম্প্রদান	চাঁকাকে	চাকা-সকলকে
অপাদান	চাকা হইতে	চাকা-সকল হইতে
সম্বন্ধ	চাকার	চাকা-সকলের
অধিকরণ	চাকায়	চাকা-সকলে

অপ্রাণিবাচক একারান্ত ও ওকারান্ত শব্দের রূপ "চাকা" শব্দের ন্যায়। নির্দ্দিষ্ট অর্থে "চাকা-সকল" স্থানে "চাকাগুলা" হয়। সাধারণতঃ অনির্দ্দিষ্ট অর্থে বহুবচনের বিভক্তি যোগ হয় না।

২৫৮। **প্রাণিবাচক ইবর্ণান্ত শব্দ—ধনী**

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	ধনী	ধনীরা
কর্ম্ম	ধনীকে	ধনীদিগকে
করণ	ধনী দ্বারা, ধনীকে দিয়া	ধনীদিগের (-দের) দ্বারা ধনীদিগকে দিয়া
সম্প্রদান	ধনীকে	ধনীদিগকে
অপাদান	ধনী হইতে	ধনীদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	ধনীর	ধনীদিগের (-দের)
অধিকরণ	ধনীতে	ধনীদিগের (-দের) মধ্যে

প্রাণিবাচক উবর্ণান্ত শব্দের রূপ ইবর্ণান্ত শব্দের ন্যায়।

২৫৯। **অপ্রাণিবাচক ইবর্ণান্ত শব্দ—ছুরী (ছুরি)**

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	ছুরী	ছুরী-সকল
কর্ম্ম	ছুরী, ছুরীকে	ছুরী-সকল, -সকলকে
করণ	ছুরীতে, ছুরীদ্বারা, -দিয়া	ছুরী সকল দ্বারা, -দিয়া

BANGODARSHAN.COM

সম্প্রদান	ছুরীকে	ছুরী-সকলকে
অপাদান	ছুরী হইতে	ছুরী-সকল হইতে
সম্বন্ধ	ছুরীর	ছুরী-সকলের
অধিকরণ	ছুরীতে	ছুরী-সকলে

অপ্রাণিবাচক ইবর্ণান্ত শব্দের রূপ "ছুরী" শব্দের ন্যায়।

২৬০। **অপ্রাণিবাচক সন্ধিস্বর "অই"-ভাগান্ত শব্দ—বই**

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	বই	বই-সকল
কর্ম্ম	বই, বইকে	বই-সকল, -সকলকে
করণ	বইয়ে, বই দ্বারা, -দিয়া	বই-সকল দ্বারা, -দিয়া
সম্প্রদান	বইকে	বই-সকলকে
অপাদান	বই হইতে	বই-সকল হইতে
সম্বন্ধ	বইয়ের	বই-সকলের
অধিকরণ	বইয়ে,	বই-সকলে

অপ্রাণিবাচক "আই" (গাই), "অউ" (মউ), "আউ" (ঝাউ) প্রভৃতি সন্ধিস্বরান্ত শব্দের এই রূপ।

২৬১। **প্রাণিবাচক সন্ধিস্বর "আই"-ভাগান্ত শব্দ—ভাই**

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	ভাই, ভাইয়ে	ভাইয়েরা
কর্ম্ম	ভাইকে	ভাইদিগকে
করণ	ভাইয়ে, ভাই দ্বারা, ভাইকে -দিয়া	ভাইদিগের (-দের) দ্বারা, ভাইদিগকে দিয়া

সম্প্রদান	ভাইকে	ভাইদিগকে
অপাদান	ভাই হইতে	ভাইদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	ভাইয়ের	ভাইদিগের (-দের)
অধিকরণ	ভাইয়ে	ভাই-সকলে

প্রাণিবাচক "অই" (সই), "অউ" (বউ), "উই" (তালুই) প্রভৃতি সন্ধিস্বরান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

সর্ব্বনাম (Pronoun)

২৬২। **কতকগুলি সর্ব্বনাম পদের তুচ্ছার্থে ও মান্যার্থে প্রয়োগ-ভেদে দুই প্রকার রূপ হইয়া থাকে।** প্রয়োগ ও কারক-ভেদে সর্ব্বনামগুলির যে রূপ-ভেদ হয়, নিম্নে তাহা দে'খান যাইতেছে—

সর্ব্বনাম শব্দ	প্রথমার একবচন		অন্য বিভক্তিতে রূপ	
	মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে
আমা (অস্মদ্)	আমি	মুই	আমা	মো
তোমা (যুষ্মদ্)	তুমি	তুই	তোমা	তো
তাহা (তদ্)	তিনি	সে	তাঁহা	তাহা
যাহা (যদ্)	যিনি	যে	যাঁহা	যাহা
কাহা (কিম্)		কে		কাহা
ইহা (এতদ্)	ইনি	এ	ইহা	ইহা
উহা (অদস্)	উনি	ও	উঁহা	উহা
আপন (আত্মন্)	আপনি		আপনা	

BANGODARSHAN.COM

আমা (অস্মদ্) ও তোমা (যুষ্মদ্) শব্দের প্রথমার বহুবচনে আমরা তোমরা হয়।

কথ্য ভাষায় তাঁহা, তাহা, যাঁহা, যাহা, কাহা স্থানে তাঁ, তা, যাঁ, যা, কা এইরূপ আদেশ হয়। এই প্রকারে ইহাঁ স্থানে এঁ, ইহা স্থানে এ, উঁহা স্থানে ওঁ, উহা স্থানে ও আদেশ হয়।

২৬৩। **আমা (অস্মদ্) শব্দ—মান্যার্থে**

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	আমি	আমরা
কর্ম্ম	আমাকে, (আমারে, আমায়)	আমাদিগকে, (আমাদের)
করণ	আমাদ্বারা, আমাকর্ত্তৃক	আমাদিগের দ্বারা (কর্ত্তৃক), আমাদের দ্বারা (কর্ত্তৃক)
সম্প্রদান	আমাকে (আমারে, আমায়)	আমাদিগকে, (আমাদের)
অপাদান	আমা হইতে	আমাদিগের হইতে, আমাদের হইতে
সম্বন্ধ	আমার	আমাদিগের, আমাদের
অধিকরণ	আমাতে	আমাদিগের (-দের) মধ্যে

আমা (অস্মদ্) শব্দের কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের একবচনে আমারে, আমায় এবং বহুবচনে আমাদের এক্ষণে পদ্যে, কথ্য ভাষায় বা প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

মান্যার্থে তোমা (যুষ্মদ্) শব্দের রূপ আমা (অস্মদ্) শব্দের ন্যায়।

২৬৪। তোমা (যুষ্মদ্) শব্দ—তুচ্ছার্থে

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	তুই	তোরা
কর্ম্ম	তোকে, (তোরে)	তোদিগকে, তোদের
করণ	তোরদ্বারা, তোদ্বারা	তোদের দ্বারা
সম্প্রদান	তোকে, (তোরে।	তোদিগকে, তোদের
অপাদান	তো হইতে	তোদের হইতে
সম্বন্ধ	তোর	তোদের, তোদিগের
অধিকরণ	তোতে	তোদিগের (-দের) মধ্যে

তুচ্ছার্থে অন্যান্য সর্ব্বনামের রূপ তোমা (যুষ্মদ্) শব্দের ন্যায়।

২৬৫। কথ্য ভাষায় উহা (অদস্) শব্দের রূপ—মান্যার্থে

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	উনি	ওঁরা
কর্ম্ম-সম্প্রদান	ওঁকে	ওঁদের,
করণ	ওঁর দ্বারা, ওঁকেদিয়ে	ওঁদেরদ্বারা, ওঁদের দিয়ে
অপাদান	ওঁর থেকে	ওঁদের থেকে
সম্বন্ধ	ওঁর	ওঁদের
অধিকরণ	ওঁতে	ওঁদের মধ্যে

কথ্য ভাষায় অন্যান্য সর্ব্বনামের রূপ উহা (অদস্) শব্দের ন্যায়।

BANGODARSHAN.COM

২৬৬। নিম্নলিখিত সর্ব্বনামগুলির ক্লীবলিঙ্গে বিশেষ রূপ হয়।

সর্ব্বনাম শব্দ	বিভক্তির একবচনে রূপ	বিভক্তির বহুবচনে রূপ
তাহা (তদ্)	তাহা	সেগুলি, সে-সব, সে-সকল
যাহা (যদ্)	যাহা	যেগুলি, যে-সব, যে-সকল
ইহা (এতদ্)	ইহা	এগুলি, এ-সব, এ-সকল
উহা (অদস)	উহা	ওগুলি, ও-সব, ও-সকল
কাহা (কিম্)		

কাহা (কিম্) শব্দের ক্লীবলিঙ্গের শব্দরূপে বিশেষত্ব আছে।

২৬৭। তাহা (তদ্) শব্দ—ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্প্রদান	তাহা	সেগুলি, সে-সব, সে-সকল
করণ	তাহাদ্বারা, তাহা দিয়া	সেগুলি (সে-সব, সে-সকল) দ্বারা (-দিয়া)
অপাদান	তাহা হইতে	সেগুলি (সে-সব, সে-সকল) হইতে
সম্বন্ধ	তাহার	সেগুলির, সে-সবের, সে-সকলের
অধিকরণ	তাহাতে	সেগুলিতে, সে-সবে, সে-সকলে

যাহা, ইহা, উহা শব্দগুলির রূপ তাহা শব্দের ন্যায়

২৬৮। **কাহা (কিম্) শব্দ—ক্লীবলিঙ্গ**

	একবচন
কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্প্রদান	কি
করণ	কি দিয়া, কিসের দ্বারা, কিসে
অপাদান	কি হইতে
সম্বন্ধ	কিসের
অধিকরণ	কিসে

কাহা শব্দের ক্লীবলিঙ্গের বহুবচনে প্রয়োগ নাই। কখনও কখনও বহুবচন বুঝাইতে দ্বিরুক্তি হয়। যথা, কি কি হইয়াছে? সে কি কি খাইয়াছে?

২৬৮ক। **অর্থ ভেদে কাহা (কিম) শব্দ স্থানে কি, কে, কোন্, কিছু, কেহ, কোন আদেশ হয়।** যথা,—

সে কি খাইয়াছে? কে আম খাইয়াছে? কোন্ ছেলেটী আম খাইয়াছে? সে কোন্ আমটী খাইয়াছে? সে কিছু খাইয়াছে। কেহ আমার আম খাইয়াছে। কোন ছেলে আমার আম খাইয়াছে।

২৬৯। **সর্ব্বনাম বাক্যের পরিবর্ত্তেও বসে।** যথা,

সে যে কখনও মিথ্যা কথা বলে না, তাহা আমি জানি।

টীকা। "অন্য," "অপর," "নিজ" "সকল," "সব," "উভয়" এই শব্দগুলি সর্ব্বনাম হইলে, কর্ত্তার একবচনে -এ বিভক্তি যোগ হয়। "সকল," "সব" "উভয়" শব্দের বহুবচনের রূপ নাই।

BANGODARSHAN.COM

বিশেষণের তারতম্য

(Comparatives and Superlatives)

২৭০। **সংস্কৃতের নিয়মানুসারে বিশেষণের উত্তর দুইয়ের মধ্যে তুলনায় তর ও ঈয়স্ (পুংলিঙ্গে ঈয়ান্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈয়সী) এবং অনেকের মধ্যে তুলনায় তম ও ইষ্ঠ প্রত্যয় হয়।** যথা,—

পৃথিবী অপেক্ষা চন্দ্র ক্ষুদ্রতর। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতে গরীয়সী। হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম পর্ব্বত। সকল জীবের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ। পশুগণের মধ্যে সিংহ বলিষ্ঠ।

বিশেষণ	ঈয়স্	ইষ্ঠ
বলবান্	বলীয়ান্	বলিষ্ঠ
গুরু	গরীয়ান্	গরিষ্ঠ
প্রশস্য	শ্রেয়ঃ	শ্রেষ্ঠ
বৃদ্ধ	বর্ষীয়ান্	জ্যেষ্ঠ
ক্ষুদ্র	কনীয়ান্	কনিষ্ঠ
লঘু	লঘীয়ান্	লঘিষ্ঠ
বহু	ভূয়ঃ	ভূয়িষ্ঠ

২৭১। **খাঁটি বাঙ্গালায় অপাদানদ্বারা কিংবা "অপেক্ষা" বা "চেয়ে" শব্দযোগে বিশেষণের তারতম্য সূচিত হয়। বিশেষণের সহিত কোন প্রত্যয় যোগ হয় না। কখনও কখনও তুলনা**

বুঝাইতে বিশেষণের পূর্ব্বে অধিক, বেশী, খুব, কম, অপেক্ষাকৃত ইত্যাদি শব্দ বসে। যথা,—

রামের চেয়ে রহিম বলবান্। অপমান অপেক্ষা (হইতে) মৃত্যু ভাল। চাকরির চেয়ে স্বাধীন ব্যবসায় খুব ভাল। ধনী অপেক্ষা বিদ্বান্ অধিক সম্মানিত। সকলের চেয়ে এই ছেলেটী বেশী চালাক। চিন্তা অপেক্ষা চিতা কম যন্ত্রণাদায়ক। দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোটটী অপেক্ষাকৃত (বরং) ভাল।

পুরুষ (Person)

২৭২। "আমি আজ স্কুলে যাইব না।" "সে আমাদিগকে মিঠাই খাওয়াইয়াছে।" এই দুইটী বাক্যে বক্তা নিজের সম্বন্ধে বলিতেছে। এখানে "আমি" ও "আমাদিগকে" উত্তম পুরুষ। অতএব

যে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলে, তাহাকে উত্তম পুরুষ (First Person) বলা হয়।

২৭৩। "তুমি হাসিতেছ কেন?" "তোমাদের বাড়ী কোথায়?" এই দুই বাক্যে বক্তা উপস্থিত অন্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে। এখানে "তুমি" ও "তোমাদের" মধ্যম পুরুষ। অতএব

উপস্থিত যে ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা যায়, তাহাকে মধ্যম পুরুষ (Second Person) বলে।

২৭৪। "বালকটী রীতিমত পড়াশুনা করে।" "সে খেলিতেছে।" "তিনি কোথায় থাকেন?" এই তিনটী বাক্যে বক্তা অনুপস্থিত

BANGODARSHAN.COM

ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিতেছে। এখানে "বালক", "সে", "তিনি" প্রথম পুরুষ। অতএব

অনুপস্থিত যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, সে প্রথম পুরুষ (Third Person)।

২৭৫। আমি খাই, তুমি খাও, সে খায়। বর্ত্তমান কালের খাওয়া কার্য্যটী "আমি", "তুমি" ও "সে" এই বিভিন্ন পুরুষের কর্ত্তার সহিত যোগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব

কর্ত্তার পুরুষ-ভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয়।

কাল (Tense)

২৭৬। "আমি রোজ ভাত খাই।" এখানে খাওয়া কাজটী বর্ত্তমান বা বজায় আছে। এই জন্য "খাই" ক্রিয়ার কাল বর্ত্তমান। অতএব

যে ক্রিয়া বর্ত্তমান সময়ে সম্পন্ন হয়, তাহার কালকে বর্ত্তমান কাল (Present Tense) বলে।

২৭৭। "আমি ফল খাইলাম।" এখানে খাওয়া কাজটী অতীত বা শেষ হইয়াছে। এই জন্য "খাইলাম" ক্রিয়ার কাল অতীত। অতএব

যে ক্রিয়া অতীত সময়ে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার কালকে অতীত কাল (Past Tense) বলে।

২৭৮। "আমি কা'ল মিঠাই খাইব।" এখানে খাওয়া কাজটী ভবিষ্যতে বা আগামী সময়ে হইবে। অতএব

যে ক্রিয়া ভবিষ্যৎ সময়ে সম্পন্ন হইবে, তাহার কালকে ভবিষ্যৎ কাল (Future Tense) বলে।

২৭৯। এখন দেখা যাইতেছে যে—

ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার সময়কে কাল বলে।

কাল প্রধানতঃ বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন প্রকারের হয়।

বর্ত্তমান কাল

২৮০। (১) আমি ভাত খাই। (২) আমি ভাত খাইয়াছি। এই দুই বাক্যেই ক্রিয়া দ্বারা বর্ত্তমান কাল বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। "খাই" ক্রিয়াপদ দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী নিত্য ঘটিয়া থাকে। "খাইতেছি" ক্রিয়াপদ দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান আছে, শেষ হয় নাই। অতএব—

(ক) খাই—**নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান** (**Present Indefinite**)।

(খ) খাইতেছি—**বিশুদ্ধ বর্ত্তমান** (**Present Continuous**)।

অতীত কাল

২৮১। (১) আমি এই মাত্র পড়িলাম। (২) আমি অদ্য পড়িয়াছি। (৩) আমি বাল্যকালে উর্দ্দু পড়িয়াছিলাম। (৪) আমি তোমার আসিবার পূর্ব্বে পড়িতেছিলাম। (৫) আমি পূর্ব্বে প্রত্যহ সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতাম। এই পাঁচটী বাক্যেই ক্রিয়া দ্বারা অতীত কাল বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে।

(ক) পড়িলাম—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী এইমাত্র শেষ হইল। ইহাকে **অদ্যতন অতীত** (**Past Indefinite**) বলে।

(খ) পড়িয়াছি—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী কিছু পূর্ব্বে শেষ হইয়াছে এবং তাহার ফল বর্ত্তমান আছে। ইহাকে **অনদ্যতন অতীত** (**Present Perfect**) বলে।

(গ) পড়িয়াছিলাম—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী বহুপূর্ব্বে শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফল বর্ত্তমান নাই। ইহাকে **পরোক্ষ অতীত** (**Past Perfect**) বলে।

(ঘ) পড়িতেছিলাম—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে অতীত কালে কার্য্যটী চলিতেছিল, তখনও তাহা শেষ হয় নাই। ইহাকে **অসম্পন্ন অতীত** (**Past Continuous**) বলে।

(ঙ) পড়িতাম—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে অতীত কালে কার্য্যটী নিত্য ঘটিত, এখন ঘটে না। ইহাকে **নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত** (**Past Habitual**) বলে।

ভবিষ্যৎ কাল

২৮২। (১) আমি করিব। (২) আমি করিতে থাকিব। এই দুই বাক্যেই ক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

(ক) করিব—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী কোন অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ কালে ঘটিবে। ইহাকে **অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ** (**Future Indefinite**) বলে।

(খ) করিতে থাকিব—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী ভবিষ্যৎ কালে হইবে এবং তাহা শেষ হইবে না। ইহাকে **অসম্পন্ন ভবিষ্যৎ** (**Future Continuous**) বলে।

BANGODARSHAN.COM

ক্রিয়ার ভাব (MOOD)

২৮৩। (১) সে করে, (২) যদি সে করে, (৩) সে করুক। এই তিনটী বাক্যে ক্রিয়ার তিন প্রকার ভাব সূচিত হইতেছে। প্রথমটীতে কেবল কার্য্যের নির্দ্দেশ, দ্বিতীয়টীতে সংশয় এবং তৃতীয়টীতে আদেশ বুঝা যাইতেছে। প্রথমটীকে নির্দ্দেশ-ভাব, দ্বিতীয়টীকে সংশয়-ভাব এবং তৃতীয়টীকে আদেশ-ভাব বলা যাইতে পারে। অতএব,

(ক) **ক্রিয়ার নির্দ্দেশ ভাবে (Indicative) Mood) কার্য্যের নির্দ্দেশ বুঝায়।**

(খ) **ক্রিয়ার সংশয় ভাবে (Subjunctive Mood) কার্য্যের সংশয় বুঝায়।**

(গ) **ক্রিয়ার আদেশ ভাবে (Imperative Mood) কার্য্যের আদেশ বুঝায়।**

টীকা। সাধারণতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণে ক্রিয়ার ভাব (mood) সম্বন্ধে কোনও আলোচনা থাকে না। কিন্তু ইহার প্রয়োজন আছে। (১) সে যাইত, (২) যদি সে যাইত,—প্রথম বাক্যের "যাইত" এবং দ্বিতীয় বাক্যের "যাইত" এক ভাববাচক এবং এক কালবাচক নহে। (১) সে খাইবে, (২) সে খাইয়া থাকিবে—এই দুই বাক্যে "থাকিবে" এক ভাব- এবং এক কাল-বাচক নহে।

ক্রিয়ার প্রয়োগ

২৮৪। সে যায়—এখানে ক্রিয়াটী তুচ্ছার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তিনি যান—এখানে মান্যার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তুই যা, তুমি যাও, আপনি যান—এই তিনটী বাক্যে যাওয়া কার্য্যটী যথাক্রমে তুচ্ছ, সাধারণ ও মান্য অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব

প্রয়োগ-ভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয়।

BANGODARSHAN.COM

টীকা। আধুনিক বাঙ্গালায় উত্তম পুরুষের কোন প্রয়োগ-ভেদ নাই। মধ্যম পুরুষের তুচ্ছ, সাধারণ ও মান্য এই তিন প্রয়োগ আছে। মধ্যম পুরুষের মান্য প্রয়োগে ও প্রথম পুরুষের মান্য প্রয়োগে ক্রিয়ার রূপ এক।

ধাতুরূপ (Conjugation of Verbs)

২৮৫। খাই, খাও, খাইল, খাইবে, খাইতে, খাওয়া, ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াপদগুলির মূল খা। ইহার সহিত ই, -ও, -ইল প্রভৃতি বর্ণগুলি যুক্ত হইয়া নানা ক্রিয়াপদ হইয়াছে।

ক। **ক্রিয়াপদের মূলকে ধাতু বলে।**

খ। **ধাতুর সহিত যাহা যুক্ত হইয়া বহুবিধ ক্রিয়া-পদ সাধিত হয়, তাহাকে ক্রিয়াবিভক্তি বলে।**

২৮৬। (১) আমি খাই, তুমি খাও, সে খায়, ইত্যাদি স্থলে কর্ত্তৃকারক-ভেদে খাওয়া ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হইয়াছে এবং কার্য্যের সমাপ্তি বুঝা যাইতেছে। কিন্তু (২) আমি খাইয়া আসিয়াছি, তুমি খাইয়া আসিয়াছ, সে খাইয়া আসিয়াছে, ইত্যাদি স্থলে "খাইয়া" পদের কোনও রূপ-ভেদ হয় নাই এবং কার্য্যেরও সমাপ্তি হয় নাই। প্রথম প্রকারের ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় প্রকারের ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। অতএব

ক। **কর্ত্তৃকারক-ভেদে যে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয় এবং যাহা দ্বারা কার্য্যের সমাপ্তি বুঝা যায়, তাহা সমাপিকা (Finite) ক্রিয়া।**

খ। **কর্ত্তৃকারক-ভেদে যে ক্রিয়ার রূপ-**

ভেদ হয় না এবং যাহা দ্বারা কার্য্যের সমাপ্তি বোধ হয় না, তাহা অসমাপিকা (Participle) ক্রিয়া।

ধাতুর সহিত -ইয়া, -ইতে, -ইলে যোগ করিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া সাধিত হয়।

২৮৭। আমি খাই, আমরা খাই—এখানে ক্রিয়ার বচন বিভিন্ন হইলেও ক্রিয়ার রূপ এক আছে। অতএব

বাঙ্গালা ভাষায় বচন-ভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয় না।

২৮৮। **পুরুষ (person), তুচ্ছার্থ বা মান্যার্থ প্রয়োগ (non-honorific or honorific use), কাল (tense), ভাব (mood) এবং বাচ্য (voice) ভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয়।** যথা,—

পুরুষ-ভেদে—আমি করি, তুমি কর, ইত্যাদি।

প্রয়োগ-ভেদে—তুই করিস্, তুমি কর, আপনি করেন, ইত্যাদি।

কাল-ভেদে—আমি করি, আমি করিলাম, ইত্যাদি।

ভাব-ভেদে—তিনি করেন, তিনি করুন, ইত্যাদি।

বাচ্য-ভেদে—আমি করি, আমাকর্তৃক করা হয়, ইত্যাদি।

২৮৯। ক্রিয়া-বিভক্তিগুলির নাম ও উদাহরণ নিম্নে লিখিত হইল :—

আমি করি—নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান (Present Indefinite)।

আমি করিতেছি—বর্ত্তমান (বা বিশুদ্ধ বর্ত্তমান) (Present Continuous)।

আমি করিয়াছি—অনদ্যতন (বা হ্যস্তন) অতীত (Present Perfect)।

BANGODARSHAN.COM

আমি করিলাম—অদ্যতন অতীত (Past Indefinite)।

আমি করিয়াছিলাম—পরোক্ষ অতীত (Past Perfect)।

আমি করিতাম—নিত্যপ্রবৃত্ত (বা পুরানিত্যবৃত্ত) অতীত (Past Habitual)।

আমি করিতেছিলাম—অসম্পন্ন অতীত (Past Continuous)।

আমি করিব—ভবিষ্যৎ (Future)।

তুমি কর - বর্ত্তমান অনুজ্ঞা (Present Imperative)।

তুমি করিও—ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (Future Imperative)।

টীকা। সাধারণতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণে ক্রিয়া-বিভক্তিকে উক্ত রূপ দশ ভাগে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু এই নামকরণ ও বিভাগ বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া বোধ হয় না। ক্রিয়ার রূপকে নিম্নলিখিত প্রকারে বিভক্ত করা উচিত।

নির্দ্দেশ ভাব (Indicative Mood)

- আমি করি—অনির্দ্দিষ্ট বর্ত্তমান (Present Indefinite)।
- আমি করিতেছি—অসম্পন্ন বর্ত্তমান (Present Continuous)।
- আমি করিয়াছি—সম্পন্ন বর্ত্তমান (Present Perfect)।
- আমি করিলাম—অনির্দ্দিষ্ট অতীত (Past Indefinite)।
- আমি করিতেছিলাম—অসম্পন্ন অতীত (Past Continuous)।
- আমি করিয়াছিলাম—সম্পন্ন অতীত (Past Perfect)।
- আমি করিতাম—নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত (Past Habitual)।
- আমি করিব—অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ (Future Indefinite)।
- আমি করিতে থাকিব—অসম্পন্ন ভবিষ্যৎ (Future Continuous)।
- আমি করিয়া ফেলিব—সম্পন্ন ভবিষ্যৎ (Future Perfect)।

আদেশ ভাব (Imperative Mood)

তুমি কর—অনির্দ্দিষ্ট বর্ত্তমান (Present Indefinite)।
তুমি করিতে থাক—অসম্পন্ন বর্ত্তমান (Present Continuous)।
তুমি করিও—অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ (Future Indefinite)।
তুমি করিতে থাকিও—অসম্পন্ন ভবিষ্যৎ (Future Continuous)।
তুমি করিয়া ফেলিও—সম্পন্ন ভবিষ্যৎ (Future Perfect)।

সংশয় ভাব (Subjunctive Mood)

যদি আমি করি—অনির্দ্দিষ্ট বর্ত্তমান (Present Indefinite)।
যদি আমি করিতে থাকি—অসম্পন্ন বর্ত্তমান (Present Continuous);
যদি আমি করিয়া থাকি—সম্পন্ন বর্ত্তমান (Present Perfect)।
যদি আমি করিতাম অনির্দ্দিষ্ট অতীত (Past Indefinite);

২৯০। **সমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তির আকার**

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	ই	ইস্	অ	এ	এন
বিশুদ্ধ „	ইতেছি	ইতেছিস্	ইতেছ	ইতেছে	ইতেছেন
অনদ্যতন অতীত	ইয়াছি	ইয়াছিস্	ইয়াছ	ইয়াছে	ইয়াছেন
অদ্যতন „	ইলাম	ইলি	ইলে	ইল	ইলেন
পরোক্ষ „	ইয়াছিলাম	ইয়াছিলি	ইয়াছিলে	ইয়াছিল	ইয়াছিলেন
নিত্যপ্রবৃত্ত „	ইতাম	ইতিস্	ইতে	ইত	ইতেন
অসম্পন্ন „	ইতেছিলাম	ইতেছিলি	ইতেছিলে	ইতেছিল	ইতেছিলেন
ভবিষ্যৎ „	ইব	ইবি	ইবে	ইবে	ইবেন
বর্ত্তমান অনুজ্ঞা		০	অ	উক	উন
ভবিষ্যৎ „		ইস্	ইও		

BANGODARSHAN.COM

কর্ত্তৃবাচ্য

২৯১ কর্ ধাতুর রূপ

নির্দ্দেশ ভাব

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	করি	করিস্	কর	করে	করেন
বিশুদ্ধ বর্ত্তমান	করিতেছি	করিতেছিস্	করিতেছ	করিতেছে	করিতেছেন
অনদ্যতন অতীত	করিয়াছি	করিয়াছিস্	করিয়াছ	করিয়াছে	করিয়াছেন
অদ্যতন অতীত	করিলাম	করিলি	করিলে	করিল	করিলেন
পরোক্ষ অতীত	করিয়াছিলাম	করিয়াছিলি	করিয়াছিলে	করিয়াছিল	করিয়াছিলেন
নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত	করিতাম	করিতিস্	করিতে	করিত	করিতেন
অসম্পন্ন অতীত	করিতেছিলাম	করিতেছিলি	করিতেছিলে	করিতেছিল	করিতেছিলেন
ভবিষ্যৎ	করিব	করিবি	করিবে	করিবে	করিবেন

আদেশ ভাব

কাল	তুই	তুমি	সে	তিনি
বর্ত্তমান	কর্	কর	করুক	করুন
ভবিষ্যৎ	করিস	করিও		

টীকা : কথ্য ভাষায় ক্রিয়াপদগুলির নিম্নলিখিতরূপ আকার হয় :—

করিতেছি—ক'র্‌ছি, (কর্‌চি, কচ্চি)। হইতেছি-হচ্ছি (হচ্চি)। যাইতেছি-যাচ্ছি (যাচ্চি)।

করিয়াছি—ক'রেছি, (করেচি)। হইয়াছি-হয়েছি (হয়েচি)। গিয়াছি-গিয়েছি, গেছি, (গিয়েচি)।

করিলাম—ক'র্‌লাম, (কর্‌লেম, ক'র্‌লুম)। হইলাম-হ'লাম (হলেম, হলুম)। গেলাম-গেলাম, (গেলেম, গেলুম)।

করিয়াছিলাম—ক'রেছিলাম, (ক'রেচিলেম, ক'রেছিলুম)। হইয়াছিলাম-হ'য়েছিলাম, (হ'য়েছিলেম, হ'য়েছিলুম)। গিয়াছিলাম-গিয়েছিলাম, (গিয়েছিলেম, গিয়েছিলুম)।

করিতাম—ক'র্‌তাম, (ক'র্‌তেম, ক'রতুম)। হইতাম-হ'তাম, (হতেম, হতুম)। যাইতাম-যেতাম (যেতেম, যেতুম)।

করিতেছিলাম—ক'র্‌ছিলাম, (ক'র্‌ছিলেম, ক'র্‌ছিলুম)। হইতেছিলাম-হচ্ছিলাম, (হচ্ছিলেম, হচ্ছিলুম)। যাইতেছিলাম-যাচ্ছিলাম (যাচ্ছিলেম, যাচ্ছিলুম)

করিব—ক'র্‌ব। হইব-হব। যাইব-যাব।

করিও—ক'রো। হইও-হ'য়ো। যাইও-যেয়ো।

করিয়া—ক'রে। হইয়া-হ'য়ে। যাইয়া-যেয়ে, গিয়ে।

করিতে—ক'র্‌তে। হইতে-হ'তে। যাইতে-যেতে।

করিলে—ক'র্‌লে। হইলে-হ'লে। খাইলে-খেলে।

কথ্য ভাষায় সকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীতন অতীতে তুচ্ছার্থে প্রথম পুরুষে -এ বিভক্তি হয়। যথা, সে ক'র্‌লে, সে খেলে ; কিন্তু সে চ'ল্‌ল, সে হ'ল।

BANGODARSHAN.COM

২৯২। লিখ্ ধাতু—সাধু ভাষা

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
বর্ত্তমান	লিখি	লিখিস্	লিখ	লিখে	লিখেন
অনুজ্ঞা		লেখ্	লিখ	লিখুক	লিখুন

কথ্য ভাষা

বর্ত্তমান	লিখি	লিখিস্	লেখ	লেখে	লেখেন
অনুজ্ঞা		লেখ্	লেখ	লিখুক	লিখুন

অন্যান্য ইকারযুক্ত ধাতুর রূপ এই প্রকার।

২৯৩। শুন্ ধাতু—সাধু ভাষা

বর্ত্তমান	শুনি	শুনিস্	শুন	শুনে	শুনেন
অনুজ্ঞা		শোন্	শুন	শুনুক	শুনুন

কথ্য ভাষা

বর্ত্তমান	শুনি	শুনিস্	শোন	শোনে	শোনেন
অনুজ্ঞা		শোন্	শোন	শুনুক	শুনুন

অন্যান্য উকারযুক্ত ধাতুর রূপ এই প্রকার।

২৯৪। দেখ্ ধাতু

বর্ত্তমান	দেখি	দেখিস্	দে'খ	দে'খে	দে'খেন
অনুজ্ঞা		দে'খ্	দে'খ	দেখুক	দেখুন

অন্যান্য একারযুক্ত ধাতুর রূপ এই প্রকার।

২৯৫। হ (হওয়া) ধাতু

নির্দ্দেশ ভাব

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	হই	হ'স্	হও	হয়	হয়েন, হন
বিশুদ্ধ বর্ত্তমান	হইতেছি	হইতে-ছিস্	হইতেছ	হইতে-ছে	হইতে ছেন
অনদ্যতন অতীত	হইয়াছি	হইয়াছিস্	হইয়াছ	হইয়াছে	হইয়া-ছেন
অদ্যতন অতীত	হইলাম	হইলি	হইলে	হইল	হইলেন
পরোক্ষ অতীত	হইয়াছিলাম	হইয়াছিলি	হইয়াছিলে	হইয়া-ছিল	হইয়া-ছিলেন
নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত	হইতাম	হইতিস্	হইতে	হইত	হইতেন
অসম্পন্ন অতীত	হইতেছিলাম	হইতেছিলি	হইতেছিলে	হইতে-ছিল	হইতে-ছিলেন
ভবিষ্যৎ	হইব	হইবি	হইবে	হইবে	হইবেন

আদেশ ভাব

কাল	তুই	তুমি	সে	তিনি
বর্ত্তমান	হ	হও	হউক	হউন
ভবিষ্যৎ	হ'স্	হইও		

BANGODARSHAN.COM

২৯৬। যা (যাওয়া) ধাতু

নির্দ্দেশ ভাব

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	যাই	যা'স্	যাও	যায়	যান
বিশুদ্ধ বর্ত্তমান	যাইতেছি	যাইতে-ছিস্	যাইতেছ	যাইতেছে	যাইতে-ছেন
অনদ্যতন অতীত	গিয়াছি	গিয়াছিস্	গিয়াছ	গিয়াছে	গিয়া-ছেন
অদ্যতন অতীত	গেলাম	গেলি	গেলে	গে'ল	গেলেন
পরোক্ষ অতীত	গিয়াছিলাম	গিয়া-ছিলি	গিয়াছিলে	গিয়াছিল	গিয়া-ছিলেন
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	যাইতাম	যাইতিস্	যাইতে	যাইত	যাইতেন
অসম্পন্ন অতীত	যাইতে-ছিলাম	যাইতে-ছিলি	যাইতে-ছিলে	যাইতে-ছিল	যাইতে-ছিলেন
ভবিষ্যৎ	যাইব	যাইবি	যাইবে	যাইবে	যাইবেন

আদেশ ভাব

কাল	তুই	তুমি	সে	তিনি
বর্ত্তমান	যা	যাও	যাউক	যা'ন
ভবিষ্যৎ	যা'স্	যাইও		

২৯৭। আছ্ ধাতু—নির্দ্দেশ ভাব

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	আছি	আছিস্	আছ	আছে	আছেন
অদ্যতন অতীত	ছিলাম	ছিলি	ছিলে	ছিল	ছিলেন

অন্যান্য বিভক্তি-স্থলে থাক্ ধাতুর প্রয়োগ হয়। থাক্ ধাতুর রূপ কর্ ধাতুর ন্যায়।

২৯৮। খা ধাতু—সাধুভাষা

বর্ত্তমান	খাই	খা'স্	খাও	খায়	খান
অতীত	খাইলাম	খাইলি	খাইলে	খাইল	খাইলেন
ভবিষ্যৎ	খাইব	খাইবি	খাইবে	খাইবে	খাইবেন
অনুজ্ঞা		খা	খাও	খাউক	খান

কথ্য ভাষা

অতীত	খেলাম	খেলি	খেলে	খেলে	খেলেন
ভবিষ্যৎ	খা	খাবি	খাবে	খাবে	খাবেন

২৯৯। দে ধাতু—সাধুভাষা

বর্ত্তমান	দি, দিই	দিস্	দাও	দে'য়	দে'ন
অতীত	দিলাম	দিলি	দিলে	দিল	দিলেন
ভবিষ্যৎ	দিব	দিবি	দিবে	দিবে	দিবেন
অনুজ্ঞা		দে	দাও	দিক	দি'ন

BANGODARSHAN.COM

কথ্য ভাষা

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
অতীত	দিলাম	দিলি	দিলে	দিলে	দিলেন

৩০০। শো ধাতু—সাধুভাষা

বর্ত্তমান	শুই	শুস্	শোও	শোয়	শো'ন
অতীত	শুইলাম	শুইলি	শুইলে	শুইল	শুইলেন
ভবিষ্যৎ	শুইব	শুইবি	শুইবে	শুইবে	শুইবেন
অনুজ্ঞা		শো	শোও	শুক	শু'ন

কথ্য ভাষা

অতীত	শুলাম	শুলি	শুলে	শুল	শুলেন
ভবিষ্যৎ	শোব	শুবি	শোবে	শোবে	শোবেন

৩০১। আস্ ধাতু—সাধুভাষা

বর্ত্তমান	আসি	আসিস্	এস	আসে	আসেন
অতীত	আসিলাম	আসিলি	আসিলে	আসিল	আসিলেন
ভবিষ্যৎ	আসিব	আসিবি	আসিবে	আসিবে	আসিবেন
অনুজ্ঞা		আয়	এস	আসুক	আসুন

কথ্য ভাষা

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
অতীত	এলাম	এলি	এলে	এল	এলেন
ভবিষ্যৎ	আস্‌ব	আস্‌বি	আস্‌বে	আস্‌বে	আস্‌বেন

টীকা। পদ্যে কখনও কখনও করিলাম, ছিলাম ইত্যাদি স্থলে করিনু, ছিনু ইত্যাদি রূপ পদ হয় এবং মান্য প্রয়োগে করিলেন, ছিলেন ইত্যাদি স্থলে করিলা, ছিলা ইত্যাদি রূপ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ করিতেছে স্থানে করিছে, এবং করিয়া স্থানে করি হয়।

নিষেধার্থক ক্রিয়া

৩০২। **নির্দ্দেশ ভাবে ক্রিয়ার নিষেধার্থে বিভক্তির শেষে "না" যোগ হয়। কিন্তু অনদ্যতন ও পরোক্ষ অতীতের নিষেধার্থে নিত্য-প্রবৃত্ত বর্ত্তমানের সহিত "নাই" যোগ করিতে হয়।** যথা,—

করি—করি না; করিব—করিব না; করিলাম—করিলাম না। কিন্তু করিয়াছি—করি নাই; করিয়াছিলাম—করি নাই।

৩০৩। আদেশ ভাবে নিষেধার্থ প্রয়োগে নিম্নলিখিত রূপ হয়—

কর, করিও—করিও না;
কর্‌, করিস্‌—করিস্‌ না;
করুক— না করুক;
করুন— না করুন।

৩০৪। সংশয় ভাবে ক্রিয়ার নিষেধার্থে "যদি", শব্দের পরে "না" যোগ হয়। যথা,

যদি করি—যদি না করি; যদি করিত—যদি না করিত।

৩০৫। নিষেধার্থে হ ধাতুর নিম্নলিখিত বিশেষ রূপ হয়—

হই—নহি (নই); হও—নহ (নও); হইস্‌—নহিস্‌ (ন'স্‌); হয়—নহে (নয়); হয়েন—নহেন (ন'ন)।

৩০৬। নিষেধার্থে আছ্‌ ধাতুর তুচ্ছ, সাধারণ ও মান্য প্রয়োগে বর্ত্তমানে তিন পুরুষে **নাই**। অতীতে—ছিলাম না ইত্যাদি।

অনুজ্ঞা বা আদেশ ভাবের প্রয়োগ
(Uses of the Imperative Mood)

৩০৭। আদেশ ভাবের প্রয়োগ নানাবিধ অর্থে হইতে পারে। যথা,—

(১) **আদেশ**—বই পড়। বাড়ী যাও।

(২) **বিধি**— সদা সত্য কথা বলিও।

(৩) **উপদেশ**—শোক করিও না। অধ্যবসায়ী হও, কৃতকার্য্য হইবে।

(৪) **আশীর্ব্বাদ**—রাজা দীর্ঘজীবী হউন। সুখী হও।

(৫) **অনুরোধ**—আমাকে ক্ষমা কর। আসুন, মহাশয়।

(৬) **প্রার্থনা**—দয়াময় তোমার মঙ্গল করুন।

BANGODARSHAN.COM

সংশয় ভাবের প্রয়োগ
(Uses of the Subjunctive Mood)

৩০৮। ক্রিয়ার সংশয় ভাবের দ্বারা **ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, কার্য্যের কারণ,** বা **সংশয়** বুঝায়।

(ক) **ইচ্ছা**—আহা! যদি সে এখন **আসিত**। সে যে'ন কখনও সুখী না **হয়**।

(খ) **উদ্দেশ্য**—চেষ্টা কর যে'ন তুমি পরীক্ষায় প্রথম **হও**। পাছে **হারাইয়া যায়**, এই জন্য তোমার বইখানি সাবধানে রাখিয়াছি।

(গ) **কার্য্যের কারণ**—যদি তুমি লণ্ডনে যাও, তবে অনেক আশ্চর্য্য জিনিস দেখিবে। যদি তুমি ব্যায়াম **করিতে**, তবে বলবান্ হইতে। যদি সে এখন **আসে**, তবে কত আনন্দ হয়!

(ঘ) **সংশয়**—যদি সে অন্যায় **করিয়া থাকে**, তবে অবশ্য জানিয়া শুনিয়া করে নাই। সে ইহা করিলেও, **করিতে পারে**। সে ইহা **করিয়া থাকিবে**। সে না **যাউক**, তুমি যাইও। যদি বৃষ্টি **হয়**, তবে আমি বে'ড়াইতে যাইব না।

ক্রিয়া-বিভক্তির বিশেষ প্রয়োগ
(Special Uses of the Verbal affixes)

৩০৯। **নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান** নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।—

(ক) অতীত বর্ণনা-স্থলে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান বসে। যথা,—হযরত

BANGODARSHAN.COM

মুহম্মদ মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ **করেন** এবং মদীনা নগরীতে পরলোক গমন **করেন**।

(খ) "যখন" শব্দযোগে অতীত কালের নির্দ্দিষ্ট সময় (point of time) বুঝায়। যথা,—যখন তিনি আমাকে **ডাকেন**, তখন আমি ঘরে ছিলাম না।

(গ) সংশয় ভাবে ভবিষ্যৎ কালে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানের বিভক্তি বসে। যথা,—যদি তাহাকে **পাও**, আমার পত্রখানা দিও। দেখিও যে'ন বিপদে না **পড়**। পাছে অসুখ **হয়**, এই জন্য তিনি বেশী খাইলেন না।

(ঘ) ভবিষ্যৎ-সামীপ্যে (near future) নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান বসে। যথা,—অনেকক্ষণ এখানে আছি; এখন আমি **উঠি**! আঃ! আপদ্ গেলেই **বাঁচি**।

(ঙ) অনদ্যতন ও পরোক্ষ অতীতের নিষেধার্থে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানের সহিত "নাই" যোগ হয়। যথা,—তুমি তাহাকে দেখিয়াছ? না; আমি **দেখি** নাই। তুমি কি সেখানে গিয়াছিলে? না; আমি **যাই** নাই।

৩১০। অতীত কালে যাহা হইতেছিল, শেষ হয় নাই, তাহার বর্ণনায় **বিশুদ্ধ বর্ত্তমানের** প্রয়োগ হয়। যথা,—আমি সেখানে গিয়া দেখিলাম সে কাঁদিতেছে।

৩১১। অতীত ইতিহাস বর্ণনা করিতে পরোক্ষ অতীত স্থলে **অদ্যতন অতীতের** প্রয়োগ হয়। যথা, শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর গৃহেই বাসস্থান স্থির **করিলেন**। একদা রাত্রিযোগে শিবাজী তাঁহাকে আক্রমণ **করিলেন**। শায়েস্তা খাঁ কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন **করিলেন**। (এই কয় স্থানে "করিয়াছিলেন" স্থলে "করিলেন" ব্যবহৃত হইয়াছে।)

৩১২। ভবিষ্যৎ-সামীপ্যে নিশ্চয়ার্থে **অদ্যতন অতীত** বসে। যথা,—একটু দাঁড়াও; সে এই **এল** আর কি। (এখানে "এল" স্থলে "আসে" ব্যবহৃত হইলে ভবিষ্যৎ-সামীপ্য বুঝাইবে, কিন্তু নিশ্চয় অর্থ হইবে না।)

৩১৩। সংশয় ভাবে অনির্দ্দিষ্ট অতীত কাল বুঝাইতে নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ব্যবহৃত হয়। যথা,—"আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন **হইতাম**, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না।" (বঙ্কিমচন্দ্র)।

৩১৪। সংশয় ভাবের অতীতের সহিত ব্যবহৃত নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ভবিষ্যৎ-সামীপ্য (near future) অর্থ সূচনা করে। যথা,—যদি আমি তাহার ঠিকানা জানিতাম, তবে এখনই একটী পত্র লিখিতাম।

৩১৫। আদেশ ভাবে ভবিষ্যৎ ব্যবহৃত হয়। যথা,—সদা সত্য কথা **বলিবে**। (এখানে "বলিবে" স্থলে "বলিও" ব্যবহৃত হইতে পারে।)

৩১৬। প্রশ্নে অতীত কালে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের প্রয়োগ হয়। যথা,—সে বোকা না হইলে এমন কাজ করিবে কে'ন?

৩১৭। "থাক্" ধাতুর সংশয় ভাবে অতীত কালে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের প্রয়োগ হয়। যথা,—তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে সে সে চুরি করিয়া থাকিবে।

অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ
(Uses of the Participle)

৩১৮। (ক) অনন্তর অর্থে ধাতুর উত্তর **ইয়া** প্রত্যয় হয়। যথা,—সে **হাসিয়া** বলিল অর্থাৎ সে হাসিল, অনন্তর বলিল।

(খ) হেতু অর্থেও অতীত ক্রিয়ায় **ইয়া** প্রত্যয় হয়। যথা,—

বেশী **খাইয়া** তাহার উদরাময় হইয়াছে। পথ **হাঁটিয়া** সে পরিশ্রান্ত হইয়াছে। "খাইয়া" অর্থাৎ খাওয়া হেতু। হাঁটিয়া অর্থাৎ হাঁটা হেতু।

(গ) কখনও কখনও ইয়া-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—

সে খোঁড়াইয়া হাঁটে। চেঁচাইয়া বল। তাহার নাম ধরিয়া ডাক।

(ঘ) একটী বাক্যে ইয়া-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সমাপিকা ক্রিয়া একই কর্ত্তার বা পৃথক্ কর্ত্তার সহিত অন্বিত হইতে পারে। যথা,—

আমি আসিয়া দেখিলাম। বৃষ্টি হইয়া দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। এই শেষ বাক্যে দুইটি পৃথক্ কর্ত্তা আছে।

টীকা। খাইয়া ফে'লা, হাসিয়া উঠা, বলিয়া দেওয়া প্রভৃতি প্রয়োগে ক্রিয়াদ্বয় মিলিয়া একটী মিশ্র ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

দ্রষ্টব্য। "রামের চেয়ে শ্যাম ভাল", "ঘর থেকে বাহিরে এস" ইত্যাদি বাক্যে "চেয়ে" "থেকে" অসমাপিকার কথিত ভাষার রূপ হইলেও বস্তুতঃ অব্যয়। এইরূপ "সে আসিবে বলিয়া আমি প্রতীক্ষা করিতেছি", "কি বলিয়া তুমি এমন কাজ করিলে?" "ছুরী দিয়া কাট","তাহাকে দিয়া কোন কাজ হয় না","তিনি নৌকা করিয়া আসিয়াছেন", "তাহার লাগিয়া আমার প্রাণ কে'মন করে", ইত্যাদি বাক্যে "বলিয়া", "দিয়া", "করিয়া", "লাগিয়া" পদগুলি অব্যয়।

৩১৯। (ক) নিমিত্ত-অর্থে ধাতুর উত্তর —**ইতে** প্রত্যয় হয়। যথা,—তিনি প্যারিসে পড়িতে গিয়াছেন। তুমি কি করিতে আসিয়াছ?

(খ) সাতত্য (continuity), সামর্থ্য (potentiality), বিধি (propriety), সমকালতা (contemporaneity), আবশ্যকতা (necessity), ইচ্ছা (desire), আদেশ (order), প্রভৃতি বুঝাইতে —**ইতে** প্রত্যয় হয়। যথা,—

BANGODARSHAN.COM

সাতত্য—সে **দেখিতে** লাগিল। সামর্থ্য—আমি **করিতে** পারি। সে **খাইতে** মজবুত। বিধি—গত বিষয়ের জন্য শোক **করিতে** নাই। এমন কথা কি **বলিতে** আছে? সমকালতা—সে **ডাকিতেই** আমি উত্তর দিলাম। আবশ্যকতা—আমাকে এখন **পড়িতে** হইবে। ইচ্ছা—আমরা **বাঁচিতে** চাই। আদেশ—তাহাকে **বলিতে** দাও।

(গ) কর্ম্ম-অর্থে —**ইতে** প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,—

সে খেলিতে ভালবাসে; খেলিতে অর্থাৎ খে'লা কর্ম্ম করিতে। আমি পড়িতে ভালবাসি অর্থাৎ পঠন কার্য্য করিতে।

(ঘ) কখনও কখনও —**ইতে** প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—

প্রত্যেক জীবকে **মরিতে** হইবে। এখানে "মরিতে" পদ "হইবে" ক্রিয়া-পদের কর্ত্তা। বালকটী **লিখিতে** শিখিয়াছে। এখানে "লিখিতে" পদ "শিখিয়াছে" ক্রিয়ার কর্ম্ম।

(ঙ) কখনও কখনও —**ইতে** প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—

আমি ছেলেটাকে **কাঁদিতে** দেখিয়াছি। সে **হাসিতে হাসিতে** যাইতেছে।

(চ) একটী বাক্যে —ইতে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সমাপিকা ক্রিয়া এক কিংবা পৃথক্ কর্ত্তার সহিত অন্বিত হইতে পারে। যথা,—

সূর্য্য **উঠিতেই** আমরা রওয়ানা হইলাম। **দেখিতে দেখিতে** অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

দ্রষ্টব্য। "তিনি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন', 'রামের চাইতে রহীম ভাল,'' ইত্যাদি বাক্যে "হইতে", "চাইতে" অব্যয় পদ।

BANGODARSHAN.COM

৩২০। (ক) অনন্তর ও ভিন্ন-কর্ত্তৃক ধাতুতে —**ইলে** প্রত্যয় হয়। যথা,—

সে **খাইলে**, আমি খাইব অর্থাৎ সে খাইবে, অনন্তর আমি খাইব। এখানে "খাইলে" এবং "খাইব" এই দুই ক্রিয়ার কর্ত্তা বিভিন্ন।

(খ) যে অনুক্তকর্ত্তৃক বর্ত্তমান ক্রিয়া অন্য ক্রিয়ার কারণ তাহা —ইলে প্রত্যয়ান্ত হয়। যথা,—

জলে **ভিজিলে** সর্দ্দি হয়। এখানে "ভিজিলে" নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান কালের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ইহার কর্ত্তা অনুক্ত।

দ্রষ্টব্য। জলে ভিজিয়া তাহার সর্দ্দি হইয়াছে। এখানে "ভিজিয়া" অতীত কালের অর্থে প্রযুক্ত এবং "তাহার" পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত।

(গ) ক্রিয়ার সংশয় ভাব বুঝাইলে ধাতুর উত্তর —ইলে প্রত্যয় হয়। যথা,—

পাখীর মত ডানা **থাকিলে**, এখনই উড়িয়া সেখানে যাইতাম। "থাকিলে" অর্থাৎ যদি **থাকিত**।

মিশ্র ক্রিয়া

(Compound Verbs)

৩২১ (১) এ'মন আর **দে'খা যায়** না।

(২) সে **কাঁদিয়া উঠিল**।

(৩) সে **খাইতে লাগিল**।

এই তিন বাক্যে "দে'খা", "কাঁদিয়া", এবং "খাইতে" প্রধান ক্রিয়া-পদ তিনটী যথাক্রমে সহকারী ক্রিয়া "যায়", "উঠিল" এবং "লাগিল"

পদের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দুইয়েই মিশ্রিত ভাবে প্রধান ক্রিয়াপদের এক বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এইজন্য **"দেখা যায়", "কাঁদিয়া উঠিল"** এবং **"খাইতে লাগিল"** তিনটী মিশ্র ক্রিয়াপদ। অতএব

কখনও কখনও -আ, -ইয়া বা -ইতে প্রত্যয়ান্ত একটী প্রধান ক্রিয়া-পদ অন্য একটী সহকারী ক্রিয়াপদের সহিত ব্যবহৃত হইয়া উভয়ে মিশ্রিত ভাবে প্রধান ক্রিয়াপদের এক বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপে মিশ্রিত ক্রিয়া-পদকে **মিশ্র ক্রিয়া** বলে।

৩২২। নিম্নে কতকগুলি সহকারী ক্রিয়াপদ এবং তাহাদ্বারা মিশ্র ক্রিয়ার প্রধান ক্রিয়াপদের যে বিশেষ অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহা প্রদত্ত হইতেছে।—

(ক) **যাওয়া**—

(১) ক্রিয়ার সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি বুঝায়। যথা,—ওষধি ফল পাকিলে মরিয়া যায়। তাহার বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয় গিয়াছে। সে হঠাৎ পড়িয়া গে'ল।

(২) ক্রিয়ার অবিরাম অর্থ বুঝায়। যথা,—তুমি বলিয়া যাও। সে এ'কমনে কত কি লিখিয়া যাইতেছে

(৩) ক্রিয়ার ক্রমশঃ সম্পন্ন হওয়া বুঝায়। যথা —বার্দ্ধক্যে শরীরের বল কমিয়া যায়। ছেলেটী কে'ন এ'মন রোগা হইয়া যাইতেছে ?

(৪) ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সহিত ক্রিয়ার শক্যতা, সম্ভাবনা, নিষ্পত্তি অর্থ প্রকাশ করে। যথা,—এরূপ দুঃখ-কষ্টে কত দিন বাঁচা যায় ? দে'খা যাইবে সে পরীক্ষায় কি করে। আঃ! বাচা গে'ল।

দ্রষ্টব্য। ক্রিয়া-বাচক বিশেষণের সহিত সহকারী ক্রিয়া -যোগে কর্ম্মবাচ্য বা ভাববাচ্য প্রস্তুত হয়।

BANGODARSHAN.COM

(খ) **লওয়া**—

-ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের সহিত ক্রিয়ার অবিরাম অর্থ বুঝায়। যথা,—ছেলেটী হাসিতে লাগিল।

(গ) **পারা**—

-ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের সহিত শক্যতা অর্থ প্রকাশ করে। যথা,—আমি এক মণ ভার তুলিতে পারি।

(ঘ) **দেওয়া**—

(১) অনুমতি অর্থে; যথা,—তাহাকে যাইতে দাও।

(২) ক্রিয়ার সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি অর্থে; যথা,—রাজা বন্দীকে ছাড়িয়া দিলেন।

(ঙ) **ফে'লা**—

সাধারণতঃ সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়ার সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি বুঝায়। যথা,—সে এ'কাই পাঁচ সের সন্দেশ খাইয়া ফেলিল। ছেলেটী আমার কথায় হাসিয়া ফেলিল।

(চ) **তুলা**—

ক্রমশঃ কার্য্য-সমাপ্তি বুঝায়। যথা,—সে কষ্ট করিয়া বাগানটী সাজাইয়া তুলিয়াছে। তুমি তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছ।

(ছ) **উঠা**—

(১) ক্রিয়ার ক্রমশঃ পরিণতি বুঝায়। যথা,—মেয়েটী বড় হইয়া উঠিয়াছে।

(২) সহসা অর্থে; যথা,—সে আমার কথায় রাগিয়া উঠিল।

(৩) সম্ভাবনা অর্থে; যথা,—তাহার যাওয়া হইয়া উঠিল না।

(জ) **পড়া—**

(১) অকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত সহসা অর্থে; যথা,—সে উঠিয়া পড়িল। অনেক লোক আসিয়া পড়িল।

(২) ক্রমশঃ পরিণতি বুঝায়। যথা,—তিনি এ'খন গরীব হইয়া পড়িয়াছেন। ছেলেটী ঘুমাইয়া পড়িল।

(৩) নিশ্চয় অর্থে; যথা,—তাহার জীবনধারণ কঠিন হইয়া পড়িবে।

(৪) -আ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়ার নিষ্পত্তি অর্থে কর্ম্ম-বাচ্য বা ভাববাচ্য হয়। যথা,—চোর ধরা পড়িবে।

(ঝ) **বসা—**

সহসা অর্থে; যথা,—সে বলিয়া বসিল, "এক শত টাকা না পাইলে আমি কিছুতেই ছাড়িব না।"

(ঞ) **আসা—**

ক্রিয়ার অবিরাম অর্থ বুঝায়। যথা,—সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল।

(ট) **লওয়া—**

স্বয়ং কার্য্য সম্পাদন অর্থে; যথা,—শীঘ্র খাইয়া লও। চলিত বাঙ্গালায়—এইটে এ'খন নিয়ে নে'ও।

(ঠ) **থাকা—**

(১) -ইতে প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত কার্য্যের অবিরাম অর্থ বুঝায়। যথা,—তুমি খাইতে থাক।

(২) -ইয়া প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সংশয় ভাব বা কার্য্যের অবিরাম অর্থ বুঝায়। যথা,—যদি সে করিয়া থাকে। সে বলিয়া থাকে। সে বলিয়া থাকিবে।

BANGODARSHAN.COM

(ড) **লাগা—**

-ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার সহিত অবিরাম অর্থ বুঝায়। যথা,—সে বলিতে লাগিল।

প্রযোজক ক্রিয়া (Causative Verbs)

৩২৩। "রাম হাসে"। এখানে হাসা কার্য্যটী রাম নিজে ক'রতেছে। "রশীদ রামকে হাসাইতেছে," এই বাক্যে রশীদ হাসা কার্যটী নিজে করিতেছে না, কিন্তু রামকে দিয়া করাইতেছে। এখানে "হাসাইতেছে" প্রযোজক ক্রিয়া, "রশীদ" প্রযোজক কর্ত্তা এবং "রাম" প্রযোজ্য কর্ত্তা। প্রযোজ্য কর্ত্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি "কে" যোগ হয়।

কোন কার্য্য নিজে না করিয়া অন্যের দ্বারা করান হইলে, ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া (Causative Verb) বলে।

প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতুকে প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত (ণিচ্ অন্ত) ধাতু বলে।

২২৪। বাঙ্গালা ভাষায় নিম্নলিখিত প্রত্যয় যোগে প্রযোজক ধাতু গঠিত হয়;—

(১) ধাতুর শেষে যোগ

আ—দে'খ্—দে'খা; দে'খায়, দে'খাইল ইত্যাদি।

ওয়া—যা—যাওয়া—যাওয়ায়, যাওয়াইব ইত্যাদি।

হসন্ত ধাতুর উত্তর "আ" এবং স্বরান্ত ধাতুর উত্তর "ওয়া" বিভক্তি হয়।

(২) ধাতুর আদিস্থিত অ স্থানে আ,

জ্বল্—জ্বাল্; জ্বালে, জ্বালিল ইত্যাদি।

চল্—চাল্; চালে, চালিল ইত্যাদি।

(৩) দ্বিতীয় প্রকারের প্রযোজক ধাতুর পুনরায় প্রযোজক রূপ হয়। যথা,—

ফল পড়ে, সে ফল পাড়ে, সে ফল পাড়ায়।

বাতি জ্বলে, সে বাতি জ্বালে, সে বাতি জ্বালায়।

২২৫। **অকর্ম্মক ক্রিয়া প্রযোজক রূপে সকর্ম্মক হয়** যথা,—মা ছেলেকে শোওয়াইয়াছেন।

২২৬। **সকর্ম্মক ক্রিয়া প্রযোজক রূপে দ্বিকর্ম্মক হয়।** যথা,—মা ছেলেকে ভাত খাওয়াইতেছেন।

২২৭। **প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতুরূপ করা ধাতু, সাধু ভাষা**

নির্দ্দেশ ভাব।

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	করাই	করা'স্	করাও	করায়	করান
বিশুদ্ধ বর্ত্তমান	করাই-তেছি	করাই-তেছিস্	করাই-তেছ	করাই-তেছে	করাই-তেছেন
অনদ্যতন অতীত	করাই-য়াছি	করাই-য়াছিস্	করাই-য়াছ	করাই-য়াছে	করাই-য়াছেন
অদ্যতন "	করাইলাম	করাইলি	করাইলে	করাইল	করাইলেন

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
পরোক্ষ অতীত	করাইয়াছিলাম	করাইয়াছিলি	করাইয়াছিলে	করাইয়াছিল	করাইয়াছিলেন
অসম্পন্ন "	করাইতেছিলাম	করাইতেছিলি	করাইতেছিলে	করাইতেছিল	করাইতেছিলেন
নিত্যপ্রবৃত্ত "	করাইতাম	করাইতিস্	করাইতে	করাইত	করাইতেন
ভবিষ্যৎ	করাইব	করাইবি	করাইবে	করাইবে	করাইবেন

আদেশ ভাব

বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ	করা	করাও	করা'ক	করা'ন

কথ্য ভাষা

বিশুদ্ধ বর্ত্তমান	করাচ্ছি	করাচ্ছিস্	করাচ্ছ	করাচ্ছে	করাচ্ছেন
অনদ্যতন অতীত	করিয়েছি	করিয়েছিস	করিয়েছ	করিয়েছে	করিয়েছেন
অদ্যতন "	করালাম	করালি	করালে	করালে	করালেন
পরোক্ষ "	করিয়েছিলাম	করিয়েছিলি	করিয়েছিলে	করিয়েছিল	করিয়েছিলেন
অসম্পন্ন "	করাচ্ছিলাম	করাচ্ছিলি	করাচ্ছিলে	করাচ্ছিল	করাচ্ছিলেন
নিত্যপ্রবৃত্ত "	করাতাম	করাতিস্	করাতে	করাত	করাতেন
ভবিষ্যৎ "	করাব	করাবি	করাবে	করাবে	করাবেন
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা		করাক্	করায়ো		

অদ্যকালে সাধুভাষার ন্যায়। উত্তমপুরুষে -লাম, -তাম স্থানে বিকল্পে -লুম, -তুম বা -লেম, -তেম হয়।

BANGODARSHAN.COM

সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ক্রিয়া

(Transitive and Intransitive Verbs)

৩২৮। নিম্নলিখিত দুইটী বাক্য লক্ষ্য কর—

(১) যদু গিয়াছে।

(২) বশীর ভাত খাইয়াছে।

প্রথম বাক্যে "গিয়াছে" ক্রিয়ার কোন কর্ম্ম নাই। দ্বিতীয় বাক্যে "খাইয়াছে" ক্রিয়ার কর্ম্ম "ভাত"। "গিয়াছে" অকর্ম্মক ক্রিয়া, "খাইয়াছে" সকর্ম্মক ক্রিয়া।

ক। **যে ক্রিয়ার কোন কর্ম্ম নাই, তাহা অকর্ম্মক (Intransitive)।**

খ। **যে ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে, তাহা সকর্ম্মক (Transitive)।**

গ। **ক্রিয়া অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক ভেদে দুই প্রকার।**

৩২৯। "শিক্ষক ছাত্রকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।" এই বাক্যে "জিজ্ঞাসা-করিলেন" এই মিশ্র-ক্রিয়ার কর্ম্ম (১) ছাত্রকে, (২) প্রশ্ন।

যে ক্রিয়ার দুইটী কর্ম্ম থাকে, তাহাকে দ্বিকর্ম্মক বলে।

৩৩০। জিজ্ঞাসার্থক, কথনার্থক ও লিখনার্থক ধাতু এবং দে (দানার্থে নহে) প্রভৃতি ধাতু দ্বিকর্ম্মক। যথা,—

মা ছেলেকে গল্প বলিতেছিলেন। তুমি আমাকে পত্র লিখিও।

BANGODARSHAN.COM

গৃহস্থ ধোপাকে কাপড় দিতেছে। বিচারক চোরকে ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

৩৩১। **দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত যে কর্ম্ম প্রধান ভাবে অন্বিত হয়, তাহা প্রধান বা মুখ্য কর্ম্ম (Direct Object); আর যাহা অপ্রধান ভাবে অন্বিত হয়, তাহা অপ্রধান বা গৌণ কর্ম্ম (Indirect Object)।** সাধারণতঃ মুখ্য কর্ম্ম প্রাণিবাচক এবং গৌণ কর্ম্ম বস্তুবাচক হয়। যথা,—

মা ছেলেকে গল্প বলিতেছিলেন। এই বাক্যে "ছেলেকে" গৌণ কর্ম্ম এবং "গল্প" মুখ্য কর্ম্ম।

৩৩২। কখনও কখনও অকর্ম্মক ক্রিয়ার সমজাতীয় শব্দ তাহার কর্ম্ম (**Cognate Object**) হয়। যথা,—

সে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল। শিক্ষক ছাত্রটীকে বড় মার মারিয়াছেন। বিধাতা কি খে'লাই খেলিয়াছেন!

দ্রষ্টব্য। "গান গাও", "খাবার খাও" ইত্যাদি স্থলে "গান", "খাবার" সমজাতীয় কর্ম্ম নয়, কে'ননা "গা", "খা" ধাতু সকর্ম্মক।

বাচ্য-পরিবর্ত্তন (Change of Voice)

৩৩৩। (১) সে একটা ভাল কাজ করিতেছে।

(২) তাহাদ্বারা একটী ভাল কাজ করা হইতেছে।

এই দুইটী বাক্য একই মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু প্রথম বাক্যের ক্রিয়াদ্বারা কর্ত্তার বিষয় প্রধানরূপে বলা (বাচ্য) হইয়াছে। এই জন্য ইহা কর্ত্তৃবাচ্য। অতএব

(ক) যে ক্রিয়াদ্বারা কর্ত্তা প্রধানরূপে বাচ্য হয়, তাহা কর্ত্তৃবাচ্য (Active Voice)।

দ্বিতীয় বাক্যের ক্রিয়াদ্বারা কর্ম্মের বিষয় প্রধানরূপে বলা (বাচ্য) হইয়াছে। এই জন্য ইহা কর্ম্মবাচ্য। অতএব

(খ) যে ক্রিয়াদ্বারা কর্ম্ম প্রধানরূপে বাচ্য হয়, তাহা কর্ম্মবাচ্য (Passive Voice)।

৩৩৪। (১) তুমি কোথায় যাইতেছ?

(২) তোমার কোথায় যাওয়া হইতেছে?

এখানে প্রথম বাক্যটীতে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যটীতে ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ার অর্থ বা ভাব প্রধানরূপে বলা (বাচ্য) হইয়াছে। এই জন্য ইহা ভাববাচ্য। অতএব

যে ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ার ভাব প্রধানরূপে বাচ্য হয়, তাহা ভাববাচ্য।

৩৩৫। (১) রাত্রিতে বাঁশীর শব্দ ভাল শুনা যায়।

(২) রাত্রিতে বাঁশীর শব্দ ভাল শুনায়।

এই স্থলে প্রথম বাক্যটীতে কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যটীতে প্রথম বাক্যটীর ঠিক ঠিক অর্থ না বুঝাইয়া কিছু বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এখানে 'শুনায়' ক্রিয়ার কর্ম্ম "শব্দ" কোন মনুষ্য কর্ত্তার যত্ন ব্যতিরেকে স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে প্রকৃতির নিয়মানুসারে সিদ্ধ হইতেছে। এইজন্য ইহা কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য। অতএব

যে স্থলে ক্রিয়ার কর্ম্ম কোন মনুষ্য-কর্ত্তার যত্ন ব্যতিরেকে স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে সিদ্ধ হয়, তাহাকে কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য (Passive-Active Voice) বলে।

BANGODARSHAN.COM

৩৩৬। **কর্ত্তৃবাচ্যে** ক্রিয়া সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক দুইই হইতে পারে।

৩৩৭। **কর্ম্মবাচ্য** ও **কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য** কেবল সকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে গঠিত হয়।

৩৩৮। **ভাববাচ্য** কেবল অকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে গঠিত হয়।

৩৩৯। **কর্ত্তৃবাচ্যে** কর্ত্তায় প্রথমা ও কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। **কর্ম্মবাচ্যে** কর্ম্মে প্রথমা ও কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন "দ্বারা" "কর্ত্তৃক" শব্দ যুক্ত হয় এবং হওয়া, পড়া বা যাওয়া ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ প্রযুক্ত হয়। যথা,—

কর্ত্তৃবাচ্য—শিশু চন্দ্র দেখিতেছে।
কর্ম্মবাচ্য—শিশু কর্ত্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে।

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি ফুল তুলিয়াছি।
কর্ম্মবাচ্য—আমাদ্বারা (আমাকর্ত্তৃক) ফুল তোলা হইয়াছে।

কর্ত্তৃবাচ্য—চৌকিদার চোর ধরিল।
কর্ম্মবাচ্য—চৌকিদার কর্ত্তৃক চোর ধরা পড়িল।

কর্ত্তৃবাচ্য—সকলে সাধারণতঃ ইহা দে'খে।
কর্ম্মবাচ্য—সাধারণতঃ ইহা দে'খা যায়।

৩৪০। **কর্ম্মবাচ্যে প্রায় কর্ত্তা উহ্য থাকে।** যথা,—

যুদ্ধে বহুলোক নিহত হয় (শত্রুকর্ত্তৃক)। মিথ্যাবাদী সর্ব্বদা ঘৃণিত হয় (সকলের দ্বারা)। চোর ধরা পড়িয়াছে (পুলিশের দ্বারা)। কি করা হইতেছে (তোমাদ্বারা)?

৩৪১। **ভাববাচ্যে কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয় এবং হওয়া ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ প্রযুক্ত হয়।** যথা,—

{ কর্ত্তৃবাচ্য—আমি যাইতেছি।
ভাববাচ্য—আমার যাওয়া হইতেছে।

{ কর্ত্তৃবাচ্য—আমি রাত্রে শুই নাই।
ভাববাচ্য—আমার রাত্রে শোওয়া হয় নাই।

{ কর্ত্তৃবাচ্য—আমি যাইব।
ভাববাচ্য—আমার যাওয়া হইবে।

৩৪২। **কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ম্ম কর্ত্তৃরূপে ব্যবহৃত হয়।** যথা,—

আকাশে মেঘ করিয়াছে। আমার মাথা ধরিয়াছে। মোটা কাপড় শীঘ্র ছিঁড়ে না।

৩৪৩। **বাচ্য-পরিবর্ত্তনে ক্রিয়ার কাল পরিবর্ত্তিত হয় না।** যথা,—

{ কর্ত্তৃবাচ্য—আমি আম খাইয়াছি।
কর্ম্মবাচ্য—আমার (বা আমাকর্ত্তৃক) আম খাওয়া হইয়াছে।

{ কর্ম্মবাচ্য—আমি সেখানে গিয়াছিলাম।
ভাববাচ্য—আমার সেখানে যাওয়া হইয়াছিল।

৩৪৪। **বাচ্য পরিবর্ত্তনে ক্রিয়ার ভাব (Mood) পরিবর্ত্তিত হয় না।** যথা,—

{ কর্ত্তৃবাচ্য—একটী গান কর।
কর্ম্মবাচ্য—একটী গান করা হউক।

BANGODARSHAN.COM

{ কর্ত্তৃবাচ্য—সে যে'ন শীঘ্র আসে।
ভাববাচ্য—তাহার যে'ন শীঘ্র আসা হয়।

৩৪৫। **বাচ্য-পরিবর্ত্তনে বাক্যের (সরল, যৌগিক বা জটিল) প্রকারের পরিবর্ত্তন হয় না।** যথা,

{ কর্ত্তৃবাচ্য—বরং আমরা চিরদরিদ্র থাকিব, তবু চুরি করিব না।
কর্ম্মবাচ্য—বরং আমাদের চিরদরিদ্র থাকা হইবে, তবুও আমাদের (বা আমাদের কর্ত্তৃক) চুরি করা হইবে না।

{ কর্ত্তৃবাচ্য—আমি জানি তুমি কি জন্য আসিয়াছ।
কর্ম্মবাচ্য—আমার জানা আছে তোমার কি জন্য আসা হইয়াছে।

প্রশ্ন

১। ভাববাচ্য ও কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত বাক্যে ক্রিয়াগুলির বাচ্য নির্ণয় কর,—

(ক) দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল। (খ) দস্যুরাজ তখন তাঁহাকে তাহার সম্মুখে আনয়ন করিতে অনুমতি করিল। (গ) লক্ষ্মণ সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন। (ঘ) অনন্ত কালেও তাঁহার সমুদয় শুভাবহ কৌশল গণিত ও বর্ণিত হইবার নয়। (ঙ) প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সুল্‌তানাগণের অন্তঃপুর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্যগুলিকে কর্ত্তৃবাচ্যে পরিবর্ত্তিত কর এবং কর্ত্তৃবাচ্যকে যথাসম্ভব অন্য বাচ্যে পরিবর্ত্তিত কর।

উপসর্গ, ও তাহার প্রয়োগ (Prefixes And Their Uses)

৩৪৬। **প্র, পরা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ধাতুর পূর্ব্বে বসিয়া একই ধাতুর নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করে। ইহাদিগকে উপসর্গ বলে।**

সংস্কৃত উপসর্গগুলি এই—প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অনু, অব, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

কখনও কখনও একাধিক উপসর্গ একত্র ব্যবহৃত হয়। যথা—সম্প্রদান (সম্—প্র); সমভিব্যাহার (সম্—অভি—বি—আ)

সংস্কৃত ভিন্ন কতকগুলি উপসর্গ বাঙ্গালা শব্দে ব্যবহৃত হয়। যথা—বে, গর, অন, অনা, আ, হা, না, নি, লা, ব, ফি, বদ্।

দ্রষ্টব্য। অ (নঞর্থ) এবং কু এই দুইটি উপসর্গমধ্যে পরিগণিত না হইলেও বাঙ্গালা ব্যাকরণে ইহাদিগকে উপসর্গ বলিয়া গণ্য করা উচিত। "সুসময়" এই স্থানে যদি "সু" উপসর্গ হয়, তবে 'অসময়" এবং "কুসময়" এই দুই শব্দে "অ" এবং "কু" কে'ন উপসর্গ হইবে না?

৩৪৭। সংস্কৃত উপসর্গ

উপসর্গ	প্রধান অর্থ	উদাহরণ
প্র	প্রকর্ষ	প্রণাম, প্রভাত, প্রমাণ, প্রচলন।
পরা	বৈপরীত্য	পরাজিত, পরাভব।
অপ	বৈপরীত্য	অপকর্ম্ম, অপযশ, অপমান, অপকার।
সম্	সম্যক্‌রূপ	সংযম, সংস্কার, সংহার, সংযোগ।

BANGODARSHAN.COM

উপসর্গ	প্রধান অর্থ	উদাহরণ
নি	নিষেধ, নিশ্চয়	নিগূঢ়, নিচয়, নিবৃত্তি, নিগ্রহ।
অনু	পশ্চাৎ	অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুগমন।
অব	অনাদর, নিশ্চয়	অবরোধ, অবজ্ঞা, অবকাশ।
নির্	অভাব	নিরগ্নি, নিরঞ্জন, নিরালয়, নিরাশ।
দুর্	অভাব	দুর্ব্বল, দুর্ভাগ্য, দুর্ম্মতি, দুর্ব্বিনীত।
বি	বিশেষ, বৈপরীত্য	বিদীর্ণ, বিনাশ, বিনম্র, বিস্মৃতি, বিবর্ণ।
অধি	আধিপত্য	অধিরাজ, অধিকার, অধিষ্ঠান, অধিপতি।
সু	উত্তম	সুকর, সুকর্ম্মা, সুগন্ধ, সুনয়ন।
উৎ	ঊর্দ্ধ	উৎপাটন, উৎসর্জ্জন, উৎক্ষেপ, উৎপতিত।
পরি	আতিশয্য	পরিপক্ক, পরিপূর্ণ, পরিত্যাগ, পরিশুষ্ক।
প্রতি	সাদৃশ্য, বীপ্সা	প্রতিধ্বনি, প্রতিদান, প্রতিনিধি, প্রতিদিন
অভি	সর্ব্বতোভাব	অভিভক্ত, অভিনব, অভিনিবিষ্ট, অভ্যাস।
অতি	আতিশয্য	অতিগন্ধ, অতিদান, অতিবৃষ্টি অতিভক্তি।
অপি	সমুচ্চয়	অপিধান।
উপ	সামীপ্য	উপকূল, উপনীত, উপপদ।
আ	ঈষৎ, অবধি	আরক্ত, আভাষ, আসমুদ্র, আকর্ণ।

উপসর্গের সহিত কয়েকটী ধাতু ঃ—

কৃ ধাতু (করা) প্রকার, অপকার, সংস্কার, বিকার, অধিকার, প্রতিকার, উপকার, আকার।

লপ্ ধাতু (বলা) প্রলাপ, অপলাপ, বিলাপ, আলাপ।

দা ধাতু (দেওয়া) প্রদান, সম্প্রদান, আদান, প্রতিদান, অপাদান, উপাদান, নিদান।

৩৪৮। বাঙ্গালা উপসর্গ

উপসর্গ	প্রধান অর্থ	উদাহরণ
বে	বিপরীত	বেচাল, বেতাল, বেহাল, বেসামাল।
গর	”	গরমিল, গরহাজির।
অন্	অভাব	অনসেলাই।
অনা	”	অনাবৃষ্টি, অনাসৃষ্টি, অনামুখো।
আ	”	আলুনি, আদেখা, আকাল, আকাড়া।
হা	”	হাভাত, হাঘরে।
না	”	নামঞ্জুর, নাচার।
নি	”	নিখুঁত, নিভাঁজ।
লা	”	লাওয়ারিশ, লাখেরাজ, লাদাবি।
ব	সহিত	বমাল, বকলম, বনাম।
ফি	প্রত্যেক	ফি-সন, ফি-মণ, ফি-রোজ।
বদ	মন্দ	বদ্‌রাগী, বদ্‌হজম, বদ্‌নাম।

উদাহরণ

দেশে অনাবৃষ্টি হওয়ায় আকাল হইয়াছে। তাহার দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে। সে অত্যন্ত বেহিসাবী লোক। চোরটা বমাল ধরা পড়িয়াছে। সেনাপতি পরাজয়ের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন। তাহার বিবর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। দুঃখীকে অবজ্ঞা করিও না। উপকারীর অপকার করা মহাপাপ। অতিভোজনে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। মেয়েটী নিখুঁত সুন্দরী।

BANGODARSHAN.COM

অব্যয়

৩৪৯। (১) নদী হইতে জল আন।

(২) তর্কী ও নর্কী একসঙ্গে খে'লা করে।

(৩) হায়! পাপীর কি দুঃখ।

প্রথম বাক্যে "হইতে" এই অব্যয়ের দ্বারা অপাদান কারক নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখানে 'হইতে' **কারক-অব্যয়**।

দ্বিতীয় বাক্যে 'ও' এই অব্যয় দ্বারা "তর্কী" "নর্কী" এই দুইটী পদ যুক্ত হইয়াছে। অতএব 'ও' **যোজক-অব্যয়**।

তৃতীয় বাক্যে "হায়" এই অব্যয়টী বাক্য হইতে পৃথক্ একাকী বসিয়াছে। ইহা **একক-অব্যয়**। অতএব

অব্যয়গুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) **কারক-অব্যয়**, (২) **যোজক-অব্যয়**, (৩) **একক-অব্যয়**।

৩৫০। **যে অব্যয়গুলি দ্বারা কারক সূচিত হয়, তাহাকে কারক-অব্যয় বলে।** যথা,—

গাছ **হইতে**; ছুরি **দিয়া**; আমার **চেয়ে**; বালক **দ্বারা**। এখানে "হইতে", "দিয়া", "চেয়ে", "দ্বারা" এই চারিটী কারক-অব্যয়।

৩৫১। **যে অব্যয় দুইটী পদ বা বাক্যকে যুক্ত করে, তাহাকে যোজক-অব্যয় বলে।**

৩৫২। "যদু-বাবুর বড় ছেলে চাকরী করে এবং ছোটটী স্কুলে পড়ে"। এই বাক্যে "এবং" যোজক-অব্যয়; ইহা দুইটী স্বাধীন

বাক্যকে যুক্ত করিতেছে। এইজন্য ইহাকে 'স্বাধীন যোজক-অব্যয়' বলে। "ভিখারীটী এইরূপ দে'খাইতে লাগিল যে'ন সে অত্যন্ত পীড়িত।" এখানে "যে'ন" অব্যয়; ইহা "সে অত্যন্ত পীড়িত" এই অধীন বাক্যকে "ভিখারী এরূপ দে'খাইতে লাগিল" এই বাক্যের সহিত যুক্ত করিয়াছে। ইহা 'অধীন যোজক-অব্যয়'। অতএব

যোজক-অব্যয়গুলি 'স্বাধীন যোজক-অব্যয়' এবং 'অধীন যোজক-অব্যয়' ভেদে দুই প্রকার।

৩৫৩। স্বাধীন যোজক-অব্যয়কে এই চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়:—

(১) **যাহা দুইটী বাক্যকে সংযুক্ত করে, তাহাকে সংযোজক অব্যয় বলে।** যে'মন—রাম **এবং** যদু বাড়ী গিয়াছে। সংযোজক অব্যয়গুলি এই—এবং, ও, আর।

(২) **যাহা দুইটী বাক্যের মধ্যে অর্থের সঙ্কোচ করে, তাহাকে সঙ্কোচক অব্যয় বলে।** যেমন—সে স্কুলে যায়; **কিন্তু** লেখাপড়ায় মন দে'য় না। সঙ্কোচক অব্যয়গুলি এই— কিন্তু, পরন্তু, বরং।

(৩) **যাহা দুইটী বাক্যের মধ্যে বিকল্প সূচনা করে, তাহাকে বিকল্পবাচক অব্যয় বলে।** যে'মন—**হয়** আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, **নয়** আমি আর পড়িব না। বিকল্পবাচক অব্যয়গুলি এই – বা, কিংবা, অথবা।

(৪) **যাহা দুইটী বাক্যের মধ্যে বসিয়া হেতু বা কারণ বুঝায়, তাহাকে হেতুবাচক অব্যয়**

BANGODARSHAN.COM

বলে। যে'মন—তিনি সৎ লোক; সুতরাং সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। হেতুবাচক অব্যয়গুলি এই— সুতরাং, কে'ননা, অতএব, যেহেতু।

৩৫৪। **অধীন যোজক-অব্যয়গুলি** নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।—

(১) **তুলনা।** যে'মন—সে **যে'মন** লম্বা, **তে'মন** আর কাহাকেও দে'খা যায় না।

(২) **কারণ।** যে'মন—আমি তাহাকে পছন্দ করি না, **যেহেতু** সে গর্ব্বিত।

(৩) **সময়।** যে'মন—**যখন** সূর্য্য উঠে, অন্ধকার দূর হইয়া যায়।

(৪) **পরিণাম।** যে'মন—**যে'মন** কষ্ট করিবে, **তে'মন** ফল পাইবে।

(৫) **বৈপরীত্য।** যে'মন—যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না।

(৬) **প্রকার।** যে'মন—দাড়াও **যে'ন** পড়িয়া যাইও না।

(৭) **কার্য্যকারণ।** যে'মন—যদি বৃষ্টি হয়, **তবে** যাইব না।

(৮) **সমানার্থে।** যে'মন আমি জানি **যে** সে চোর।

৩৫৫। **একক-অব্যয়গুলি** নানাবিধ অর্থ সূচনা করে।—

(১) আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময় ইত্যাদি **আবেগসূচক।** যথা,—বাঃ! ফলটী কি সুন্দর! **হায়!** আমার কি কষ্ট! **কি!** সে চোর?

(২) **সম্বোধন-সূচক।** যথা,—**হে, গো, লো, আয়, রে, ও, ওহে,** ইত্যাদি।

(৩) **নিশ্চয়ার্থে।** যথা,—তিনিই ইহা করিয়াছেন।

(৪) **অতিরিক্ত অর্থে।** যথা,—যদুও ইহা জানে, অর্থাৎ অন্যে ইহা জানে এবং তাহাদের অতিরিক্ত যদু ইহা জানে।

(৫) **জিজ্ঞাসা-সূচক**। যথা সে **কি** ইহা জানে?

(৬) **বাক্য পূরণে**। যথা,—তুমি ত ভাল আছ? সে **যে** কিছু খায় না। আমি জানি না **কি**।

(৭) **অনুরোধার্থে**। যথা,—আমাদের কিছু দাও **না**।

(৮) **অনুকারক অব্যয়**। যথা,—**টস্‌টস্, টগ্‌বগ্, ধুপধাপ, কুল্‌কুল্, শন্‌শন্** ইত্যাদি।

ইহা ভিন্ন আরও অনেক অর্থে একক অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন

(ক) তিনটী করিয়া উদাহরণ দাও :—

(১) সংযোজক অব্যয়; (২) সঙ্কোচক অব্যয়; (৩) কারক-অব্যয়; (৪) একক-অব্যয়।

(খ) অধীন যোজক অব্যয়গুলির প্রয়োগ দেখাইয়া পাঁচটী বাক্য রচনা কর।

(গ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রত্যেকটী লইয়া কতকগুলি বাক্য রচনা কর।—অধিকন্তু, নচেৎ, সুতরাং, তাই।

(ঘ) বাক্যরচনা দ্বারা একক-অব্যয়ের নানাবিধ প্রয়োগের উদাহরণ দাও।

BANGODARSHAN.COM

বিভিন্ন পদরূপে একই শব্দের ব্যবহার
(Use of the Same Words as Different Parts of Speech.)

৩৫৬। একই শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি বিবিধ পদরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আপন—

বিশেষ্য—আপন চেয়ে পর ভাল।

বিশেষণ—আপন ভাল পাগলেও বুঝে।

ভাল—

বিশেষ্য—তিনি আমার ভাল করিবেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

বিশেষণ—ভাল ছেলে কাহাকেও গালি দে'য় না।

ক্রিয়া-বিশেষণ—এই ঘোড়াটা ভাল দৌড়াইতে পারে!

বৃদ্ধ—

বিশেষ্য—বৃদ্ধকে সম্মান করা উচিত।

বিশেষণ—বৃদ্ধ লোকটিকে একটু জল দাও।

মন্দ—

বিশেষ্য—অসৎ ব্যক্তি পরের মন্দ কামনা করে।

বিশেষণ—মন্দ বালক ছুটাছুটি করিয়া বে'ড়ায়।

ক্রিয়া-বিশেষণ—আজকাল তাহার অবস্থা মন্দ যাইতেছে।

ঘন—

বিশেষণ—ঘন দুধ খাইতে সুস্বাদু।

ক্রিয়া-বিশেষণ—সে ঘন ঘন ডাকিতে লাগিল।

কুশল—

বিশেষ্য—মাতাপিতা সন্তানের কুশল কামনা করেন।

বিশেষণ—তিনি রাজনীতিতে কুশল।

সাধু—

বিশেষ্য—সাধুগণ সর্ব্বদা পরের উপকার করিয়া থাকেন।

বিশেষণ—তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

অব্যয়—তাঁহার কথা শুনিয়া সভা মধ্যে "সাধু" "সাধু" রব উঠিল।

পড়া—

বিশেষ্য—সে প্রত্যহ তাহার পড়া শিখে।

বিশেষণ—পড়া বই বার বার পড়িতে ভাল লাগে না।

নীল—

বিশেষ্য—আজকাল নীলের চাষ উঠিয়া গিয়াছে।

বিশেষণ—নীল আকাশে চাঁদ শোভা পাইতেছে।

প্রশ্ন

নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বিভিন্ন পদে ব্যবহার কর :—

টান, শেষ, ভাল, গত, অল্প, দে'খা, পোষা, মিথ্যা।

পদপরিচয় (Parsing)

৩৫৭। প্রথমে পদটী বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া, কিংবা অব্যয় তাহা বলিবে।

৩৫৮। বিশেষ্য হইলে (ক) তাহা ব্যক্তি, জাতি, দ্রব্য, গুণ কিংবা ক্রিয়াবাচক তাহা বলিবে। (খ) তৎপরে কি লিঙ্গ তাহা বলিবে।

BANGODARSHAN.COM

(গ) তৎপরে কোন্ পুরুষ, (ঘ) তৎপরে কি বচন, (ঙ) তৎপরে কি কারক বা পদ বলিবে। (চ) তৎপরে কাহার সহিত অন্বিত তাহা বলিবে।

৩৫৯। বিশেষণ হইলে (ক) তাহা গুণবাচক, অবস্থাবাচক, সংখ্যাবাচক কিংবা ক্রিয়াবাচক তাহা বলিবে। (খ) তৎপরে বিশেষ্যের বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ কিংবা বিধেয় বিশেষণ তাহা বলিবে। (গ) তৎপরে কাহাকে বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছে তাহা বলিবে। (ঘ) তৎপরে কি লিঙ্গ বলিবে।

৩৬০। সর্ব্বনামগুলি কখনও বিশেষ্য-রূপে এবং কখনও বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য হইলে উহা কাহার পরিবর্ত্তে বসিয়াছে বলিবে। তৎপরে বিশেষ্যের ন্যায় পদ-পরিচয় দিবে। বিশেষণ হইলে কাহার বিশেষণ তাহা বলিবে।

৩৬১। ক্রিয়া পদ হইলে (ক) উহা সমাপিকা কি অসমাপিকা বলিবে। (খ) তৎপরে অকর্ম্মক, সকর্ম্মক কি দ্বিকর্ম্মক বলিবে। সকর্ম্মক হইলে কর্ম্ম কি বলিবে। দ্বিকর্ম্মক হইলে গৌণ কর্ম্ম ও মুখ্য কর্ম্ম কি তাহা বলিবে। (গ) তৎপরে ভাব, (ঘ) কাল, (ঙ) পুরুষ, (চ) বচন ও (ছ) কাহার সহিত অন্বিত তাহা বলিবে। অসমাপিকা ক্রিয়ার কাল ও ভাব নাই।

৩৬২। অব্যয় হইলে তাহা যোজক-অব্যয় (Conjunction) কি কারক-অবয় (Case-affix) কি একক-অব্যয় (Particles or Interjections) তাহা বলিবে। যোজক-অব্যয় কাহাকে সংযুক্ত করিতেছে তাহা বলিবে। কারক-অব্যয় হইলে কি কারক সূচিত করিতেছে এবং কোন্ শব্দের সহিত অন্বিত তাহা বলিবে।

উদাহরণ

হে বালকগণ! তোমরা সর্ব্বদা সত্য কথা বলিও।

হে—একক অব্যয়।

বালকগণ—জাতিবাচক বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, সম্বোধন পদ।

তোমরা—সর্ব্বনাম, বালকগণ এই পদের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। পুংলিঙ্গ. মধ্যম পুরুষ, বহুবচন, কর্ত্তৃকারক, "বলিও" ক্রিয়ার কর্ত্তা।

সর্ব্বদা—ক্রিয়া-বিশেষণ, "বলিও" ক্রিয়াকে বিশেষ করিতেছে।

সত্য—গুণবাচক বিশেষণ, "কথা" এই বিশেষ্যের গুণ প্রকাশ করিতেছে। স্ত্রীলিঙ্গ।

কথা—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, এ'ক বচন, কর্ম্মকারক, "বলিও" ক্রিয়ার কর্ম্ম।

বলিও—সমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক, "কথা" ইহার কর্ম্ম, অনুজ্ঞা ভাব, ভবিষ্যৎ কাল, মধ্যম পুরুষ, বহুবচন, "তোমরা" এই কর্ত্তৃকারকের সহিত অন্বিত।

সমাস ও তাহাদের প্রয়োগ
(Compound Words and Their Uses)

৩৬৩। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত বনে গমন করিলেন—এই বাক্যের পরিবর্ত্তে রামলক্ষ্মণ সীতা-সহ বনগমন করিলেন, এইরূপ প্রয়োগও হইতে পারে। এখানে কয়েকটী অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট পদ লইয়া এক একটী পদ করা হইয়াছে।

BANGODARSHAN.COM

ক) পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা বহু পদকে লইয়া একটী পদ করার নাম সমাস।

(খ) সমাসযুক্ত পদের নাম সমস্তপদ।

(গ) যে সকল পদ লইয়া সমাস হয়, তাহাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে।

(ঘ) সমস্ত পদকে ভাঙ্গিয়া যে বাক্যাংশ করা হয়, তাহার নাম সমাসবাক্য।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যে রামলক্ষ্মণ, সীতাসহ, বনগমন, এই তিনটী সমস্তপদ। রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত, বনেগমন, এই তিনটী সমাস বাক্য। রাম-লক্ষ্মণ, এই সমস্তপদের রাম, লক্ষ্মণ এই দুইটী সমস্যমান পদ।

৩৬৪। সাধারণতঃ সমাসে শেষ পদে কারক-বিভক্তি থাকে।

৩৬৫। সমাস সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয়, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব

৩৬৬। চন্দ্র ও সূর্য্য=চন্দ্রসূর্য্য; ফল ও মূল=ফলমূল; রামকে আর লক্ষ্মণকে=রামলক্ষ্মণকে; স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে=স্বর্গমর্ত্ত্যে; স্ত্রীর, পুত্রের এবং কন্যার=স্ত্রীপুত্রকন্যার। এখানে স্বাধীন সংযোজক অব্যয়দ্বারা যুক্ত সমানবিভক্তিবিশিষ্ট দুই বা বহু পদ লইয়া সমাস করা হইয়াছে এবং সমস্তপদে প্রত্যেক সমস্যমান পদের প্রাধান্য আছে। অতএব

যে সমাসে সমানবিভক্তিবিশিষ্ট একাধিক বিশেষ্য পদ এরূপে মিলিত হয় যে প্রত্যেক সমস্যমান পদের প্রাধান্য থাকে, তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

চন্দ্রসূর্য্য, ফলমূল ইত্যাদি পদগুলি দ্বন্দ্ব সমাসদ্বারা নিষ্পন্ন। দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ যোড়া (pair)।

৩৬৭। **দ্বন্দ্ব সমাসে সাধারণতঃ অল্পস্বরবিশিষ্ট শব্দ পূর্ব্বে বসে।** যথা,—

নর-বানর, তাল-তমাল, গুরু-পুরোহিত, কীট-পতঙ্গ, গঙ্গা-যমুনা, ইত্যাদি।

৩৬৮। **গ্রন্থ-অকারান্ত শব্দ পূর্ব্বে বসে।** যথা,—

নদনদী, দাসদাসী, লালকাল, জলবায়ু, মাছমাংস, ঝড়বৃষ্টি, ডালপালা, শিবদুর্গা, সুখদুঃখ, চালচুলা, বরকন্যা, জলকাদা, চুনকালি, গোঁপদাড়ি, পাপপুণ্য, হাতপা, দেশগাঁ, দুধঘি, পিতলকাঁসা, বাপমা, বউঝি, ইত্যাদি।

৩৬৯। **সমানস্বরবিশিষ্ট দুই শব্দের মধ্যে স্বরাদি শব্দ পূর্ব্বে বসে।** যথা,—আমজাম, ইটকাঠ, উঁচুনীচু, আবুড়াখাবুড়া, আদবকায়দা, আইনকানুন, ইত্যাদি।

৩৭০। **দুইটী সমানস্বরবিশিষ্ট শব্দের মধ্যে আকারান্ত শব্দ পূর্ব্বে বসে।** যথা,—

সাদাকাল, চুনাপুঁঠি, খোকাখুকী, ছোরাছুরী, গোলাগুলি, রাজারাণী, বুড়াবুড়ী, তালাচাবি, ধুলাবালি, টাকাকড়ি, ইত্যাদি।

৩৭১। **দুইটী সমানস্বরবিশিষ্ট শব্দের মধ্যে ঊকার বা ওকার-যুক্ত শব্দ পরে বসে।** যথা,—

নাকমুখ, নখচুল, ঢেঁকিকুলা, হাতীঘোড়া, পাঁজিপুঁথি, মণিমুক্তা, আগাগোড়া, সাদাকালো, লম্বাচওড়া, কালাবোবা, কলামূলা, লাঠিসোঁটা,

BANGODARSHAN.COM

ছেলেপুলে, ঘরদোর, গাড়ীঘোড়া, কানাখোঁড়া, দে'খাশোনা, হ্যাটকোট, খে'লাধূলা, কানা ঘুষা, ইত্যাদি।

৩৭২। **দুইটী সমানস্বরবিশিষ্ট ওকারযুক্ত ও ঊকারযুক্ত শব্দের মধ্যে ঊকারযুক্ত শব্দ পরে বসে।** যথা,—চোখমুখ, সোনারূপা, ওলাউঠা।

৩৭৩। **সমানবাচক শব্দও পূর্ব্বে বসে।** যথা, দেবদৈত্য, ব্রাহ্মণশূদ্র, স্বামীস্ত্রী, পতিপত্নী, স্বর্গমর্ত্ত্য, রাজাপ্রজা, ইত্যাদি।

৩৭৪। **কোন কোন দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদের স্থান অপরিবর্ত্তনীয়।** যথা,—

পথঘাট, মুনিঋষি, লোকজন, ধনজন, খাওয়াপরা, নাচগান, লেনদেন, পিতামাতা, দয়ামায়া, ছেলেমেয়ে, মাছশাক, লালনীল, বে'চাকেনা, নাককান, আগুনজল, ননদভাজ, মোটাতাজা, গোলমাল, পশুপক্ষী, ছুরিকাঁচি, ছোটবড়, দুঃখকষ্ট, দোয়াতকলম, কুকুরবিড়াল, সরুমোটা, হাসিকান্না, হাসিঠাট্টা, খালবিল, নদীনালা, হাড়মাংস, রক্তমাংস, মাসীপিসী, ঘটীবাটী, রোগশোক, পাপতাপ, চালডাল, ইত্যাদি।

৩৭৫। বাঙ্গালা দ্বন্দ্ব সমাসে কখনও কখনও 'স্বাধীন সংযোজক অব্যয়' লোপ হয় না। ইহাকে 'অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাস' বলা যাইতে পারে। যথা,—

"তপ্ত **ধূলি ও বালুকাতে** দুই পা পুড়িয়া যাইতেছে" (বিদ্যাসাগর)। "যে আপন মঙ্গলের নিমিত্ত **স্বজাতীয় ও আত্মীয়দিগের** সর্ব্বনাশ করিতে পারে" (ঐ)।

তৎপুরুষ

৩৭৬। কালকে প্রাপ্ত = কালপ্রাপ্ত ;
বজ্রদ্বারা আহত = বজ্রাহত ;
প্রজার জন্য হিত = প্রজাহিত ;
বৃক্ষ হইতে পতিত = বৃক্ষপতিত ;
ফুলের বাগান = ফুলবাগান ;
হস্তে স্থিত = হস্তস্থিত।

উল্লিখিত সমাসে পূর্ব্বপদের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির লোপ হইয়া পর-পদের অর্থ প্রধানভাবে বুঝাইতেছে।

যে সমাসে পূর্ব্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপ হইয়া পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বুঝায়, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

৩৭৭। **পূর্ব্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ।** যথা,—

বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন। চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী। ভয়কে প্রাপ্ত = ভয়প্রাপ্ত। মাকে হারা = মা-হারা। ইত্যাদি।

৩৭৮। **পূর্ব্বপদের তৃতীয়া বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা তৃতীয়া-তৎপুরুষ।** যথা,—

ঈশ্বরদ্বারা দত্ত = ঈশ্বরদত্ত। কষ্টদ্বারা সাধ্য = কষ্টসাধ্য। ভিক্ষাদ্বারা লব্ধ = ভিক্ষালব্ধ। পদদ্বারা দলিত = পদদলিত। সুখে সেব্য = সুখসেব্য। মন দিয়া গড়া = মনগড়া। মধু দিয়া মাখা = মধুমাখা। ইত্যাদি।

BANGODARSHAN.COM

৩৭৯। **পূর্ব্বপদের চতুর্থী বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা চতুর্থী-তৎপুরুষ।** যথা,—

ব্রাহ্মণকে দেয় = ব্রাহ্মণদেয়। রণের জন্য সজ্জিত = রণ-সজ্জিত। সর্ব্বের জন্য হিত = সর্ব্বহিত, ইত্যাদি।

৩৮০। **পূর্ব্বপদে পঞ্চমী বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা পঞ্চমী-তৎপুরুষ।** যথা,—

স্বর্গ হইতে চ্যুত = স্বর্গচ্যুত। র হইতে জাত = রজাত। ব্যাঘ্র হইতে ভীত = ব্যাঘ্রভীত। সর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ = সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিলাত হইতে ফেরত = বিলাতফেরত। ইত্যাদি।

৩৮১। **পূর্ব্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা ষষ্ঠী- তৎপুরুষ।** যথা,—

নদীর জল = নদীজল। বন্ধুর গণ = বন্ধুগণ। ঠাকুরের বাড়ী = ঠাকুর-বাড়ী। ভাইয়ের পো (পুত্র) = ভাইপো। ধানের ক্ষেত = ধানক্ষেত। ঘোড়ার দৌড় = ঘোড়দৌড়। বন্ধুর সহিত = বন্ধুসহ। মাতার তুল্য = মাতৃতুল্য। ইত্যাদি।

ক। **সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে ষষ্ঠী- তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব্বপদে ঈকারান্ত (ইন্-প্রত্যয়ান্ত) পুংলিঙ্গ থাকিলে ইকারান্ত হয়, এবং তা-ভাগান্ত (তৃ-প্রত্যয়ান্ত) শব্দ থাকিলে তৃ- ভাগান্ত হয়।** যথা,—

জ্ঞানীর বৃন্দ = জ্ঞানিবৃন্দ। গুণীর গণ = গুণিগণ। পক্ষীর শাবক =

পক্ষিশাবক। স্বামীর গৃহ=স্বামিগৃহ। হস্তীর দন্ত=হস্তিদন্ত। মাতার ধন=মাতৃধন। পিতার গৃহ=পিতৃগৃহ। ভ্রাতার গণ=ভ্রাতৃগণ। ইত্যাদি। আধুনিক কোন কোন বিদ্বানের মতে বাঙ্গালা ভাষায় এই নিয়ম সকল স্থানে মানিবার প্রয়োজন নাই।

খ। **ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব্ব পদের রাজা স্থানে রাজ হয়।** যথা,—

রাজার পুরুষ=রাজপুরুষ। রাজার বাড়ী=রাজবাড়ী। রাজার রাণী=রাজরাণী। ইত্যাদি।

৩৮২। **পূর্ব্ব পদে সপ্তমী বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা সপ্তমী-তৎপুরুষ।** যথা,—

কার্য্যে কুশল=কার্য্যকুশল। রণে পটু=রণপটু। জুয়ায় চোর=জুয়াচোর। গাছে পাকা=গাছপাকা। ইত্যাদি।

৩৮৩। **তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব্বপদে না (নঞ্) অর্থবাচক অব্যয় থাকিলে, তাহাকে নঞ্-তৎপুরুষ বলে।** যথা,—

নয় ধর্ম্ম=অধর্ম্ম। নয় সুখ=অসুখ। নয় শিক্ষিত=অশিক্ষিত। নয় কেজো=অকেজো। নয় আদর=অনাদর। নয় ইচ্ছা=অনিচ্ছা। নয় এক=অনৈক্য। নয় হাজির=গরহাজির। নয় বন্দোবস্ত=বেবন্দোবস্ত। ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে পর পদের আদিতে ব্যঞ্জন বর্ণ থাকিলে অ এবং স্বরবর্ণ থাকিলে অন্ হয়। যথা,—অন্যায়, অধর্ম্ম, অনাচার, অনিচ্ছা, ইত্যাদি

BANGODARSHAN.COM

কর্ম্মধারয়

৩৮৪। পরম যে ঈশ্বর=পরমেশ্বর; পূর্ণ এমন চন্দ্র=পূর্ণচন্দ্র; এখানে বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে সমাস হইয়াছে। দয়াই গুণ=দয়াগুণ; ঢাকাই নগরী=ঢাকানগরী; এখানে একার্থবোধক দুই বিশেষ্যের মধ্যে সমাস হইয়াছে। যেই শান্ত সেই শিষ্ট=শান্তশিষ্ট; যেই মিঠা সেই কড়া=মিঠাকড়া; এখানে দুই সমানবিভক্তিযুক্ত বিশেষণের মধ্যে সমাস হইয়াছে। এই-সকল উদাহরণে দে'খা যাইতেছে যে দুইটী সমস্যমান পদ সমানাধিকরণবিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণের ন্যায় বিভক্তিযুক্ত কিংবা একার্থ-বোধক।

সমানাধিকরণ-বিশিষ্ট দুই পদের যে সমাস তাহাকে কর্ম্মধারয় সমাস বলে।

৩৮৫। **কর্ম্মধারয় সমাসে মহৎ শব্দস্থানে মহা, সখা স্থানে সখ, রাজা স্থানে রাজ আদেশ হয়।** যথা,—

মহাজন, মহারাজ, প্রিয়সখ, ইত্যাদি।

৩৮৬। **বহুব্রীহির ন্যায় কর্ম্মধারয় সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণের পুংলিঙ্গের রূপ হয়।** যথা,—

মহতী যে শক্তি=মহাশক্তি। ক্ষীণা যে দৃষ্টি=ক্ষীণদৃষ্টি। ইত্যাদি।

৩৮৭। **উপমেয়ের সহিত উপমানের কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া যেখানে উপমেয়ের অর্থের প্রাধান্য বুঝায়, তাহা উপমিত সমাস হয়।** যথা,—

মুখ (উপমেয়) চন্দ্রের (উপমান) ন্যায়=মুখচন্দ্র। পাদ (উপমেয়) পদ্মের (উপমান) ন্যায়=পাদপদ্ম। ইত্যাদি।

ক। **উপমানের সহিত সাধারণ ধর্ম্মের উপমিত সমাস হইতে পারে।** যথা,—

তুষারের (উপমান) ন্যায় ধবল (সাধারণ ধর্ম্ম) = তুষারধবল। শশের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত। ফুলের ন্যায় বাবু = ফুলবাবু। ইত্যাদি।

৩৮৮। **উপমেয়ের সহিত উপমানের কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া যেখানে উভয়ের অভেদ কল্পনা করা হয়, তাহা রূপক সমাস।** যথা,—

শোক (উপমেয়) রূপ অনল (উপমান) = শোকানল। বিদ্যা (উপমেয়) রূপ ধন (উপমান) = বিদ্যাধন। চন্দ্র (উপমান) রূপ মুখ (উপমেয়) = চন্দ্রমুখ। ইত্যাদি।

৩৮৯। **সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিয়া যে কর্ম্মধারয় সমাস হয় এবং যাহাতে সমাহার বুঝায়, তাহাকে দ্বিগু সমাস বলে।** যথা,—দ্বি গোর সমহারে ক্রীত = দ্বিগু। ত্রি জগতের সমাহার = ত্রিজগৎ। পঞ্চ নদীর সমাহার = পঞ্চনদ। চারি রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা। ইত্যাদি। এককালে অনেক বস্তুর বোধকে সমাহার বলে।

ক। **দ্বিগু সমাসে কোন কোন অকারান্ত পরপদ ঈকারান্ত হয়।** যথা,—

শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী। ত্রি লোকের সমাহার = ত্রিলোকী। পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী। ইত্যাদি।

BANGODARSHAN.COM

বহুব্রীহি

৩৯০। বহু ব্রীহি (ধান্য) আছে যাহার = বহুব্রীহি। এখানে বহুব্রীহি শব্দে অনেক ব্রীহি না বুঝাইয়া, যাহার বহু ব্রীহি আছে এমন অন্য পদার্থ অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে।

যে সমাসে দুই পদ এরূপে মিলিত হয়, যে সমস্তপদদ্বারা ঐ দুই পদের অর্থের অতিরিক্ত অন্য পদার্থকে প্রধানরূপে বুঝায়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। বহুব্রীহি শব্দটী বহুব্রীহি সমাসের একটী দৃষ্টান্ত।

৩৯১। **বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদ প্রায় বিশেষণ (Adjective) হয়। কখন কখন সংজ্ঞা (Proper Noun) হইয়া থাকে।** যথা,—

হতভাগ্য, ধর্ম্মপ্রাণ, সুশীল, জিতেন্দ্রিয়, দুর্জ্জয়, পীতাম্বর (কৃষ্ণ), দশানন (রাবণ), নীলকণ্ঠ (শিব), বীণাপাণি (সরস্বতী), ইত্যাদি।

৩৯২। **বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ প্রায়ই পূর্ব্বে বসে।** যথা,—

স্থিরচিত্ত, ক্ষুদ্রকায়, মহাত্মা, ইত্যাদি। কিন্তু মতিচ্ছন্ন, মাংসপ্রিয়, ইত্যাদি।

৩৯৩। **চলিত বাঙ্গালা ভাষায় বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ প্রায়ই পরে বসে।** যথা,—

মুখপোড়া, নাককাটা, আখমাড়া, ঘরপোড়া, পেটমোটা, গলাসরু, ইত্যাদি।

৩৯৪। **বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্ব পদ স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে, পুংলিঙ্গের ন্যায় হয়।** যথা,—

দুষ্টা মতি যাহার = দুষ্টমতি। অল্প বুদ্ধি যাহার = অল্পবুদ্ধি। ইত্যাদি।

৩৯৫। **বহুব্রীহি সমাসে শেষ পদ আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ হইলে, অকারান্ত হয়।** যথা,—

হতা আশা যাহার = হতাশ। দৃঢ়া প্রতিজ্ঞা যাহার = দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিঃ (নাই) দয়া যাহার = নির্দ্দয়। ইত্যাদি।

৩৯৬। **বহুব্রীহি সমাসে মহৎ শব্দ স্থানে মহা হয়।** যথা,—মহাশয়, মহাশক্তি, ইত্যাদি।

৩৯৭। **বহুব্রীহি সমাসে সহ, সহিত ও সমান শব্দ স্থানে "স" হয়, "স" পূর্ব্বে বসে।** যথা,—

ফলের সহিত বা ফলসহ বর্ত্তমান যাহা = সফল। সমান জাতি যাহার = সজাতি; এরূপ সদয়, সোদর; ইত্যাদি।

৩৯৮। **খাঁটি বাঙ্গালা সমাসে দুই, তিন, চারি স্থানে যথাক্রমে দো (বা দু), তে, চৌ হয়।** যথা,—দোরসা, দোমনা, দুটানা (দোটানা), দুয়ানি (দোয়ানি), তেতালা, তেচোখো, চৌমালা, চৌকাট, ইত্যাদি।

৩৯৯। **বহুব্রীহি সমাসে ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ ও ঋকারান্ত শব্দের উত্তর নিত্য ক প্রত্যয় হয়।** যথা,—

বিপত্নীক, বহুভ্রাতৃক, নদীমাতৃক, ইত্যাদি।

৪০০। **খাঁটি বাঙ্গালা বহুব্রীহি সমাসে সংখ্যা, উপসর্গ, উপমান কিংবা বিশেষণ পূর্ব্বে বসিলে বিশেষ্যের উত্তর আ, ই ঈ, উয়া (ও), ইয়া (এ) প্রত্যয় হয়।** যথা,—একতারা, বেসুরা, একগজি, অল্পবয়সী, বিড়ালচোখো, অকেজো, মেয়েমুখো, একগুঁয়ে, একঘরে, দুমেটে, ইত্যাদি।

৪০১। **বহুব্রীহি সমাস (ক) বিশেষণ ও বিশেষ্য, (খ) দুই বিশেষ্য, কিংবা (গ) উপমান ও উপমেয়-ভাবাপন্ন দুই বিশেষ্য, এইরূপ দুই পদ লইয়া সাধিত হয়।** যথা,—

(ক) পক্বকেশ, দীর্ঘবাহু, মাথাপাগল, ইত্যাদি। (খ) পাপে বুদ্ধি যাহার = পাপবুদ্ধি; শূল পাণিতে (হস্তে) যাহার = শূলপাণি (মহাদেব); ইত্যাদি। (গ) মৃগের (নয়নের) ন্যায় নয়ন যাহার = মৃগনয়ন; চন্দ্রের ন্যায় মুখ যাহার = চন্দ্রমুখ; ইত্যাদি।

যাহাকে উপমা দেওয়া হয়, তাহা উপমেয়; যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয়, তাহা উপমান। নয়ন ও মুখ উপমেয় এবং মৃগ ও চন্দ্র উপমান।

৪০২। **না-অর্থবাচক অব্যয় শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস হয়।** যথা,—

নাই সীমা যাহার = অসীম; নাই লজ্জা যাহার = নির্লজ্জ। এইরূপ আনাড়ী, বেকসুর, অবুঝ ইত্যাদি।

৪০৩। **ব্যতীহার বুঝাইলে পূর্ব্বপদে -আ প্রত্যয় এবং উত্তরপদে -ই প্রত্যয় হয়।** যথা,—কানাকানি, কোলাকুলি, হাতাহাতি, কেশাকেশি, খুনাখুনি, ইত্যাদি।

টীকা। পরস্পর একপ্রকার ক্রিয়া করার নাম ব্যতীহার।

BANGODARSHAN.COM

অব্যয়ীভাব

৪০৪। ক্ষণে ক্ষণে=প্রতিক্ষণ ; কূলের সমীপ=উপকূল ; বিঘ্নের অভাব=নির্বিঘ্ন। প্রতিক্ষণ, উপকূল, নির্বিঘ্ন—এই তিনটী সমস্তপদে অব্যয়ের সহিত সমাস হইয়াছে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে বুঝাইতেছে।

অব্যয় পদ পূর্ব্বে বসিয়া যে সমাস হয় এবং যাহাতে অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

৪০৫। **সামীপ্য, পৌনঃপুন্য (বীপ্সা), অভাব, পশ্চাৎ, অনতিক্রম, পর্য্যন্ত, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।** যথা,—

কূলের সমীপ=উপকূল ; দিনে দিনে=প্রতিদিন ; ভিক্ষার অভাব=দুর্ভিক্ষ ; পদের পশ্চাৎ ; অনুপদ ; ক্রমকে অতিক্রম না করিয়া=যথাক্রম, মরণ পর্য্যন্ত=আমরণ ; বনের সদৃশ=উপবন ; রূপের যোগ্য=অনুরূপ।

৪০৬। **বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব সমাসে অক্ষি স্থানে অক্ষ হয়।** যথা,—বিশাল অক্ষি যাহার=বিশালাক্ষ (বহুব্রীহি)।

অক্ষির সমীপ=সমক্ষ ; অক্ষির অভিমুখ=প্রত্যক্ষ ; অক্ষির অগোচর=পরোক্ষ ; ইত্যাদি।

BANGODARSHAN.COM

সমাস-পরিশিষ্ট

নিত্য-সমাস

৪০৭। **যে সমাসযুক্ত পদের নিয়মমত ব্যাস-বাক্য নাই, কেবল সমস্ত-পদটী মাত্র নিত্য ব্যবহৃত হয়, তাহাকে নিত্য-সমাস বলে।** যথা,—

বেলাকে উদ্গত=উদ্বেল ; মুখের দিকে আগত=অভিমুখ ; শৃঙ্খলাকে উৎক্রান্ত=উচ্ছৃঙ্খল ; চন্দ্রের ন্যায়=চন্দ্রনিভ।

দ্রষ্টব্য। নিত্য-সমাস কোন নির্দ্দিষ্ট সমাস নহে। যে, কোন সমাস-যাহার রীতিমত ব্যাসবাক্য নাই, নিত্য-সমাস হইতে পারে।

উপপদ সমাস

৪০৮। **ধাতুর সহিত উপপদের যে নিত্য সমাস হয়, তাহাকে উপপদ সমাস বলে।** যথা,—

স্বর্ণ করে যে=স্বর্ণকার। জলে চরে যে=জলচর। দিবা করে যে=দিবাকর। পাদদ্বারা পান করে যে=পাদপ। কাঠ ঠোকরায় যে=কাঠঠোকরা। কাদা খোঁচায় যে=কাদাখোঁচা। ধামা ধরে যে=ধামাধরা। কাঠ ফাটায় যে=কাঠফাটা (রৌদ্র)। ছেলে ধরে যে=ছেলেধরা। মন মজায় যে=মন-মজান'। মন মাতায় যে=মন-মাতান'। গা জ্বালায় যে=গাজ্বালান'। ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। যে-সকল পদের পরস্থিত ধাতুর উত্তর প্রত্যয়-যুক্ত হয়, তাহাদিগকে উপপদ বলে।

অলুক্ সমাস

৪০৯। **যে সমাসে পূর্ব্ব পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাহাকে অলুক্ সমাস বলে।** যথা,—

বনে চরে যে=বনেচর (অলুক্ উপপদ সমাস)। মনে (মনসি) জন্মে যে= মনসিজ (অলুক্ উপপদ সমাস)। যুদ্ধে (যুধি) স্থির= যুধিষ্ঠির (অলুক্ সপ্তমী- তৎপুরুষ)। ভ্রাতার (ভ্রাতুঃ) পুত্র= ভ্রাতুষ্পুত্র (অলুক্ ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। ইহা কোন স্বতন্ত্র সমাস নহে।

মধ্যপদলোপী সমাস

৪১০। **সমাস বাক্যের মধ্যপদ লোপ হইয়া সমাস হইলে, তাহাকে মধ্যপদলোপী সমাস বলে।** যথা,—

সিংহ (সিংহ-মূর্ত্তি) দ্বারা চিহ্নিত (কিংবা সিংহ-মূর্ত্তির উপর স্থাপিত) আসন=সিংহাসন। এক অধিক দশ=একাদশ। দ্বি অধিক দশ= দ্বাদশ। দুধ মিশান ভাত=দুধভাত। ঘোড়া দ্বারা চালিত গাড়ী= ঘোড়গাড়ী। জলে সিদ্ধ সাগু=জলসাগু। ইত্যাদি।

প্রশ্ন

ক। উপমিত সমাস ও রূপক সমাসের পার্থক্য দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

খ। বহুব্রীহি ও কর্ম্মধারয় সমাসের পার্থক্য উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

BANGODARSHAN.COM

গ। খাঁটি বাঙ্গালা হইতে নিত্য সমাস, অলুক্ সমাস ও মধ্যপদলোপী সমাসের চারিটী করিয়া উদাহরণ দাও।

ঘ। সমাস ও সমাসবাক্য লিখ—

রাজকার্য্য, বিপদাপন্ন, কৃতাঞ্জলি, সস্ত্রীক, অনন্ত, সুগন্ধ, অনুতাপ, জন্মান্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, জীবন্মৃত, মহাশয়, পাপমতি, নদীমাতৃক, শোকাগ্নি, নির্দ্দয়, যথাশক্তি, নরপতি, পরমাত্মা, চতুষ্পদ, উপদ্বীপ, চৌকাঠ, ফুলবাবু, শূলপাণি, দীনদরিদ্র, বৃক্ষচ্ছায়া, প্রত্যক্ষ, নবরত্ন, নিঃস্ব, পা-গাড়ী, অতিদর্প।

চ। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি একপদ কর—

কুসুমের ন্যায় কোমল; জানু পর্য্যন্ত; ত্বরার সহিত বর্ত্তমান যে; মৃতা হইয়াছে পত্নী যাহার; রাজার ভ্রাতা; মহতী শক্তি যাহার; চন্দন ও মালা; চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী; সিংহের ন্যায় রাজা; নির্গত হইয়াছে জন যাহা হইতে; ভিক্ষার অভাব; চন্দ্রের ন্যায় মুখ; ত্রি লোকের সমাহার; পিতার স্নেহ; ছেলে ধরে যে; পঙ্কে জন্মে যাহা; খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম।

শব্দযুগ্ম

(Word-Jingles)

৪২১। খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় একটী শব্দের সহিত তাহার কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত আর-একটী শব্দ বসিয়া প্রথম শব্দের অর্থের সদৃশ পদার্থ বুঝায়। এরূপ স্থলে শব্দ-যুগ্মের দ্বিতীয় শব্দকে অনুশব্দ বলা যাইতে পারে। যথা,—দুধ-টুধ, বই-টই, কাল'-কোল', ফিট-ফাট, ইত্যাদি এখানে টুধ, টই, কোল', ফাট শব্দগুলি অনুশব্দ।

৪২২। কখনও কখনও অনুশব্দ শব্দের পূর্ব্বে বসে। যথা,—

চাকণচিকণ, আঁকাবাঁকা, হাবুডুবু, আশপাশ, অলিগলি, ইত্যাদি।

৪২৩। সাধারণতঃ শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন স্থানে ট, স, ফ, ম বসিয়া অনুচর শব্দ গঠিত হয়। যথা,—

ছুরিটুরি, বোকাসোকা, বামুনফামুন, এলোমেলো।

দ্রষ্টব্য। ম- ও ফকারান্ত অনুশব্দে অবজ্ঞায় সদৃশ পদার্থ বুঝায়।

৪২৪। কখনও কখনও শব্দের আদি স্বরের পরিবর্ত্তনে অনুচর শব্দ প্রস্তুত হয়। যথা,—ঠিকঠাক, মিটমাট, টানটোন, গোলগাল, ঘুরঘাস, ডাকাডোকা, ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। এইরূপ স্থলে মূল শব্দের প্রথম অক্ষরে ই, উ, ও থাকিলে অনুশব্দে আকার যুক্ত হয় এবং মূল শব্দে আকার থাকিলে অনুশব্দে ওকার যুক্ত হয়।

BANGODARSHAN.COM

৪২৫। কখনও কখনও শব্দ-যুগ্মের দুইটী শব্দই একার্থক বা প্রায় একার্থক হয়। এরূপ স্থলে দ্বিতীয় শব্দকে সহশব্দ বলা যায়। যথা,—

ঘটীবাটি, টাকাকড়ি, লোকজন, মাথামুণ্ডু, ইত্যাদি।

৪২৬। যে স্থলে সহশব্দটী প্রথম শব্দের একার্থক, সে স্থলে উহা অর্থকে জোর দে'য়। যথা,—

ছাইভস্ম, কাজকর্ম্ম, জীবজন্তু, ভুলচুক, জাঁকজমক, বসবাস, ধরপাকড়, ভয়ডর, ইত্যাদি।

৪২৭। যে স্থলে সহশব্দটী প্রথম শব্দের সমশ্রেণীর অথচ ভিন্নার্থক, সে স্থলে উহা ইত্যাদিসূচক অনির্দ্দিষ্টতা প্রকাশ করে। যথা,—

পথঘাট, অস্ত্রশস্ত্র, খালবিল, চালচুলা, ঘরদুয়ার, কলামূলা, ইত্যাদি।

টীকা। সহশব্দবিশিষ্ট শব্দযুগ্মকে এক প্রকার বাঙ্গালা নিত্য সমাস বলা যাইতে পারে।

দ্রষ্টব্য! "ঘরে ঘরে", "বড় বড়" (গাছ), "নিবু নিবু" (বাতি), ইত্যাদি পদদ্বৈতের উদাহরণ। ইহা শব্দযুগ্ম হইতে অন্যবিধ। বাক্যপ্রকরণে ইহা আলোচিত হইবে।